REGISTERED NO. C 262.

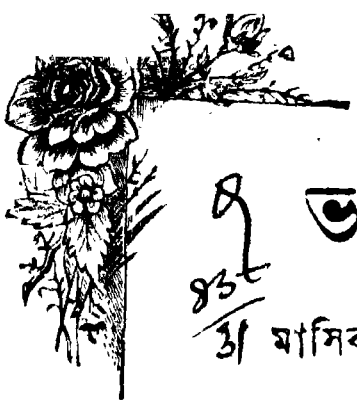

ভক্তি।

মাসিক পত্রিকা।

সিদ্ধান্তবাচস্পতি শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী ও
শ্রীদীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন কর্ত্তৃক সম্পাদিতা।

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥

৪র্থ বর্ষ।] ভাদ্রমাস, জন্মাষ্টমী, ১৩১২। [১ম সংখ্যা।

	বিষয়।	লেখক।	পত্রাঙ্ক।
১।	প্রার্থনা		১
২।	ভেঙ্গে দাও মান (পদ্য)	শ্রীকালীপদ বিশ্বাস	২
৩।	শ্রীশ্রীগৌর গাথা	শ্রীঈশ্বরচন্দ্র পড়িয়া	৪
৪।	নির্গুণ ব্রহ্ম	শ্রীকালীহর বসু	৭
৫।	শ্রীগৌরাঙ্গ চরিত	শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী	১১
৬।	সতীত্ব	শ্রীহরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	২১
৭।	ভক্তিরসামৃতসিন্ধু	শ্রীদীনবন্ধু শর্ম্মা	২৫

[প্রবন্ধগুলির মতামত সম্বন্ধে লেখকগণ দায়ী।]

ভক্তমণ্ডলীর সাহায্যে—
শ্রীভাগবত ধর্ম্মপ্রচারিণী সভা হইতে প্রকাশিত।
ঠিকানা—হাবড়া, কোঁড়ার বাগান, শীতলাতলা।

PRINTED BY M. N. DEY AT THE
Bani Press.
No. 63 Nimtola Ghat Street, Calcutta.

[বার্ষিক মূল্য সডাক ১৲ টাকা।

ভক্তি—৪র্থ বর্ষ।
সংখ্যা—ভাদ্র—১৩১২।

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

ভক্তি।

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তি র্ভক্তস্য জীবনম্॥

প্রার্থনা।

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্‌ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

যিনি কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অশেষ বসুধাদি বিভূতি ভেদে ভিন্ন হইয়াছেন, সেই নিষ্কল, অনন্ত ও অশেষভূত ব্রহ্ম যে প্রভুর অঙ্গ-প্রভা, আমি সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে ভজন করি।

আমাদিগের ভক্তি সকল-কল্যাণ-গুণ-নিলয় শ্রীভগবানের কৃপায় তৃতীয় বৎসর অতিক্রম করিয়া এই চতুর্থ বৎসরে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পবিত্র আবির্ভাববাসরে তদীয় ভক্তজনের সমীপবর্ত্তিনী হইতেছেন। ভক্তজনের চিরসঙ্গিনী হওয়া ভিন্ন ইহাঁর অন্য অভিপ্রায় নাই। ভক্তজনের চিরসঙ্গিনী হইয়া পূর্ণ, অপরিছিন্ন, কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে বসুধাদি বিবিধ-বিভূতি-ভেদের মূলাশ্রয়স্বরূপে বিরাজিত, জীব-শক্তির সহিত অভেদে নিজ স্বরূপ প্রকটনকারী, সত্তামাত্র ব্রহ্ম যাঁহার অঙ্গপ্রভা, মায়াশক্তির সহিত বিলাসে বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড সমূহের রচয়িতা, যোগিধ্যেয়, অন্তর্যামী পরমাত্মা যাঁহার অংশ, সেই ভক্তি দ্বারা ভজনীয় স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসম্পত্তির উদয়ের সাহায্য করাই ইহাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য।

ভেঙ্গে দাও মান।

(১)

ভেঙ্গে দাও মান প্রভু ভাঙ্গ অভিমান।
ধরায় নাহিক পাপী আমার সমান!
ছোট হ'তে ছোট আমি,
এই ভাব দাও তুমি,
কি আর জানাব তোমায় করুণা-নিদান।
ভেঙ্গে দাও মান প্রভু ভাঙ্গ অভিমান॥

(২)

ভেঙ্গে দাও মান প্রভু ভাঙ্গ অভিমান।
অহঙ্কার যেন হৃদে নাহি পায় স্থান।
উঠিলে পড়িতে হয়,
এই ভাব যেন রয়,
আমার মানস-সরে সদা ভাসমান।
ভেঙ্গে দাও মান প্রভু ভাঙ্গ অভিমান॥

(৩)

ভেঙ্গে দাও মান প্রভু ভাঙ্গ অভিমান।
অসার "আমিত্ব" ভেঙ্গে কর শতখান।
কোথাকার কেবা 'আমি',
জানত সকলি তুমি,
"আমি আমি" করে আমি হারায়েছি জ্ঞান।
ভেঙ্গে দাও মান প্রভু ভাঙ্গ অভিমান॥

(৪)

ভেঙ্গে দাও মান প্রভু ভাঙ্গ অভিমান।
আপনারে দেখি যেন তৃণের সমান।
দীনতা হীনতা মোরে,
দাও প্রভু দয়া করে,
তা না হ'লে কিসে বল পাব পরিত্রাণ।
ভেঙ্গে দাও মান প্রভু ভাঙ্গ অভিমান॥

(৫)

ভেঙ্গে দাও মান প্রভু ভাঙ্গ অভিমান।
"আমি কিছু নহি ভবে" দাও এই জ্ঞান।
সবার চরণতলে,
যেন থাকি 'আমি' ভুলে,
অপরের মন্দ বোলে নাহি কাঁদে প্রাণ।
ভেঙ্গে দাও মান প্রভু ভাঙ্গ অভিমান॥

(৬)

ভেঙ্গে দাও মান প্রভু ভাঙ্গ অভিমান।
আপনারে যেন নাহি ভাবি গুণবান।
কোন গুণ নাহি মোর,
দোষের নাহিক ওর,
এই জ্ঞান যেন হৃদে পায় সদা স্থান।
ভেঙ্গে দাও মান প্রভু ভাঙ্গ অভিমান॥

(৭)

ভেঙ্গে দাও মান প্রভু ভাঙ্গ অভিমান।
আপনারে যেন নাহি হেরি রূপবান।
কদর্য্য গঠন মোর,
বচন কর্কশ ঘোর,
জগতের হেয় আমি দাও এই জ্ঞান।
ভেঙ্গে দাও মান প্রভু ভাঙ্গ অভিমান॥

(৮)

ভেঙ্গে দাও মান প্রভু ভাঙ্গ অভিমান।
অধম-হৃদয়ে প্রভু হও অধিষ্ঠান।
তোমায় আমার করে
তোমারে হৃদয়ে ধ'রে,
তোমারে ভাবিয়ে যেন যায় মোর প্রাণ।
ভেঙ্গে দাও মান প্রভু ভাঙ্গ অভিমান॥

শ্রীকালীপদ বিশ্বাস।

শ্রীশ্রীগৌর-গাথা।

আনন্দলীলাময়বিগ্রহায় হেমাভদিব্যচ্ছবিসুন্দরায়।
তস্মৈ মহাপ্রেমরসপ্রদায় চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে ॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্র বলিলেই আমাদের কাহাকে স্মরণ হয়? স্মরণ হয় যিনি আমাদের এই কলি-জীবকে মায়ানিদ্রায় অচেতন দেখিয়া হরিনাম মহামন্ত্র দিয়া চেতন করাইয়াছিলেন, সেই বিশ্বপ্রেমিক শ্রীচৈতন্য দেবকে। এই জগৎ প্রকৃতই মোহময়ী মায়ানিদ্রায় ঘুমাইতেছে, চিরদিনই যেন ইহা কতকগুলি নিদ্রালুর দেশ, কেহ এখানে জাগে না, জাগিলেও সঙ্গী প্রাপ্ত হয় না, সুতরাং আবার ঘুমাইয়া পড়ে; আর ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া কেবল স্বপ্ন দেখে। কিন্তু এই জগৎ প্রকৃতই একবার জাগিয়াছিল, পরিষ্কার জাগিয়াছিল। কখন জান? যখন নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনিই কেবল এই নিদ্রিত বিশ্বরাজ্য জাগাইয়াছিলেন, তিনি যেমন জাগাইয়াছিলেন, তেমন আর কেহ পারে নাই বা পারে না, এই জন্যই আমরা তাঁহাকে সেই জগচ্চৈতন্যময়ের সাক্ষাৎ মূর্ত্তি বলিয়া বিশ্বাস করি। যাহা কেহ পারে না, তাহাই যিনি করিতে পারেন, তিনিই ঈশ্বর। কারণ তাঁহার অধিক বা সমান শক্তিধর জীব কেহ নাই, জীবে যে শক্তি সঞ্চারিত হয়, সে শক্তি তাঁহারই, কিন্তু পূর্ণশক্তি একমাত্র তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত। শক্তির পূর্ণ বিকাশ দেখিয়াই জীবগণ তাঁহাকে অবতার বলিয়া জানিতে পারে এবং শক্তির তারতম্য অনুসারেই পূর্ণ, পূর্ণতর, পূর্ণতম এই ত্রিবিধ অবতার ভেদ হয়। আমরা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে পূর্ণতম শক্তির বিকাশ দেখিতে পাই, কারণ পূর্ণতম শক্তির বিকাশ ভিন্ন স্থাবরজঙ্গম অভিভূত করিতে পারে না। যিনি হরি বলিয়া লক্ষ লক্ষ লোক সমাবেশ করিতে পারেন, আলাপমাত্রেই পাথরের প্রাণে প্রেমসঞ্চার করিতে পারেন, যাঁহার হরিধ্বনিতে বনের ব্যাঘ্র হরিণ প্রভৃতি পশুও নৃত্য করিতে করিতে ধাবিত হয়, এবং এতদূর শক্তি বিকাশ করিয়াও যিনি দীনের দীন, কাঙ্গালের কাঙ্গাল, নিরীহ নিরহঙ্কৃত, তিনি পূর্ণতম শক্তিধর ইহা সহজেই বিশ্বাস হয়। সেই শক্তিধরের পূর্ণতম শক্তির বলে এই জগৎ একবার জাগিয়াছিল, জাগিয়া সেই যোগিজন-ধ্যান-গম্য মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল। কি সে

মূর্ত্তি? অতি অদ্ভুত! যাহার নাম আনন্দলীলাময়-বিগ্রহ। যাহা দেখিয়া কাহারও ভয় হইত না, বিদ্বেষ হইত না, সম্ভ্রম হইত না, দেখিলেই লোক কি এক আনন্দরসে ডুবিত, ইহাই যাঁহার একমাত্র লীলা, তিনিই সেই আনন্দলীলাময়-বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেব।

সে মূর্ত্তিখানির আরও কিছু বিশেষত্ব ছিল, হেমকান্তি অনেক হইতে পারে, কিন্তু সেই হেমবর্ণ হইতে যে একটি উজ্জ্বল কান্তি নিঃসৃত হইত, তাহা মানুষে পাওয়া যায় না, সে হেমকান্তি সাধারণ হেমকান্তির মত হইলে, তাহার এত বড়াই কি ছিল, যে এই হেমকান্তির এতদূর বর্ণন পড়িয়া গিয়াছিল, অবশ্যই সে কান্তিতে একটি অলৌকিকতা ছিল। কি সে অলৌকিকতা জান? সে কান্তির নিকট স্ত্রী, পুরুষ, পশু, পক্ষী, সকলের চিত্তই অভিভূত হইয়া মুগ্ধ হইত, সে প্রতিভার নিকট সকল প্রতিভা পরাজিত হইত। লোকে তাঁহাকে শিক্ষা দিতে গিয়া শিষ্য হইয়া গিয়াছে, গালি দিতে গিয়া স্তুতি করিয়াছে, বিদ্রূপ করিতে গিয়া প্রেমোন্মাদে নাচিয়াছে, তাঁহাকে মারিতে গিয়াও তাঁহার গলা ধরিয়া কাঁদিয়াছে, এ প্রতিভা মনুষ্যে নাই, অবতারে নাই, তাই তিনি স্বরূপবিগ্রহ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। অতএব সে কান্তি সাধারণ স্বর্ণকান্তি নহে, সে দেহ হইতে বিনিঃসৃত কান্তিই যেন জানাইয়া দিত—

কৃষ্ণাভং স্বপ্নধীগম্যং
বিদ্যাত্তং পুরুষং পরম্॥

ভক্তির চরম বিকাশ প্রেম। এই প্রেম দুই প্রকার, বৈধীভাবোত্থ প্রেম ও রাগানুগীয় ভাবোত্থ প্রেম। বৈধীভাবোত্থিত প্রেমাপেক্ষা রাগানুগীয়ভাবোত্থ প্রেমের নিষ্কিঞ্চনতা অধিক, ইহা নিষ্কামতার পরাকাষ্ঠা, এইজন্য ইহার নাম মহাপ্রেম। এই মহাপ্রেম ব্রজরসাত্মক, ব্রজের ভাব, সকল ভাবের পরাকাষ্ঠা, সকল যুগের সকল ভক্তই ব্রজভাবের নিকট পরাজয় মানিয়াছেন, যাহার নিকট সর্ব্বৈশ্বর্য্য পূর্ণ ভগবানের পারমৈশ্বর্য্যও সঙ্কুচিত হইয়া যায়, অতএব উহা দুর্লভ। কিন্তু শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে দেখিবামাত্রই লোক এই দুর্লভ প্রেমরসে মগ্ন হইত। অজ্ঞ জনও তাঁহার দর্শনমাত্র এই সাধন-সহস্র-সুদুর্লভ প্রেমরত্ন পাইয়াছিল। এই অদ্ভুত শক্তিবিকাশ অন্য কোন অবতার হইতে হয় নাই, এইজন্যই তাঁহার একটি নাম মহা-প্রেম রস-প্রদ।

নামের সার্থকতা প্রত্যক্ষ কি না দেখিতে চাও দেখ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রে

যাঁহার রুচি নাই, দুর্লভা ব্রজরসাত্মিকা রাগানুগা ভক্তির বিকাশ তাঁহাতে নাই। কেবল পাখীর মত প্রবন্ধ পড়িয়া যাইও না, বেশ অনুসন্ধান করিয়া দেখ, শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রে বিমুখ ব্যক্তিতে এ মহাপ্রেমের কণা দেখিতে পাও কি না? পাইবার উপায় নাই, এইজন্যই যুগ-যুগান্তরের ভক্তে ভক্তে অনুসন্ধান করিয়া শ্রীনরোত্তম ঠাকুর গাইয়াছেন—

গৃহে বা বনেতে থাকে, হা গৌরাঙ্গ বলি ডাকে,
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ॥

এইজন্যই কাশীর যতিশিরোমণি প্রবোধানন্দ সরস্বতী লিখিয়াছেন—

অপ্যগণ্যং মহৎ পুণ্যমনন্যশরণং হরেঃ।
অনুপাসিতচৈতন্যং ন ধন্যং মন্যতে মতিঃ॥

অগণ্য মহৎ পুণ্য থাকুক না, তাহাতে কি হয়, স্বর্গাদি ব্রহ্মত্ব পর্য্যন্ত ভুক্তিই ইহার ফল। হরির একান্ত ভক্তই বা হইলেন, তিনি পঞ্চবিধা মুক্তির অধিকারী বা বৈধীভাবোত্থ পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেমের অধিকারী। কিন্তু শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের যিনি উপাসক নহেন, সুদুর্লভা ব্রজরসাত্মক ভক্তিরত্নে তাঁহার অধিকার নাই। অতএব তিনি ধন্য হইয়াও ন-ধন্য।

যদি কেহ মনে করেন, শ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলাদির অনুস্মরণ ও অষ্টকালীয়া মানসী সেবা প্রভৃতি রাগানুগা ভক্তির আচরণ হইতেই ক্রমে ব্রজভাব লাভ হইতে পারে, শ্রীচৈতন্য উপাসনার প্রয়োজন কি? তাহা নহে; কেন না, শ্রীচৈতন্য দেবই সে উপাসনার আদর্শ, সে আদর্শে যাঁহার প্রীতি নাই, সেই ব্রজরস-মূর্ত্তিমান্ মূর্ত্তিখানি যাঁহার হৃদয়ে জাগে না, সেই মূর্ত্তির সেই ব্রজভাবপ্রস্রবণ-স্বরূপা লীলা যাঁহার হৃদয়-হ্রদে তরঙ্গিত হয় না, তিনি কি দেখিয়া সেই অপূর্ব্ব ব্রজভাব শিখিবেন? শ্রীগৌরাঙ্গে শ্রীগৌরলীলাময় প্রীতি নিবদ্ধ হইলে, ব্রজভাব আপনি স্ফুরিত হয়, নচেৎ শত সাধনেও হয় না।

যে এমন বিশ্বপ্রেমিক অবতারে ভক্তিশূন্য, সে কি কৃতঘ্ন নহে? কৃতঘ্নতা কি? কৃতোপকার স্বীকার না করা। শ্রীচৈতন্যদেবের আত্মত্যাগ, বিশ্বপ্রেম, জীবে দয়ার পরাকাষ্ঠা। কোন্ অবতার জীবের জন্য সর্ব্বত্যাগ করিয়া দেশে দেশে জনে জনে জীবোদ্ধারমন্ত্র শ্রীহরিনাম বিলাইয়া ভ্রমণ করিয়াছেন? কোন্ অবতার জীবের দুঃখে জীবের গলা ধরিয়া কাঁদিয়াছেন? কোন্ অবতার জীবের শিক্ষার জন্য নিজে কঠোর বৈরাগ্য লইয়া পথে পথে গ্রামে গ্রামে বনে বনে রোদন করিয়া বেড়াইয়াছেন? এমন করুণা যাঁহার, তাঁহার সেই কারুণ্যরস-

মূর্ত্তিমান মূর্ত্তি হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত না করার মত আর কৃতঘ্নতা কি? কৃতঘ্নের স্থান নরকেও নাই, সে কি প্রকারে মোক্ষাধিকসুখময়ী ব্রজ-গতি লাভ করিবে? অতএব শ্রীচৈতন্যোপাসনাহীন ব্যক্তি ন-ধন্য! সহস্রবার ন-ধন্য! সন্দেহ নাই।

শ্রীকৃষ্ণের ব্রজের বিলাস শ্রবণে আমরা মুগ্ধ হই, অশ্রু বিসর্জ্জন করি। কেন করি, তাহার ঠিক অর্থ জানি না। উহা কি? উহার নাম উদ্দীপন। শুনিতে শুনিতে বা পড়িতে পড়িতে অজ্ঞাতসারে একটি অস্থায়ী ব্রজ-ভাববিম্ব আমাদের মনে আইসে, কিন্তু আমরা ধারণা করিতে পারি না। কেন পারি না জান? ওরূপ ভাববিম্বের স্থায়িত্ব নাই। যেমন কোন ব্যক্তি দর্পণসমক্ষে দাঁড়াইলে প্রতিবিম্ব পড়ে, সরিয়া গেলেই, প্রতিবিম্বও দেহের সঙ্গেই সরিয়া যায়, সেইরূপ ভাববিম্বও আলোচনার সঙ্গেই বিরাম পায়। যেমন হাপোরে যতক্ষণ লৌহ থাকে, ততক্ষণ লাল, কিন্তু উত্তাপের বাহিরে আনিলেই স্বরূপ ধারণ করে, ঐ ভাববিম্বও সেইরূপ অস্থায়ী। এই জন্য একটি স্থায়ী আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া ভাব শিক্ষা করিতে হয়। সে ভাবের পূর্ণাদর্শ শ্রীচৈতন্য, শ্রীচৈতন্যলীলায় প্রীতি হইলেই তাহা হইতে একটি অস্থায়ী ভাব আইসে। সেই অস্থায়ী ভাব ক্রমে স্থায়ী ভাবে পরিণত হয়। অতএব কলিযুগে শ্রীচৈতন্যদেবই জীবের সহজ উপাস্য।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর শ্রীঈশ্বরচন্দ্র পড়িয়া।

নির্গুণ ব্রহ্ম।

বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥ গীতা।

এতাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥

ঋগ্বেদীয়পুরুষসূক্তম্।

মণি যৈছে অবিকৃত প্রসবে হেমভার।
জগদ্রূপ হয় ঈশ্বর তবু অবিকার॥ শ্রীচৈঃ চঃ

এক ব্রহ্ম সগুণ নির্গুণ দ্বিবিধ। ইহার তিন পাদ নির্গুণ অমৃত স্বরূপ। একপাদ জগদ্রূপে পরিণত; ইহা সগুণ ব্রহ্ম। নির্গুণ ব্রহ্ম আদি পুরুষ। জগৎ সগুণ, কিন্তু শ্রীভগবান্ সাকার বলিয়া সগুণ ব্রহ্ম

একথা ভ্রমাত্মক। তিনি মণির ন্যায় স্বর্ণভার প্রসব করিয়া অবিকৃত। যিনি নিজ শক্তিতে নিত্য বাস করেন, তিনি পুরুষ শ্রীনিবাস। ব্রহ্ম কখনও শক্তি ছাড়া নহেন। আবার দেখুন, যাঁহার চতুর্থাংশ নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তিনি কখনও নিরাকার নহেন। সমুদ্রের মৎস্য সমুদ্রের একাংশে বিচরণ করে. সমুদ্রের আকার নির্দ্ধারণ করিতে পারে না। মৎস্যের পক্ষে সমুদ্র নিরাকার। একাংশে পড়িয়া জীব ব্রহ্মের পূর্ণত্ব অনুভব করিতে অক্ষম। এক সময় লোকে পৃথিবীকে ত্রিকোণ বলিত। পৃথিবীর গোলত্ব নেত্র দ্বারা অনুভব করিতে পারি না। নিরাকার শব্দের অর্থান্তর গ্রহণ করা যাউক। ব্রহ্ম সূক্ষ্ম (তরল) কি ঘন? নয়নে বায়ুর অস্তিত্বানুভব হয় না, কিন্তু ত্বকে। তদ্রূপ চিত্তের গাঢ় মালিন্যাবস্থায় ঈশ্বরের বিদ্যমানতা স্ফুরে না, ইহা জীবের তটস্থতা। শুদ্ধাশুদ্ধ চিত্তে তরল, বিশুদ্ধ চিত্তে ঈশ্বর ঘন। ইহাই ঈশ্বরানুভূতির ইন্দ্রিয়। জ্ঞানযন্ত্রে যাহা তরল দেখায়, ভক্তিযন্ত্রে তাহাই ঘন। জ্ঞানে অনুভূতি (ব্রহ্মানুভূতি), ভক্তিতে প্রত্যক্ষতা। প্রত্যক্ষ যা তাহাই সত্যের সত্য। অন্যান্য ধর্ম্মেও দেখুন—মহম্মদ যার দোস্ত, তিনি কি সাকার নহেন? পুত্র যীশু স্বর্গাসিংহাসনে পিতৃক্রোড়ে বসিলেন, পিতা কি নিরাকার? সকল ধর্ম্মেই সাকারবাদ। নিরাকার সাকারে সম্বন্ধ বর্ত্তে না। নিরাকারত্ব প্রাচীন সংস্কারমাত্র। যত দিন পূর্ণব্রহ্ম আদি পুরুষ ভগবান্ ভক্ত্যভাব বশতঃ দেখা দেন নাই, ততদিন তিনি জ্ঞাননয়নে নিরাকার প্রতিভাত ছিলেন। ভক্তি-বিকাশ-প্রভাবে ক্রমশঃ জীব তাঁহার স্বরূপতত্ত্ব অবগত হইয়াছে। এই নবতত্ত্ব সহ প্রাচীনতত্ত্ব মিলিয়া মিশিয়া একটা গোল বাধাইয়াছে। কেহ ভাবেন নিরাকার, কেহ সাকার। উহা অধিকার ভিন্নতার ফলস্বরূপ। যে দিন নিরাকার সংস্কারটি এককালে বিধৌত হইয়া যাইবে, সে দিন হইতে সব গোলযোগ মিটিয়া যাইবে তখন সর্ব্বত্র ভক্তির জয়পতাকা উড্ডীন হইবে। ভগবদ্বাক্য শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে :—

ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণানন্দ বিগ্রহ যাঁহার।
হেন ভগবানে তুমি কহ নিরাকার॥

নিরাকার বলিলে নিঃশক্তি হয়, যথা :—

স্বাভাবিক তিন শক্তি যেই ব্রহ্মে হয়।
নিঃশক্তি করিয়া তারে করই নিশ্চয়॥ শ্রীচৈঃ চঃ।

বেদে নির্গুণ ব্রহ্ম আদিপুরুষ কথিত হইয়াছেন। পুরুষ শক্তিসংযোগী। সুতরাং নির্গুণ ব্রহ্ম সাকার। সাকার ঈশ্বর সগুণ এই একটী দৃঢ়সংস্কার আমাদের মধ্যে আছে। কিন্তু ঈশ্বর নিত্যসাকার নিত্যনির্গুণ। স্বরূপ-তত্ত্বাবগতি না হওয়া পর্য্যন্ত ঈশ্বর নিরাকার—অস্তিত্বহীন। গিরিগহ্বরে আঁধার দেখি, গহ্বরমুখে রশ্মি দেখি, বাহিরে সূর্য্য দেখি। নয়ন চাপিলে আঁধার দেখি, বুজিলে রশ্মি দেখি, খুলিলে সূর্য্য দেখি। যতক্ষণ তাহাকে দেখিবার চেষ্টা করি, ততক্ষণ নিরাকার, কারণ, তাহাকে তত্ত্বতঃ দেখি না। যখন কৃপা করিয়া তিনি দেখা দেন, তখন তিনি সাকার, কারণ, তখন ঠিক তাহাকেই দেখি।

অর্থান্তরে ঈশ্বর সূক্ষ্ম বীজস্বরূপ, জীবের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হৃন্মন্দিরে পূর্ণরূপে প্রকাশিত হন। শ্রীভগবান সম্বন্ধে মনগড়া বিচার খাটে না। ভগবদ্বাক্য বা আপ্তবাক্যরূপ শাস্ত্রই সত্য। বিশ্বাস করিলে সব কথা হৃদয়ে মিলে। শাস্ত্রের সত্যতা ফলে, হৃদয় সাক্ষ্য দেয়। তবে এই কথাগুলি সঙ্কলন করার উদ্দেশ্য এই যে, বেদবাক্য বা ভগবদ্বাক্য যখন সাকারত্বের সাক্ষ্য দিতেছে, তবু অসত্যে লোকের এত আস্থা কেন? তৎকারণ এই যে, সাকারের একটি নিরাকারত্ব আছে। তাহারই বিকার বা কদর্থতা এত ছাইয়া ফেলিয়াছে। শ্রীভগবানের বপু ভৌতিক নয়, সুতরাং ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য। উহা পৃথক্ বস্তু। এই পৃথক্ বস্তু দর্শনযোগ্য জীবে পৃথক্ ইন্দ্রিয়। তদিন্দ্রিয়ের সম্মুখে তিনি প্রত্যক্ষীভূত হন।

আবার শুনি, ভক্তের সর্ব্বেন্দ্রিয়গ্রাম পরিব্যাপ্ত করিয়া শ্রীভগবান্ স্ফূর্ত্তি পান। ইহার তাৎপর্য্য কি?—তাৎপর্য্য এই যে, পৃথক ইন্দ্রিয় নিজ দ্যোতক-শক্তি দ্বারা বহিরিন্দ্রিয় সকল উজ্জ্বল ও সমধর্ম্মী করিয়া অধিকার করে। তাতেই শ্রীভগবান্ সর্ব্বেন্দ্রিয়ে পরিব্যাপ্ত হন।

নিরাকার-ভাবনায় অশ্রু-কম্প-পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকার পরিলক্ষিত হয় না। যেরূপ ভাবনায় ভাবোদয় ও প্রেমানন্দ সঞ্চার হয়, সেরূপ ভাবনাই শ্রেয়ঃ। ইহাই সত্যের প্রমাণ। পূর্ণব্রহ্ম নির্গুণ সনাতন প্রভু অমৃতনয়নে আমাকে চাহিতেছেন, অই যে কর্ণ পাতিয়া সাদরে আমার কথা শুনিতেছেন, অই যে স্মিতশীতলাধরে মৃদু মৃদু আমাকে কি বলিতেছেন, এই যে আমাকে স্পর্শ করিতে পদ্মহস্ত প্রসারিত করিলেন,—এই সব স্ফূর্ত্তি, বিনা কি আর প্রেমানন্দ লাভ হয়, না সাত্ত্বিক বিকার হয়?

তবে বলিবেন, নির্গুণ আবার সাত্ত্বিক যোগ কেন?

পার্থিবাদ্দারুণো ধূমস্তস্মাদগ্নিস্ত্রয়ীময়ঃ।
তমসস্তু রজস্তস্মাৎ সত্ত্বং যদ্ ব্রহ্মদর্শনম্॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্।

যেরূপ অপ্রকাশ কাষ্ঠ হইতে ধূম উৎপন্ন হয়, তৎপর সেই ধূম হইতে অতি পবিত্র বৈদিক যজ্ঞাদিকার্য্যসাধকশ্রেষ্ঠ ও প্রকাশস্বরূপ অগ্নি উৎপন্ন হয়, সেইরূপ অপ্রকাশ তমোগুণ ও তমোগুণাধিষ্ঠিত দেবতাপেক্ষা রজোগুণ রজোগুণাধিষ্ঠিত দেবতা শ্রেষ্ঠ এবং ঐ রজোগুণ ও তদুপহিত দেবতাপেক্ষা সাক্ষাদ্ব্রহ্মদর্শনস্বরূপ সত্ত্বগুণ ও সত্ত্বাশ্রিত দেবতা বিষ্ণুই শ্রেষ্ঠতম।

জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মোপহিত দেবতা বিষ্ণু ঘনবিগ্রহ। উহা সত্ত্বের পরিণাম নির্গুণ। জীব একটি শক্তি। উহা নির্ম্মলাবস্থায় সাত্ত্বিকভাব প্রাপ্ত হয়। এই সাত্ত্বিকভাব রাধাভাব-কণিকা। এই প্রকৃতিসত্ত্ব নির্গুণস্পর্শী। নদীতটে পৌঁছিলে যেমন নদীর জল স্পর্শ করা যায়, সত্ত্বতটে পৌঁছিলে তেমন নির্গুণ সাক্ষাৎকার হয়। সত্ত্বের নির্গুণনৈকট্য হেতু শুদ্ধসত্ত্বনির্গুণস্পর্শী, যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

ততো জগন্মঙ্গলমচ্যুতাংশং সমাহিতং শূরসুতেন দেবী।
দধার সর্ব্বাত্মকমাত্মভূতং কাষ্ঠা যথানন্দকরং মনস্তঃ॥

দেবী দ্যোতমানা শুদ্ধসত্ত্বেত্যর্থঃ।—শ্রীধরস্বামী।

শুদ্ধসত্ত্বে নির্গুণের আবির্ভাব। শুদ্ধসত্ত্বতা ও নির্গুণতা একাবস্থ বা সমসাময়িক। কমলের বিকাশ এবং মধুসঞ্চার যেমন। অহংভাবপরিশূন্যতা প্রযুক্ত এই শুদ্ধসত্ত্বও নির্গুণত্ব। নির্গুণ সাক্ষাৎকারে নির্গুণ সাত্ত্বিক ভাব সঞ্চার হয়। ইহা সাকারোপাসনারই নির্গুণামৃত পরিণাম। অতএব ভাবলক্ষণ সাকার সত্যতার দ্যোতক।

দুর্লভভাবামৃত উপেক্ষা করিয়া মানব অন্য কি চাহেন, আমরা জানি না। হয়তো তিনি কেরামতের জন্য লালায়িত। তবে সাবধান, তাহাকে কেরামতে যাইতে হইবে।

তমঃপ্রাধান্যে ঈশ্বর নাস্তি কি বাষ্প। রজঃপ্রাধান্যে নিরাকার বা জল। এবং সত্ত্বপ্রাধান্যে সাকার, বরফ। সত্ত্বপ্রাধান্যে যে ভগবৎসম্বন্ধ, তাহা নির্গুণ।

গুরু বস্তুটি নির্গুণ। কারণ গুরুরূপী শ্রীমন্দিরের মুক্তদ্বার দিয়া চাহিয়া শ্রীবিগ্রহ ভগবান্ শিষ্যে কৃপা করেন। সুতরাং গুরু গোবিন্দ কোন ভেদ

নাই। নয়নতারা-প্রতিফলিত জ্ঞান দ্বারা যেমন বস্তুতত্ত্ব নিরূপিত হয়, তদ্রূপ লীলায় নিত্য নিরূপিত হয়। গুরু ও গোবিন্দ, লীলা ও নিত্য অভিন্নাত্মক বলিয়া গুরু ও লীলা নির্গুণ। নাম নামী অভিন্নাত্মক বলিয়া নাম নির্গুণ। ভগবৎসম্বন্ধানুকূল যা কিছু সব নির্গুণ। নির্গুণ শব্দে অমায়া বুঝায়। গুরু শ্রীভগবানের পীঠে; লীলা শ্রীভগবানের রূপান্তরঙ্গতাগুব। অতএব শ্রীভগবানের নাম-গুণ-লীলানুধ্যান ও তদনুশীলন করাই নির্গুণোপাসনা। ইহা নীরস নির্গুণ নয়, নির্গুণ রসায়ন। শ্রীভগবন্নামে যে তোমার অশ্রু-স্বেদ-কম্প-পুলকাবল্যাদি, এ সব নির্গুণ। কারণ, এ সব মায়ার অধিকারে নয়। তাই বলি, মন একবার নির্গুণ লীলায় মজ। শ্রীবাঙ্গাপদে আর কিছু মাগিও না, মাগিও সে দুটি।

বৈষ্ণবানুগ
শ্রীকালীহর বসু দাস।

শ্রীগৌরাঙ্গচরিতামৃত।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এই সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গ যেমন চঞ্চল তেমনই আবদারী হইয়া উঠিলেন। তিনি যখন যাহা দেখেন, তখন তাহাই চান। যাহা চান, তাহা না পাইলে, কাঁদিয়া আকুল হয়েন। একদিন অকারণে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। জনকজননীর ও প্রতিবেশিগণের অনেক সান্ত্বনাবাক্যেও তাঁহার রোদনের অবসান হইল না। সকলে রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, "জগদীশ পণ্ডিত ও হিরণ্য ভাগবত শ্রীহরিবাসর উপলক্ষে বিবিধ উপহার আয়োজন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের গৃহ হইতে ঐ সকল দ্রব্য সামগ্রী আনিয়া দাও, তবে আমার শান্তি হইবে।" জনকজননী পুত্রের এইপ্রকার অসম্ভব কথা শুনিয়া যার-পর-নাই ক্ষুব্ধ হইলেন। উক্ত পরম বৈষ্ণব বিপ্রদ্বয় লোকপরম্পরায় শ্রীগৌরাঙ্গের কথা শুনিয়া, উহা শ্রীভগবানেরই ইচ্ছা মনে করিয়া, ভগবন্নিবেদিত যথাবস্থিত উপহার সকল মিশ্রবালকের নিমিত্ত লইয়া গেলেন এবং উহার কিয়দংশ তাঁহাকে ভোজন করাইয়া শ্রীভগবানের তৃপ্তি হইল

ভাবিয়া আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন। ঘটনাস্থলে সমুপস্থিত নরনারীবৃন্দ এই ইন্দ্রিয়ের অগোচর অচিন্ত্যনীয় অলৌকিক ব্যাপার অবলোকনে যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইলেন। এইরূপে মায়া-মনুজ-বালক শ্রীগৌরাঙ্গের বাল্যলীলা সকল দর্শন ও শ্রবণ করিয়া নদীয়ার ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের লোক সকল আশ্চর্য্য বোধ করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পৌগণ্ড লীলা।

শ্রীগৌরাঙ্গ ক্রমে পৌগণ্ড বয়স প্রাপ্ত হইলেন। জগন্নাথমিশ্র পুত্রের বিদ্যারম্ভের কাল উপস্থিত বুঝিয়া, শুভদিনে যথাবিধি তাঁহার বিদ্যারম্ভ করাইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ সমবয়স্ক বালকদিগের সহিত পাঠশালায় যাইয়া লেখাপড়া করিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই বর্ণমালাদি প্রথম পাঠ সকল শিক্ষা হইল। এই সময়েও কিন্তু তাঁহার স্বভাবের চাঞ্চল্য দূর হইল না। তিনি পাঠান্তে বালকদিগের সহিত গঙ্গাস্নানে যাইয়া বিশেষ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। লিখিত আছে,—তিনি স্নানের সময় অতিশয় চাপল্য প্রকাশ করিয়া থাকেন; কখন স্নানকারী লোকদিগের গাত্রে জল নিক্ষেপ করেন; কখন তাঁহাদিগের বস্ত্র সকল পরিবর্ত্তন করেন; কখন কাহার দ্রব্যাদি বলপূর্ব্বক হরণ করেন; কখন কোন বালককে কটুবাক্য বলেন; কখন কাহাকে প্রহার করেন; কখন কাহার সহিত অনর্থক বিবাদ করেন; কখন কাহাকে জলে ডুবাইয়া দেন; কখন স্বয়ং জলে মগ্ন হইয়া কাহার পা ধরিয়া টানেন; কখন কাহার স্কন্ধে আরোহণ করেন; কখন কাহার গাত্রে ধূলিকর্দ্দমাদি প্রক্ষেপ করেন; কখন কোন বালিকাকে বিবাহ করিতে চান; কখন কাহার বস্ত্রহরণ করেন; এই সকল অত্যাচারে প্রতিবাসিগণ নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়া যথেষ্ট তিরস্কার করেন ও নানাপ্রকার ভয় দেখান। কিন্তু তাহাতেও যখন তাঁহার দৌরাত্ম্যের নিবৃত্তি হইল না, তখন অগত্যা তাঁহারা ঐ সকল বৃত্তান্ত তাঁহার পিতামাতার কর্ণগোচর করিতে বাধ্য হইলেন। শুনিয়া শচীদেবী অভিযোগকারীদিগকে

অনুনয় বিনয় করিয়া ও পুত্রের শাসন বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়া বিদায় করিলেন। মিশ্রপুরন্দর কিন্তু ঐরূপ অভিযোগ সকল শুনিতে শুনিতে অতিশয় বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া শেষে একদিন বালকের শাসনার্থ স্বয়ং দণ্ডহস্তে গঙ্গাতীরাভিমুখে গমন করিলেন। তদ্দর্শনে অভিযোগকারিগণই আবার, 'অবোধ বালকের কার্য্যে ক্রোধ করিতে নাই' এইপ্রকার সান্ত্বনাবাক্য বলিয়া, তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কারণ, তাঁহারা কৌতুক দেখিবার নিমিত্ত বাহ্যে অসন্তোষের ভাব প্রকাশ করিলেও, অন্তরে বালক শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি কিছুমাত্র বিরক্ত হন নাই, বরং অনুরক্তই ছিলেন, অতএব তাঁহাকে কোনরূপ পীড়ন করা হয়, এরূপ তাঁহাদিগের অভিপ্রায় ছিল না। যাহা হউক, জগন্নাথমিশ্র যখন নিতান্তই রোষভরে পুত্রের শাসনার্থ চলিয়া গেলেন, তখন তাঁহারা অন্য পথ দিয়া সত্বর গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে সতর্ক করিয়া দিলেন। পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া আসিতেছেন শুনিয়া, শ্রীগৌরাঙ্গ নিরুপায় বালকদিগকে শিক্ষা দিয়া পূর্ব্ববৎ পুস্তকাদি লইয়া ঐ স্থান হইতে প্রস্থান পূর্ব্বক অন্য পথ অবলম্বনে গৃহে উপনীত হইলেন। এদিকে জগন্নাথমিশ্র পুত্রের শাসনার্থ গঙ্গাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি জলে অপরাপর বালকদিগের মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখিতে না পাইয়া উহাদিগকে তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা শিক্ষিত ছিল, জিজ্ঞাসামাত্রই বলিল, "নিমাই আজ এখনও স্নান করিতে আসে নাই, পাঠশালা হইতে গৃহে গিয়াছে, আমরা তাহার অপেক্ষা করিতেছি।" বালকদিগের কথা শ্রবণ করিয়া জগন্নাথ মিশ্র গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়াই দেখিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ মলিন কলেবরে শুষ্ক বসনে তৈল প্রার্থনায় জননীর নিকট দাঁড়াইয়া আছেন। দেখিয়া তিনি যার-পরনাই বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ভাবিলেন, যাঁহারা পুত্রের দৌরাত্ম্যের বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়াছিলেন, নিশ্চয়ই মিথ্যা বলেন নাই ইহা স্থির, অথচ পুত্রের অঙ্গে কিছুমাত্র স্নানচিহ্ন লক্ষিত হইতেছে না। মিশ্রবর ভাবিতে ভাবিতে আকুল হইলেন। তিনি মনে মনে পুত্রকে মহাপুরুষ বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার ঐ ভাবও স্থায়ী হইল না। শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার ক্রোড়ে উঠিলেই তিনি বাৎসল্যরসের উদ্রেকে সকল ভুলিয়া গেলেন। তখন তিনি পুত্রকে বলিলেন, "বিশ্বম্ভর, তোমার এরূপ কুবুদ্ধি হইতেছে কেন? তুমি কি নিমিত্ত গঙ্গাতীরে যাইয়া লোকের প্রতি অত্যাচার কর? তুমি দেবতা ও ব্রাহ্মণ মান না, সকলের প্রতি অত্যাচার করিয়া থাক।" এই কথা শুনিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "আজ

আমি স্নান করিতেই যাই নাই। আপনি আমাকে বিনা অপরাধে অপরাধী বিবেচনা করিতেছেন। আজ যদি কাহারও প্রতি কোনরূপ অত্যাচার হইয়া থাকে, সে অন্য বালকের কৃত, আমার কৃত নহে। আমি না থাকিলেও যদি আমার নামে দোষারোপ হয়, তবে সত্য সত্যই যথেষ্ট অত্যাচার করিব।" এই কথা বলিতে বলিতে তিনি পিতার ক্রোড় হইতে নামিয়া জননীর নিকট হইতে তৈল গ্রহণ পূর্ব্বক গঙ্গাতীরে গমন করিলেন। জনক ও জননী উভয়েই অবাক্ হইয়া রহিলেন। ইতিমধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গ গঙ্গাতীরে আসিয়া পুনর্ব্বার বয়স্যবর্গের সহিত মিলিত হইলেন এবং চাতুরীর কথা আলোচনা করিতে করিতে সকলে মিলিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের চাঞ্চল্য দেখিয়া জগন্নাথ মিশ্র কোন কোন দিন তাঁহাকে কিছু কিছু তাড়নভর্ৎসন করিয়া থাকেন। একদিন স্বপ্নযোগে এক অতিতেজস্বী ব্রাহ্মণ কিছু ক্রোধের সহিত বলিলেন, "মিশ্র, তুমি কি তোমার পুত্রের তত্ত্ব জান না? তুমি উহাঁকে তাড়নভর্ৎসন কর কেন?" মিশ্র বলিলেন, "পুত্রের তত্ত্ব আবার জানিব কি? সে দেব, সিদ্ধ বা মুনি, যেই হউক, সে আমার পুত্র। পুত্রকে শিক্ষা দেওয়া বা লালনপালন করা পিতার স্বধর্ম্ম। আমি শিক্ষা না দিলে, সে শিখিবে কিরূপে?" মিশ্রের শুদ্ধ বাৎসল্য দেখিয়া ব্রাহ্মণ হাসিতে হাসিতে অন্তর্হিত হইলেন। মিশ্র জাগরিত হইয়া স্বপ্নবৃত্তান্ত ভাবিতে ভাবিতে বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ যতই কেন চাঞ্চল্য প্রকাশ করুন না, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপকে দেখিলেই তাঁহার চাঞ্চল্য নিবৃত্ত হইত। বিশ্বরূপের প্রকৃতি অতি ধীর ছিল। তিনি আজন্ম বিরক্ত ও সর্ব্বগুণের আকর ছিলেন। তাঁহার ভক্তিশাস্ত্রে বিশেষ অধিকার জন্মিয়াছিল। অদ্বৈতাচার্য্যাদি ভক্তগণ তাঁহাকে বিশেষ সমাদর করিতেন। বিশ্বরূপ অধিকাংশ সময়ই অদ্বৈতাচার্য্যের সভায় শাস্ত্রালাপে অতিবাহিত করিতেন। একদিন ভোজনের সময় হইলেও বিশ্বরূপ বাটী না আসায় শচীদেবী তাঁহাকে ডাকিয়া আনিবার নিমিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গকে অদ্বৈতসভায় প্রেরণ করিলেন। তাঁহার অপরূপ রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া অদ্বৈতসভাস্থ ভক্তবর্গের সকলেই স্তম্ভিত হইলেন। কাহারও মুখে কোন কথা নাই, সকলেই একদৃষ্টিতে মিশ্রতনয়ের সেই রূপ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রতিদিন দেখেন বটে, কিন্তু সে দিন শ্রীগৌরাঙ্গরূপ ভ্রাতা বিশ্বরূপেরও নয়নমন হরণ করিল। ক্ষণকাল পরে অদ্বৈতাচার্য্য সভার সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "এই

বালক কখনই প্রকৃত মনুষ্য বলিয়া বোধ হয় না; নিশ্চয়ই কোন মহাপুরুষ মিশ্রের তনয় হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।" অপর সকলেও তাঁহার বাক্যের অনুমোদন পূর্ব্বক বালক শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। দিগম্বর শ্রীগৌরাঙ্গ জ্যেষ্ঠের হস্তধারণ পূর্ব্বক গৃহে আগমন করিলেন।

এই ঘটনার অত্যল্পকার পরেই বিশ্বরূপ গৃহত্যাগ করেন। ঐ সময়ে তাঁহার বয়স ষোড়শ বৎসর হইয়াছিল। পূর্ব্ব হইতেই বিশ্বরূপের সংসারত্যাগের বাসনা ছিল। তৎকালে জনকজননী তাঁহার বিবাহের উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন দেখিয়া, তিনি সত্বর গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। বিশ্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দেরই প্রকাশমূর্ত্তি। শুনা যায়, তিনি দাক্ষিণাত্য প্রদেশ পরিভ্রমণকালে শ্রীনিত্যানন্দের কলেবরেই মিলিত হইয়াছিলেন। বিশ্বরূপের সন্ন্যাসাশ্রমের নাম শ্রীশঙ্করারণ্য।

বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হইয়া পিতামাতার নয়নের অন্তরালে গমন করিলেন। তাঁহার সন্ন্যাসসংবাদ জনকজননীর শ্রবণগোচর হইলে, তাঁহারা শোকে অতিশয় বিহ্বল হইলেন। আত্মীয়স্বজনগণ নানাপ্রকারে তাঁহাদিগের সান্ত্বনার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পুত্রশোকাবেগ নিবারিত হইবার নহে, বাহিরে অপ্রকাশ হইলেও, তুষানলের ন্যায় অন্তর দগ্ধ করিতে লাগিল। বিশ্বরূপের শোকপ্রবাহ অন্তঃসলিলা নদীর ন্যায় জনকজননীর অন্তরে নিঃশব্দে প্রবাহিত হইতে লাগিল। বিশ্বরূপের সন্ন্যাসে নদীয়ানগরের অনেকেই দুঃখিত হইলেন। ভক্তসম্প্রদায়ের বিশেষ ক্ষতিবোধ হইল। অদ্বৈতাচার্য্যাদি ভক্তগণ বিশ্বরূপের গুণগ্রাম স্মরণ করিয়া প্রচুর বিলাপ করিলেন। জনকজননীর ত কথাই নাই। তাঁহাদের দুঃখ দেখিয়া পাষাণও বিগলিত হইতে লাগিল। সুখদুঃখ চিরস্থায়ী নহে, ক্রমে শ্রীগৌরাঙ্গই জনকজননীর ও আত্মীয়স্বজনের বিশ্বরূপ বিরহাক্রান্ত শোকাকুল হৃদয়ক্ষেত্র অধিকার করিয়া লইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের বয়স তখন ছয় বৎসর। তদীয় মাধুর্য্যরশ্মি প্রকাশিত হইয়া লোক সকলের হৃদয়-গুহানিহিত বিষাদতিমির বিদূরিত করিতে লাগিল। মিশ্রবর বাৎসল্যমোহে আচ্ছন্ন হইয়া জ্ঞানই বিশ্বরূপের সন্ন্যাসের কারণ ভাবিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের বিদ্যাভ্যাস রহিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। পাছে জ্ঞানলাভের পর শ্রীগৌরাঙ্গও জ্যেষ্ঠের ন্যায় সন্ন্যাসী হইয়া তাঁহাদিগকে অপার বিষাদ-সাগরে নিমজ্জিত করেন, এই ভাবিয়া তিনি সহধর্ম্মিণী শচীদেবীর নিকট নিজের আন্তরিক অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "পুত্রের মূর্খতাজনিত দুঃখ তদ্বিরহজনিত শোকাপেক্ষা সহস্র গুণে ভাল। একপুত্রের বিরহব্যথাই

অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, আবার এ পুত্রও যদি সন্ন্যাসী হয়, তাহা আমরা কি প্রকারে সহ্য করিব? অতএব বিশ্বম্ভরের বিদ্যাভ্যাস স্থগিত হউক।" এই কথা বলিয়া জগন্নাথ মিশ্র নিজের সঙ্কল্পটি কার্য্যে পরিণত করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের বিদ্যাচর্চ্চা রহিত করিয়া দেওয়া হইল।

এই সময়ে একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ নৈবেদ্যের তাম্বূল ভক্ষণ করিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। জনক-জননী পুত্রের এই প্রকার মূর্চ্ছাবস্থা আরও অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন বলিয়া বিশেষ ভীত হইলেন না। কিয়ৎক্ষণ শুশ্রূষার পর শ্রীগৌরাঙ্গ সংজ্ঞালাভ করিয়া বলিলেন, "মাতঃ, একটি কথা শুনুন। দাদা আসিয়া আমাকে লইয়া গিয়া বলিলেন, তুমিও আমার মত সন্ন্যাসী হও।" আমি বলিলাম, "আমি বালক, এখন সন্ন্যাস করিলে কি হইবে? আমি গৃহে থাকিয়া পিতা-মাতার সেবা করিব, তাহা হইলে, লক্ষ্মীনারায়ণ আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকিবেন।" এই কথা শুনিয়া দাদা বলিলেন, "তবে তুমি গৃহে যাও, গৃহে যাইয়া পিতা-মাতাকে আমার প্রণাম জানাইও।" পুত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া জনক-জননী জ্যেষ্ঠ পুত্রের সংবাদ প্রাপ্তিতে এবং পুত্র এখনও তাঁহাদিগকে ভুলেন নাই, এই জ্ঞানে হর্ষান্বিত হইলেন। কিন্তু কালে শ্রীগৌরাঙ্গও পাছে সন্ন্যাসী হন ভাবিয়া তাঁহাদিগের হৃদয়ে ভয়েরও সঞ্চার হইল। শচীদেবী এই বিষয়টি শীঘ্রই ভুলিয়া গেলেন। মিশ্র কিন্তু উহা ভুলিলেন না; পুত্রের বিদ্যাভ্যাস স্থগিত করার সম্বন্ধে তাঁহার মত আরও দৃঢ় হইল। তাঁহার মত এইরূপে দৃঢ়তর হইয়াও স্থায়ী হইতে পারিল না। তিনি অধিক দিন ঐ মত পোষণ করিতে পারিলেন না। বালকরূপী শ্রীহরি পিতার মত পরিবর্ত্তনের অভিলাষে ছল করিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বালস্বভাবসুলভ, লোকবেদবিরুদ্ধ কার্য্য সকল অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কখন গরু সাজিয়া গৃহস্থের গাছ পালা নষ্ট করিয়া, কখন কাহারও গৃহদ্বার বাহির হইতে রুদ্ধ করিয়া দিয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন।

একদিন তিনি উচ্ছিষ্ট গর্ত্তে ত্যক্ত হাঁড়ির উপর আসন করিয়া বসিয়া রহিলেন। সর্ব্বাঙ্গে হাঁড়ির কালি লাগিয়া গেল। শচীদেবী দেখিয়া পুত্রকে ধরিয়া স্নান করাইয়া দিলেন এবং অপৃশ্য হাঁড়ি স্পর্শ করার নিমিত্ত অনেক তিরস্কার করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তখন ব্রহ্মজ্ঞানীর ন্যায় গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আমি কি অনুচিত কর্ম্ম করিয়াছি? এজগতে উচ্ছিষ্ট বা অনুচ্ছিষ্ট কিছুই নাই। ইহা পবিত্র, ইহা অপবিত্র, কেবল মনে। বস্তুতঃ পবিত্র বা

অপবিত্র বলিয়া কোন সামগ্রী নাই। সকলই মায়াময়, সকলই একই প্রকৃতির বিকার। বিশেষতঃ, এ সংসারে এমন বস্তুই থাকিতে পারে না, যাহাতে শ্রীভগবানের অধিষ্ঠান নাই। শ্রীভগবান সর্ব্বতীর্থময়; অতএব তদধিষ্ঠিত বস্তুমাত্রই পবিত্র, কিছুই অপবিত্র নহে।" শচীদেবী বালকের কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে কর্ম্মান্তরে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ কিন্তু অতিশয় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, ছাড়িবার পাত্র নহেন। এক এক দিন এক একটি নূতন নূতন অনাচার অত্যাচার করেন। পিতা মাতা তাঁহার ঐ সকল অনাচার ও অত্যাচারে সময় সময় অত্যন্ত বিরক্ত হন, আবার সময় সময় ভগবানের মায়ায় মোহিত হইয়া সকল ভুলিয়া যান। ফলে তাঁহাদের মতের পরিবর্ত্তন হইল না; শ্রীগৌরাঙ্গকে বিদ্যাশিক্ষার্থ বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিবার কোন চেষ্টাই হইল না। তাঁহাদের ভাবগতি বুঝিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাদের মত পরিবর্ত্তনের জন্য অপর এক কৌশল উদ্ভাবন করিলেন। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, শাস্ত্রমতে গঙ্গায় যাহার অস্থি পড়ে, সেই মুক্ত হয়; অতএব আমি সাধ্যমত মৃত প্রাণীর অস্থি সঞ্চয় করিয়া গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিব; এইরূপ করিলে, অনেক প্রাণীর উপকার করা হইবে, এবং তদ্দ্বারা শ্রীভগবানেরও সেবা হইবে। এইটি নিশ্চয় হইলে, তিনি কর্ত্তব্যসাধনে বদ্ধপরিকর হইলেন। সঙ্গী বালকদিগকে লইয়া নানা স্থান হইতে মৃত প্রাণী সকলের অস্থি সংগ্রহ করিয়া গঙ্গায় নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কয়েক দিবসের মধ্যেই গঙ্গার জল অস্থিময় হইয়া উঠিল। অনেকেরই ঘাটে স্নান ও পূজাহ্নিকের বাধা জন্মিল। সকলেই তাঁহাকে ঐ প্রকার আচরণ করিতে নিষেধ করিলেন; কিন্তু অচলপ্রতিজ্ঞ শ্রীগৌরাঙ্গ কিছুতেই নিবৃত্ত হইলেন না। তখন তাঁহার উক্ত ব্যবহার মিশ্রের কর্ণগোচর করা হইল। জগন্নাথ মিশ্র মহাক্রোধভরে গঙ্গাতীরে আসিয়া স্বচক্ষে পুত্রের ব্যবহার দেখিয়া যার-পর-নাই বিস্মিত হইলেন। তিনি পুত্রকে যথেষ্ট তিরস্কার ও ভয় প্রদর্শন করিলেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ রোদন করিতে করিতে সকলের সমক্ষে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন। বালকের এই গুরুতর উদ্দেশ্য শ্রবণ করিয়া সকলেই সুখী হইলেন। জগন্নাথ মিশ্র পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিয়া পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিয়া পুত্রকে পুনর্ব্বার বিদ্যাশিক্ষার্থ বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিলেন।

দেখিতে দেখিতে শ্রীগৌরাঙ্গের বয়স নয় বৎসর হইল। উপনয়নের কাল উপস্থিত। বৈশাখ মাসের অক্ষয়তৃতীয়ার দিন উপনয়নের দিনস্থির হইল।

জগন্নাথ মিশ্র আত্মীয় স্বজনের সহিত বিহিতবিধানে পুত্রের উপনয়ন সংস্কার সম্পাদন করিলেন। যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়া স্বভাবসুন্দর শ্রীগৌরাঙ্গ অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত হইলেন। তাঁহার অদ্ভুত ব্রহ্মণ্যতেজ সন্দর্শনে সকলেই তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন। জগন্নাথ মিশ্রের মনের ভাব পূর্ব্বেই কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। শচীদেবীর অনুনয়ে পুনর্ব্বার পুত্রকে বিদ্যাভ্যাসে নিযুক্ত করাই তাঁহার সুস্থির হইল। এই সময়ে নদীয়ায় গঙ্গাদাস নামে একজন ব্যাকরণশাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার নিকটেই শ্রীগৌরাঙ্গের অধ্যয়ন অবধারিত হইল। জগন্নাথ মিশ্র অল্পদিবসের মধ্যেই পুত্রকে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট অধ্যয়নে প্রবৃত্ত করিয়া দিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ অনতিদীর্ঘকাল-মধ্যেই ব্যাকরণশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। তাঁহার সহাধ্যায়িগণ ও অপরাপর বৈয়াকরণ সকল তাঁহার সেই অভাবনীয় ব্যাকরণ পাণ্ডিত্য দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। এমন কি, অধ্যাপক গঙ্গাদাস পণ্ডিতও নবীন শিষ্যের সেই অত্যল্পকালের মধ্যে তাদৃশ অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

এই সময়ে একদিন জগন্নাথ মিশ্র একটি অতি ভীষণ হৃদয়বিদারক স্বপ্ন দর্শনে ব্যথিত হইয়া পরমেশ্বরের নিকট পুত্রের গৃহবাস ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। শচীদেবী অকস্মাৎ পতির সেই অভাবনীয় ভাবান্তর দেখিয়া বিস্ময় সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর্য্যপুত্র, আপনি হঠাৎ এরূপ বর প্রার্থনা করিতেছেন কেন?" তখন জগন্নাথ মিশ্র পূর্ব্বরাত্রির স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি গত নিশাতে দেখিলাম, আমার বিশ্বম্ভরও বিশ্বরূপের ন্যায় সন্ন্যাসী ও সর্ব্বলোকের নমস্য হইয়াছে। এই নিমিত্তই এই প্রকার বর প্রার্থনা করিতেছি।" শচীদেবী বলিলেন, "আপনি নিরন্তর বিশ্বরূপের বিষয় চিন্তা করিয়াই, এইরূপ দুঃস্বপ্ন দেখিয়া থাকিবেন। নিমাই আমার নিতান্ত শান্তস্বভাব। বিশেষতঃ সে বিদ্যাভ্যাসে যেরূপ নিবিষ্টচিত্ত, তাহাতে সে যে গৃহবাসী হইবে, ইহাই বুঝা যায়।"

এইরূপে কিছুদিন কাটিয়া গেল। একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ জননীকে বলিলেন, "মাতঃ, তুমি শ্রীহরিবাসরে অন্ন ভোজন করিও না।" শচীদেবী বলিলেন, "তাহাই হইবে।" ইহার পর হইতেই মিশ্রভবনে শ্রীহরিবাসরে অন্নভোজন রহিত হইল। এদিকে মহাপুরুষের ভাবী কার্য্য সম্পাদনের সময়ও ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। জগন্নাথ মিশ্র ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

তাঁহার লোকান্তর গমনে মিশ্রগৃহ যে কীদৃশী অবস্থা প্রাপ্ত হইল, তাহা বর্ণনার অতীত; শচীদেবী বালকপুত্রের সহিত সুগভীর শোকসাগরে নিমগ্ন হইলেন। তিনি ভবতারণের আশ্রয়ে থাকিয়াও শ্রীভগবানের মায়ায় মোহিত হইয়া সংসার-ভাবনায় আকুল হইয়া পড়িলেন। মিশ্রের অভাবে কে সংসার প্রতিপালন করিবে, এই চিন্তাই তখন তাঁহার বলবতী হইয়া উঠিল। নিজের ভাবভূত জীবন চিন্তার বিষয় না হইলেও, তিনি পুত্রের চিন্তা ত্যাগ করিতে পারিলেন না। জীবনের অভিলাষ না থাকিলেও, তিনি কেবল পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিয়াই তাঁহার সেই শোকসন্তপ্ত শূন্য জীবন ও পতিবিরহানলে দগ্ধপ্রায় অন্তঃসারবিরহিত দেহযষ্টি ধারণ করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ এখন সমস্ত বুঝিয়া গম্ভীর ভাব ধারণ করিলেন। তাঁহার সেই বালচাপল্য অদৃশ্যপ্রায় হইল। তিনি সদাসর্ব্বদা নিকটে থাকিয়া শোকচিন্তাতুরা জননীকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কৈশোরলীলা।

জগন্নাথ মিশ্রের লোকান্তর গমনের পর হইতেই শ্রীগৌরাঙ্গের বিদ্যাভ্যাস বন্ধপ্রায় হইল। কিন্তু বয়স তখন দ্বাদশ বৎসর মাত্র। তিনি পুনর্ব্বার বিদ্যার্জ্জন-লীলা প্রচার করিতে অভিলাষী হইলেন। জননী শচীদেবী সংসারভার বহনের কথা উত্থাপন পূর্ব্বক পুত্রের উক্ত অভিলাষ নির্ব্বাপিত করিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাঁহার ঐ চেষ্টা ফলবতী হইল না। শ্রীগৌরাঙ্গ স্নানার্থী হইয়া জননীকে গঙ্গাপূজার উপহার সকল প্রস্তুত করিতে বলিলেন। তিনি জননীর তদ্বিষয়ে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া গৃহসামগ্রী সকল ভাঙ্গিয়া অপচয় করিতে লাগিলেন। জননী কর্ত্তৃক তাঁহার বিদ্যার্জ্জন সম্বন্ধে বাধা প্রদানই উক্ত উপদ্রবের মূল কারণ। পুত্রের ভাবভঙ্গী ও কথাবার্ত্তায় শচীদেবীও উহা বুঝিতে পারিলেন। তিনি পুত্রের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে আবার বিদ্যার্জ্জন করিতে অনুমতি দিলেন। তদবধি পুনর্ব্বার বিদ্যার্জ্জন আরম্ভ হইল। গৃহে কিন্তু সম্পূর্ণ অর্থাভাব। শচীদেবী ভয়প্রযুক্ত কিছুই বলিতে পারিলেন না। অন্তর্যামী

শ্রীগৌরাঙ্গ তাহা জানিতে পারিলেন। তিনি জননীর মন বুঝিয়া ব্যয়নির্ব্বাহার্থ মধ্যে মধ্যে স্বর্ণমুদ্রাদি আনিয়া দিতে লাগিলেন। ঐ অর্থ কোথা হইতে আসিতেছে, শচীদেবী তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। সময়ে সময়ে পুত্রকে জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে শ্রীগৌরাঙ্গ উত্তর দেন, জগৎপিতা জগদীশ্বর দেন, এই পর্য্যন্ত। শচীদেবী শুনিয়াও পুত্রবাৎসল্যে মোহিত হইয়া অবাক্ হইয়া থাকেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ যুগধর্ম্মপ্রচারে কৃতসঙ্কল্প হইয়াও উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষায় বিদ্যারসে বিনোদলীলা করিতে লাগিলেন। রাত্রিদিন অবসর নাই, বিদ্যালোচনাতেই সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম্ম সকল সমাধা করিয়া গঙ্গাদাস পণ্ডিতের গৃহে যাইয়া সহাধ্যায়িগণের সহিত অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। আবার যথাকালে স্বগৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক শাস্ত্রচিন্তাতেই নিবিষ্ট থাকিতে লাগিলেন। কি অধ্যাপক, কি সহাধ্যায়িগণ, কি নবদ্বীপবাসী অপরাপর পণ্ডিত ও ছাত্র সকলেই তাঁহার অলৌকিকী প্রতিভা, অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান ও অসামান্য সূক্ষ্মবুদ্ধি দর্শন করিয়া বিস্মিত হইতে লাগিলেন। এমন কি, ন্যায়শাস্ত্রের সর্ব্বপ্রধান টীকাকার রঘুনাথ শিরোমণি ও স্মৃতিশাস্ত্রের সর্ব্বপ্রধান সংগ্রহকার রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য পর্য্যন্তও পরাভবভয়ে তাঁহার সহিত শাস্ত্রালাপে মূকতা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন। কেহ কেহ বলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ ব্যাকরণ সমাপ্তির পর সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকট ন্যায়শাস্ত্রের পাঠ আরম্ভ করেন। কিন্তু উহার কোন লিখিত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্রামাণিক গ্রন্থকারদিগের মত এই যে, তিনি ব্যাকরণ অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলেই, মুকুন্দ সঞ্জয় নামক এক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণের বাটীতে স্বয়ং টোল করিয়া অধ্যাপনা কার্য্য আরম্ভ করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ যদিও ব্যাকরণমাত্রই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু অধ্যাপনা সকল শাস্ত্রেরই চলিত। বহুশাস্ত্রের আলোচনা, বিশেষতঃ ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনা, যদিও তিনি অফল বলিয়াই অনুচিত বোধ করিতেন, তথাপি, যে বিদ্যাগৌরবের কালে তাঁহার আবির্ভাব, সেই কালের উপযোগী বোধ করিয়া সাধারণের বিদ্যাগর্ব্ব খর্ব্ব করিবার নিমিত্ত, প্রথমতঃ সকল শাস্ত্রেরই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহার একটি বিশেষ ফলও ফলিয়াছিল, শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট কেহ কোনরূপ বিদ্যাগর্ব্ব প্রকাশ করিতে সাহসী হইলেন না; অধিকন্তু সকলেই আপনাকে তাঁহার নিকট বিদ্যাবলে হীন বলিয়াই বোধ করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে পতিবিয়োগবিধুরা শচীদেবী সংসারসাগরের একমাত্র অনুজ্জ্বল আশাদীপতুল্য পুত্রকে বয়স্থ দেখিয়া তাঁহার বিবাহের নিমিত্ত উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। অচিরেই নবদ্বীপনিবাসী বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীস্বরূপা লক্ষ্মীদেবীর সহিত তাঁহার বিবাহের কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ স্নান করিতে করিতে দেখিলেন, একটি কুমারী অনিমেষ নয়নে তাঁহার অনুপম রূপমাধুরী পান করিতেছে। উভয়ের প্রতি উভয়ে দৃষ্টি পতিত হওয়ায়, উভয়েই নীরব, নিস্পন্দ, যেন দুইটি কনকপ্রতিমা স্থাপিত রহিয়াছে। অকস্মাৎ লক্ষ্মী-দেবীর বদনমণ্ডল আরক্তিম ভাব ধারণ করিল। তাঁহার নয়নযুগল বাষ্প-পরিপ্লুত হইয়া উঠিল। বায়ুভরে ঈষৎ প্রফুল্ল শতদলে রজনীসঞ্চিত নীহার-বিন্দুর পতনে যাদৃশী অবস্থা হয়, লক্ষ্মীদেবীর নয়নকমল তাদৃশী অবস্থা প্রাপ্ত হইল। তিনি সহসা সেই ভাব গোপন পূর্ব্বক লজ্জাবনতবদনে দ্রুতপদসঞ্চারে অন্তর্হিত হইলেন। তীরস্থ পুষ্পবাটিকার মধ্য দিয়া প্রয়াণকালে বোধ হইল যেন জলদপটল ভেদ করিয়া সৌদামিনী ছুটিয়া গেল। শ্রীগৌরাঙ্গ তদ্দর্শনে ঈষৎ হাস্য করিয়া স্নানাদি সমাপনান্তে গৃহে প্রতিগমন করিলেন।

কয়েকদিনের মধ্যেই শচীদেবী বনমালী ঘটকের সাহায্যে শ্রীগৌরাঙ্গের বিবাহের সম্বন্ধ করিলেন। দিনস্থির হইল। শুভদিনে শুভলগ্নে লক্ষ্মীদেবীর সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। লক্ষ্মীদেবীর শুভাগমনে মিশ্রগৃহ অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করিল। নদীয়াবাসীদিগের আনন্দের সীমা রহিল না। সকলে মিলিয়া মহানন্দে লক্ষ্মীনারায়ণের বৈবাহিক উৎসব-ব্যাপার সমাধা করিলেন। শচীদেবী পুত্রবধূ গৃহে আনিয়া মিশ্রের বিরহসন্তাপ কিয়ৎপরিমাণে ভুলিলেন। (ক্রমশঃ)

সতীত্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ভাবের শক্তি মানব-হৃদয়ে কতদূর কার্য্যকরী, সম্ভবতঃ পাঠকগণ তাহা বুঝিয়াছেন। এই জগৎ ত্রিগুণাত্মিকা, এইজন্য জাগতিক সমস্ত বস্তুই ত্রিগুণময়, কিন্তু আধারবিশেষে এই গুণত্রয়ের এক একটী গুণভাবের প্রাবল্য দৃষ্ট হয়, জীবগণের মধ্যে সর্ব্বদাই এই ভাবের বিনিময় চলিতেছে, এবং সঙ্গ এই ভাব

বিনিময়ের মূল। মানব-দেহের চতুর্দ্দিকে কতক স্থান ব্যাপিয়া অতি সূক্ষ্ম ভাব স্রোত (তন্মাত্রা) প্রবাহিত হইতেছে। সত্ত্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তি যদি তামসিক ভাবযুক্ত মানবের সহিত সঙ্গে করে, তাহা হইলে দুগ্ধ যেমন জলের সহিত মিশিয়া যায়, সেইরূপ তাহার সাত্ত্বিক ভাবের স্রোত তমোগুণ স্রোতের সহিত মিশিয়া সাম্য ভাব ধারণ করে। ইহাতে প্রথমতঃ, সাত্ত্বিক ব্যক্তির ক্ষতি ও তামসিক ব্যক্তির লাভ হইয়া থাকে; কিন্তু যদি শেষোক্ত ব্যক্তির তমোগুণের প্রাবল্য অধিক থাকে, তাহা হইলে উভয়েই তামসিক ভাব সম্পন্ন হইয়া পড়েন। এইরূপে যদি কেহ প্রবল সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন সাধুর সহিত সঙ্গ করেন, তাহা হইলে তাহার রাজসিক বা তামসিক ভাব ক্ষীণ হইয়া পড়ে ও তিনি উক্ত সাধুর সত্ত্বগুণে অনুপ্রাণিত হইয়া হৃদয়কে মধুময় করিতে সক্ষম হন। সঙ্গের আকর্ষণ বড় তীব্র, চুম্বকের লৌহখণ্ড আকর্ষণের ন্যায় সৎসঙ্গ সঙ্গীকে নিজ ভাবে ভাবান্বিত করে এবং অগ্নির পতঙ্গ আকর্ষণের ন্যায় অসৎসঙ্গ সঙ্গীকে মৃত্যুমুখে পাতিত করে অর্থাৎ অধঃপতনের কারণ হয়। মোক্ষকামী সাধকের উচিত, প্রথমে নিঃসঙ্গ হওয়া ও পরে মতামত নির্ব্বাচনের ক্ষমতা জন্মিলে, সাধু-সঙ্গ করা, নিঃসঙ্গ অবস্থায় ভাগবতসঙ্গ (ধর্ম্মশাস্ত্রালোচনা) মহাফলদায়ক। এই সকল কারণেই শাস্ত্র সাধু সঙ্গের মহিমা ও অসৎসঙ্গের দোষ শত মুখে কীর্ত্তন করিয়াছেন। তীর্থের মহিমাও এই কারণ প্রসূত। সাধু মহাত্মারা তীর্থে অবস্থান করিতেন, তাঁহাদের প্রবল সত্ত্বগুণ স্রোত (সাত্ত্বিকতন্মাত্রা) যাত্রীদিগের রজস্তমোজাত মনোমল দূরীভূত করিত; এমন কি, বহু পূর্ব্বে মহাত্মারা যেখানে অবস্থান করিতেন, অদ্য পর্য্যন্ত তথাকার বায়ু শুদ্ধভাবে প্রবাহিত হইতেছে। বিষয়বিষে জর্জ্জরিত মানব এখনও সেই শান্তিরসাস্পদ স্থানে গমন করিলে তাহার বিষয়াসক্তি ক্ষীণ হইয়া হৃদয় সাত্ত্বিক ভাবে পূর্ণ হইয়া যায়।

পাঠকগণ সতীত্বের প্রবন্ধে ভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিবার উদ্দেশ্য এই যে, ভাবের বিশুদ্ধতাই সতীত্বের মূল, ভগবানের একত্বে অনন্ত ভাবের সমাবেশ, মানবের আধার ক্ষুদ্র বলিয়া সে উহার একভাবে দীক্ষিত হয় এবং ঐ দীক্ষিত পথ অবলম্বনে কেন্দ্রাভিমুখে অগ্রসর হইয়া আরাধ্য বস্তুকে লাভ করে। গঙ্গা হরিদ্বার হইতে সাগর সঙ্গম পর্যন্ত অনন্ত ভাবে প্রবাহিত হইতেছে, কিন্তু মানবের পবিত্রতার বা তৃষ্ণা শান্তির জন্য এক পাত্র বারিই যথেষ্ট, সমগ্র গঙ্গার মহিমা যেমন অনন্ত, উহার এক বিন্দু বারির তেমনি অনন্ত মহিমা। যে মানবের মনে ভেদ ভাব প্রবল, তুচ্ছ পার্থিব কামনা সিদ্ধির জন্য যে মূঢ় মা-ষষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া

নারায়ণ পর্যন্ত প্রত্যেক দেব-দেবীকে পৃথক্ ভাবে ভক্তিহীন পুরোহিত দ্বারা ঘুষ খাওয়ায় সে ধর্ম্ম লইয়া বাণিজ্য করে, এরূপ বহুদেবসেবী মানব বহুপতিসেবী স্ত্রীলোকের ন্যায় ব্যভিচারী, কিন্তু যিনি প্রত্যেক দেব-দেবীকে নিজ ইষ্টদেবের ভিন্ন ভাব ও ভিন্ন মূর্ত্তি জ্ঞানে স্বার্থহীন কর্ত্তব্যবুদ্ধি চালিত হইয়া ভক্তিভরে পূজা করেন, প্রত্যেক দেব-দেবীতে যিনি নিজ ইষ্ট মূর্ত্তির প্রতিবিম্ব দেখিতে পান, যিনি অনন্তে একত্ব ও একত্বে অনন্ত অনুভব করিয়া, অনন্তের পথে, মোক্ষের পথে, বাষ্পচালিত রথের ন্যায় জ্ঞানাগ্নি প্রস্তুত নিষ্কাম ভক্তি বাষ্পচালিত হইয়া দ্রুত-বেগে অগ্রসর হয়েন, বিষয়জাল ছিন্ন করিয়া প্রাণের আবেগে যিনি নিজ প্রাণ-নাথের সহিত মিলিত হইবার প্রয়াসী, তিনিই প্রকৃত বা সাধু।

স্ত্রী, স্বামীর সহধর্ম্মিণী, স্বামী আবেগময় প্রাণে জগৎ-পতির উদ্দেশে ধাবমান হইবেন, পশ্চাতে চাহিবেন না, ভগবানের সংসার বোধে দাসভাবে কর্ত্তব্য সাধন করিলে কর্ম্মের বন্ধন তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না, ও স্ত্রী, আত্মহারা প্রাণে স্বামীতে ভগবদ্ভাব আরোপ করিয়া, পতিকে জগৎপতি ভাবিয়া ও নিজে স্বামী হইতে অভিন্নবোধে স্বামীর অনুসরণ করিবেন, ইহাই প্রকৃত সতীর লক্ষণ। নদী সাগরে মিলিবার জন্য ধাবিত, ও ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী নদীতে মিলিত হইয়া অভিন্ন ভাবে সাগরোদ্দেশে ধাবমানা, নচেৎ তাহার সাগরে মিলিবার আর অন্য উপায় নাই। সিদ্ধপুরুষের অপেক্ষা সতী স্ত্রীলোকের আসন উচ্চে প্রতিষ্ঠিত; কেন না, সিদ্ধ সতীর পথ অত্যন্ত সহজ, এইজন্যই মহর্ষি বেদব্যাস উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "কলিতে স্ত্রীলোকেরাই ধন্য।" কিন্তু হইলে কি হইবে? স্ত্রীলোকের শিক্ষার পথ সঙ্কীর্ণ বলিয়া উহারাই মায়াজালে অধিক বদ্ধ এবং অজ্ঞ স্বামীর অসৎ ভাব সেই জালের গ্রন্থি দৃঢ়ীভূত করিতেছে।

অজ্ঞান মানব চাহে যে, তাহার স্ত্রী সতী হউক, কিন্তু নিজে সে পরস্ত্রীসঙ্গ-প্রয়াসী, সে বেশ্যাগমন করিতেছে, বেশ্যার ব্যভিচার ভাবে নিজে অনুপ্রাণিত হইয়া সেই ভাব স্ত্রীতে সংক্রামিত করিতেছে। স্ত্রী বেশ্যাদিগের ন্যায় বিলাসিনী হইয়া মনে মনে সহস্র পুরুষ গমন কামনা করিতেছে, পুলিসের ভয়ে ভীত লোভীর ন্যায় কেবল সমাজ-ভয়ে ভীত হইয়া দেহ বিক্রয় করিতেছে না, কিন্তু অবিদ্যারূপিণী হইয়া স্বামীকে বিপথে চালিত করিতেছে, অসৎ পুত্রের প্রসূতি হইয়া সংসারকে নরকে পরিণত করিতেছে, স্বামী স্বহস্ত রোপিত বিষবৃক্ষের ফল ভক্ষণে জর্জ্জরীভূত হইয়া কাণ্ডারীহীন তরীর ন্যায় অবিদ্যা তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে বিদীর্ণ হইয়া সংসার সমুদ্রে নিমজ্জিত হইতেছে, ভগবদ্ভাববিহীন হইয়া হৃদয়ে নরকাগ্নি

প্রজ্বলিত করিতেছে, কালরূপী সর্প যে তাহার মস্তক লক্ষ্য করিতেছে, মোহ নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া সে তাহা জানিতে পারিতেছে না; আশার মোহময় স্বপ্ন দেখিতেছে, এবং পরক্ষণেই দংশন জ্বালায় পরিত্রাহি শব্দ করিতেছে। এইরূপে পুনঃ পুনঃ দংশিত হইয়াও তাহার ভ্রম ঘুচিতেছে না। হায় মানব! যতদিন তুমি অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিবে, ততদিন এইরূপ উত্থান-পতন তোমার নিয়তি। এখনো সাবধান হও, মিথ্যা মায়ায় মোহিত হইয়া সর্ব্বনাশের পথ স্বহস্তে প্রস্তুত করিও না। করুণাময়ের শরণাগত হও, তাঁহাকে আত্ম সমর্পণ কর, তিনি তোমাকে বুদ্ধি দিবেন, তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পথে চলিবার ক্ষমতা দিবেন, বাসনার আকর্ষণে তুমি সংসারে আসিয়াছ, বিষয়ের বিষময় বায়ু সেবন করিয়া কি তুমি সুখে আছ? সুখেচ্ছা তোমার স্বভাবগত, কিন্তু পতঙ্গের ন্যায় ক্ষণিক সুখের আশায় মুগ্ধ হইয়া, পরিণাম দুঃখের জ্বালাময় অনলে দগ্ধ হইও না; বিমল, অবিচ্ছিন্ন সুখের অনুসন্ধান কর, চিন্তাশক্তির সুব্যবহার কর, একটু স্থির হইয়া ভাবিয়া দেখ, "পৃথিবীতে তোমার কর্ত্তব্য কি? এখানে আসিয়াছ কেন? ও তোমার চরমগতি কোথায়?" অবিদ্যা কুহকে আত্মহারা হইও না, জগৎপিতা ভগবান করুণাময়, তিনি তোমার দুঃখে অত্যন্ত দুঃখিত, তোমার বিষময় অদৃষ্ট তুমি স্বহস্তে প্রস্তুত করিতেছ বলিয়া কাতর, ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত কর, বিমল আলোক দেখিতে পাইবে; সেই আলোক তোমাকে পথ দেখাইয়া দিবে, তুমি তোমার জীবনের লক্ষ্য স্থির করিতে সক্ষম হইবে, মায়া আলেয়ার পশ্চাতে ছুটিয়া পথ হারাইও না, সেই অনন্ত দয়ার সাগর সচ্চিদানন্দের শরণাগত হও; যদিও তুমি পতিত, তিনি যে পতিতপাবন, তোমাকে কোলে তুলিয়া লইবেন; যতক্ষণ তোমার অহঙ্কার থাকিবে, ততক্ষণ তুমি মায়া-তরঙ্গে ভাসিয়া যাইবে, দয়াময়ের আশ্রিত হও, তাহা হইলে তাঁহার শক্তিতে শক্তিমান হইবে ও তরঙ্গ ভেদ করিয়া, উজান বাহিয়া, দ্রুতবেগে তাঁহার সকাশে উপস্থিত হইবে ও অবিচ্ছিন্ন ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিয়া অনন্ত কালের আশা পূর্ণ করিতে সক্ষম হইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

REGISTRED NO. C 262. /১৪২৭

BENGAL LIBRARY
11 JAN 1906
WRITERS BUILDINGS

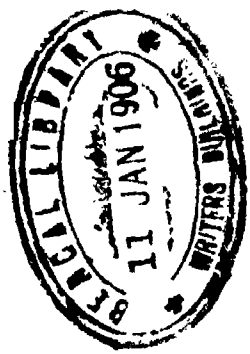

11.1.06 Howrah 57

ভক্তি।

মাসিক পত্রিকা।

শ্রীদীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপাচ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥

র্থ বর্ষ, ১৩১২। আশ্বিন ও কার্ত্তিক। ২য়, ৩য় সংখ্যা।

বিষয়।	লেখক।	পত্রাঙ্ক।
প্রার্থনা		২৫
কিহবে আমার	কালীপদ বিশ্বাস	২৬
পুষ্পোদ্যান লক্ষ্মণের শক্তিশেল	রসিকলাল দে	২৭
উপদেশ মালা	ঈশ্বরচন্দ্র পড়িয়া	৩০
শ্রীগৌরাঙ্গ চরিত	শ্যামলাল গোস্বামী সিদ্ধান্ত বাচস্পতি	৩৩
ধর্ম্মবিপ্লব ও যুগাবতার	রামপ্রসন্ন ঘোষ	৩৮
সতীত্ব	হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৪২
শ্রীকৃষ্ণ	কালীহর বসু	৪৬
সাধুর আশ্রমে সাতদিন		৪৯
এই বড় ভালবাসি	যোগেন্দ্রনাথ ভক্তি বিনোদ	৫৮
তরণী	নারায়ণচন্দ্র ঘোষাল	৬৩
উপাসনা তত্ত্বনিরূপণ	বৈষ্ণবচরণ দাস	১০৩
ভক্তি রসামৃতসিন্ধু		৪১

হাওড়া বৃটিশ ইণ্ডিয়া প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

বার্ষিক মূল্য ১৲ মাত্র।

P. 543

২য়, ৩য় সংখ্যা—আশ্বিন, কার্ত্তিক—১৩১২।

1B/4 543.

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

ভক্তি।

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥

প্রার্থনা।

ভোগাসক্তং ভক্তিহীনং মায়া দাসানুদাসকং।
রোগ দুঃখ পরীতাপাৎ কৃপয়া পাহি মাং হরে॥

হে সর্ব্বদুঃখহারিন্! মঙ্গলময়! তোমর অসীম কৃপা, তোমার দীন-জন বৎসলতা, তোমার পতিত পাবনী দয়ায় জয় হউক। আমি অজ্ঞ তোমার মহিমা বুঝি না, তোমার তত্ত্ব বিষয় অনুধাবন করি না, নিখিল কলুষ-নাশন, তোমার নাম গুণাদি শ্রবণ কীর্ত্তন করিতে পারি না। তোমাতে ভক্তি ও ভাবহীন বলিয়া, আমাকে তত্ত্বজ্ঞান সংহারিণী অসৎ ভাবের একমাত্র জননী সন্তাপ দায়িনী মায়া আক্রমণ করিয়াছে। ঐ মায়ার দাসানুদাস হইয়া মায়ার আদিষ্ট বিষয় সকল ভাবনা ও ব্যবহার করিয়া সেই সেই দুষ্কর্ম্মের ফলে রোগ দুঃখ পরীতাপাদি ভোগ করিতেছি, যতই কর্ম্ম করি ততই কর্ম্মের বাসনা বৃদ্ধি পায়, যত ভোগ করি ততই ভ্রম আসিয়া একেবারে বিভোর করিয়া লয়, প্রাণে শান্তি নাই, এ যাতনা এ মোহ এ ভাবনা তোমার কৃপা ব্যতীত যাইবার নয়, কৃপা কর ভক্তজন-সঙ্গ মিলাইয়া দাও, সর্ব্বদা ভক্ত সঙ্গে তোমার ভাবের আলোচনায় মোহ দূর করি, মায়ার দাসত্ব হইতে নিষ্কৃতি পাই প্রাণে শান্তি আসুক সৎকর্ম্মে উৎসাহ ধর্ম্মে মতি এবং তোমাতে ভাব লাভ করিয়া তেমাতে আত্মসমর্পণ করিয়া চিরঅশান্তি চিরদুঃখ চিরপরিতাপ দূর করিয়া আনন্দে বিভোর হই, ভাবনা যাউক কুচিন্তার পরিবর্ত্তে পবিত্র চিন্তা আসুক তোমার দীনদয়াল নামের গুণ গাহিয়া জনম ধন্য করি প্রাণে বল দাও।

ভক্তি

কি হবে আমার

(১)

কি হবে আমার হরি কি হবে আমার ?
বড় পাপে পাপী আমি জানত সকলি তুমি
তোমার কাছেতে আমি লুকাব কি আর।
দয়া ক'রে এ পাপীরে কর তুমি পার ॥

(২)

কি হবে আমার হরি কি হবে আমার ?
অশান্তি হৃদয়ে ধরি' দিবা নিশি জ্ব'লে মরি
হৃদয়ের মর্ম্ম ভেদি' উঠে হাহাকার।
পাপ তাপে তনু মোর হ'ল ছার খার ॥

(৩)

কি হবে আমার হরি কি হবে আমার ?
এ ভাবে কদিন যাবে মুখ তুলে কবে চা'বে
পাতকী তরাতে প্রভু কেবা আছে আর।
পতিত পাবন তুমি জানিয়াছি সার ॥

(৪)

কি হবে আমার হরি কি হবে আমার ?
তোমার আদেশ ভুলি' যাতনায় সদা জ্বলি
কর্ম্ম ফলে মর্ম্ম জ্বলে নিয়ত আমার।
কর্ম্মনাশ কর প্রভু ঘুচাও আঁধার ॥

(৫)

কি হবে আমার হরি কি হবে আমার ?
সন্তান দুরন্ত হ'লে তা'রে কি মা যায় ভুলে
তুমি মোর মাতা পিতা স্নেহের আধার।
এ পাপী সন্তান যাচে করুণা তোমার ॥

(৬)

কি হবে আমার হরি কি হবে আমার ?
তুমি না ক্ষমিলে দোষ তুমি ত্যজিলে রোষ
কোথায় দাঁড়াব বল অকূল পাথার।
কার মুখ পানে চা'ব কে আছে আমার

(৭)

কি হবে আমার হরি কি হবে আমার ?
কি হবে কি হবে ক'রে হতাশ হৃদয়ে ধ'রে
বহিতে পারিনা আর জীবনের ভার।
হতাশ-হৃদয়ে কর আশার সঞ্চার ॥

(৮)

কি হবে আমার হরি কি হবে আমার ?
"হরি" নাম নিলে পরে অন্তর-মালিন্য হরে
এস হরি পাপে ধরি সহেনা যে আর।
হর মম পাপ তাপ করুণা-আধার ॥

শ্রীকালীপদ বিশ্বাশ।

পুষ্পোদ্যান।

কাঁদিতে শিখিব কবে ?

(১)

কর্ম্মক্লান্ত, শ্রান্তপান্থ, আমি এ জগতে।
শোক, তাপ, দুঃখ, চির সম্বল আমার।
ক্ষুদ্র এই জীবনের প্রভাত হইতে—
তপ্ত অশ্রু যুগ্মনেত্রে, বহে অনিবার।
জানি না ঘুচিবে কবে বিকল রোদন,
কবে বা সুখের অশ্রু ফেলিতে শিখিব ?
আকুল আহ্বানে কবে প্রাণেশে ডাকিব।
কবে প্রেম অশ্রুজলে, ভাসিবে নয়ন—
বল হে প্রাণবল্লভ, আর কত দিন,
কত দিন রাখিবে হে ডুবায়ে আঁধারে।

দুঃখ জলধির গর্ভে, হইয়া মলিন—
রব আর কত কাল বল দয়া ক'রে!
এ কান্নায় "হা হতাশ", শুধু দীর্ঘ শ্বাস।
সে কান্না কাঁদাও, যাহে হবে দুঃখ নাশ॥

(২)

সতী যথা পতি তরে, ব্যাকুল অন্তরে—
পতির মোহন মূর্ত্তি, হৃদে করে ধ্যান।
কবে আমি সেইরূপ প্রেম ভক্তি ভরে—
ভাবিব তোমার রূপ হয়ে এক প্রাণ!
ওই যে পবিত্র শিশু নধর সুন্দর—
শয্যায় শায়িত ছিল, নিদ্রায় মগন;
সহসা জাগিয়া উঠি, হইয়া কাতর,
অবিরাম করিতেছে আকুল রোদন।
ফুটেনা তাহার ভাষা, না জানে মা বোল;
তথাপি অস্ফুট ভাষে, আকুল আহ্বানে,
জননী আসিল ধেয়ে হ'য়ে উতরোল—
স্নেহময় সন্তানের ভাব আকর্ষণে,
হেন আকুলতা, এই কাতর রোদন।
কবে বা শিখিব, নাথ, তোমার কারণ॥

(৩)

সে রোদনে তুমি নাথ রহিতে না পারি,
আসিবে দীনের এই মলিন অন্তরে।
হৃদয়ের অন্ধকার বিদূরিত করি,
প্রেমের উজ্জ্বল ভাতি ফুটিবে মধুরে।
সে আলোকে প্রাণ মোর হবে বিকশিত,
বসন্তের আগমনে পুষ্পোদ্যান সম।
সে আলোক ভাবতরু হ'য়ে কুসুমিত,
পরাণ করিবে পূর্ণ, গন্ধে অনুপম।
কবে বা শিখিব সেই কাতর ক্রন্দন,—
যে রোদনে হ'য়ে নাথ, তুমি অধিষ্ঠিত—

এ হৃদয়ে, জুড়াইবে সন্তাপিত মন;
শান্তিধাম হবে, হিয়া অশান্তি পূরিত।
হে প্রাণবল্লভ হরি, এ দীনের কবে—
তোমার করুণা লা'ভি শুভদিন হবে।

ঠাকুরের প্রার্থনা পাঠে—

[শ্রীমৎ নরোত্তম ঠাকুরের "প্রার্থনা", বৈষ্ণব সাহিত্যে এক মহামূল্য রত্নস্বরূপ। উক্ত 'প্রার্থনা' পাঠে, এই দীন লেখকের মনে যে ভাবের উদ্রেক হইয়াছিল, বর্ত্তমান কবিতাটী তাহারই একটি সামান্য উচ্ছ্বাস মাত্র।]

স্বরগের কোন্ ফুলে, সযতনে তুমি,
গাঁথিয়া রেখেছ মালা, ওহে নরোত্তম!
পুলকে পূরিত হিয়া, আত্মহারা আমি—
মধুময় এ "প্রার্থনা" কত মনোরম।
কোন্ ভাবে উদ্যানের প্রফুল্ল প্রসূনে,
গাঁথিয়াছ প্রেমানন্দে, এ সুন্দর হার।
দীন হীন অধমের, অভক্তেরো প্রাণে—
কি মদিরা ঢালি দিছে, সৌরভ তাহার!
এ যে প্রেমরসে ভরা, লাবণ্যের স্তূপ;
কি দৈন্য! কি আকুলতা! কি ভাব বিরাজে!
অমর বাঞ্ছিত ধন, বাহ্নে দেবরাজ!
হে ঠাকুর তব চিত্ত, প্রেমরস সিন্ধু।
কৃপা করি দাও মোরে, তার এক বিন্দু॥

লক্ষ্মণের শক্তিশেল।

রাবণের শক্তিশেলে, সুমিত্রা তনয়,
ছিন্ন কদলীর প্রায়, শায়িত ভূতলে—
অচেতন স্পন্দহীন; দৃশ্য শোচনীয়;

হৃদয় কাঁপিয়া উঠে, এখনো স্মরিলে!
রামভক্ত হনুমান, তুচ্ছ অনুমানি,—
পথের অসহ্য ক্লেশ, দূর পর্য্যটনে,—
সঞ্জীবনী সুধারূপ বিশল্য করণী—
আনিয়া জীবন দিল সুমিত্রানন্দনে।
সংসারের দুর্ব্বিসহ দুঃখ শক্তিশেলে,
আমিও কাতর স্পন্দহীন অচেতন।
গুরু-ভক্তি-হনুমান, হৃদি অন্তস্তলে,
বিশল্যকরণী প্রেম, আনিবে কখন?
কবে পান করি প্রেম বিশল্যকরণী,
জাগিব, লভিব শক্তি মৃত সঞ্জীবনী?

দীন—শ্রীরসিকলাল দে।

উপদেশ মালা।

পৃথিবীর নশ্বর শোভায় আকৃষ্ট হইও না, এ দৃশ্যমান্ শোভা অপেক্ষা অনন্ত গুণ শোভাময় অবিনশ্বর শোভার স্থান আছে। সময়কে অপব্যয় করিও না, বকুল ফুল সুগন্ধময়, মুক্তা গন্ধহীন, ইহা বলিয়া মুক্তা দিয়া বকুল ক্রয় করিও না, মুক্তার সৌন্দর্য্য স্থায়ী, ঐ বকুলের সৌরভ ও সৌন্দর্য্য ক্ষণস্থায়ী। ১

চাটু বাক্যে ভুলিও না, চাটুকারের মুখ ও মন সমান নহে। তোমার যাহা, আছে না আছে, নিজ অন্তঃকরণ অনুসন্ধান কর। ২

যাহা পাওয়া যায় না, তাহার প্রয়াস করিও না। সাধ্য বিষয়ের সাধন কর, শক্তির যাহা অসাধ্য, তাহা কল্পনায় আনিয়া কেবল ক্লান্ত হইবে, প্রাপ্তব্য বস্তুও হারাইবে। ৩

যশঃ অক্ষুণ্ণ হয় না, চন্দ্রেও কলঙ্ক আছে। যশঃ শুনিয়া গর্ব্বিত হইও না, অনেকে তোমার নিন্দা বাদও অবশ্য করে। নিন্দা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইও না, অনেকে তোমার প্রশংসাবাদও অবশ্য করে। যশে উৎসাহ কর, নিন্দায় সংযত হও, সমাজে উচ্চাসন পাইবে। ৪

চিরদিন সমান যায় না, যখন যেমন অবস্থা আসিবে, তখন সেই অবস্থার মত চলিবে। তুমি এক সময় বড় ছিলে, এখন ছোট হইয়াছ, ইহা ভ্রান্তি। দেখ বড় অবস্থাতেও তুমি যে ৩৷৷০ সাড়ে তিন হাত ছিলে, ছোট অবস্থাতেও সেই ৩৷৷০ হাত আছ। অতএব মানুষ ছোট বা বড় হয় না, অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়, যে মানুষ সেই মানুষই থাকে। মান, সম্ভ্রম, গৌরব, সম্পত্তি, তোমার নহে। অতএব তোমার যাহা ছিল, তাহা সমস্তই আছে ; মনকে অতীত স্মৃতির পথ হইতে ফিরাও, দেখিবে তুমি সুখী, দুঃখী নহ। ৫

সুখ দুঃখ স্থায়ী নহে, উহাতে মুগ্ধ হইও না। শশাঙ্ক শোভিত শারদাকাশ, বা ঘন ঘটাচ্ছন্ন প্রাবিড়াকাশ, দুইই ক্ষণস্থায়ী, শতবার দেখিয়াও কেন ভ্রান্ত হও ?। ৬

সু সময়ের বন্ধুকে বিশ্বাস করিও না, ভোজের বাটীতে লোকের অভাব নাই। ৭

বিদ্যাহীন দেশে বাস করিও না, যে দেশে বিদ্যালয় নাই, বালক লইয়া সেখানে বাস করিলে নিশ্চয় তোমার ভাবী আশা শূন্য হইবে। ৮

যে কু কার্য্যে যায় সে গুপ্ত পথে চলে, সু সাধু কেন অপথে যাইবে। দেখ লম্পট ব্যক্তি বারাঙ্গনা লইয়া অন্ধকার গুপ্ত পথে গা ঢাকিয়া চলিতেছে। আর ঐ দেখ নব পরিনীত বর কন্যা বাদ্য বাজাইয়া, আলো জ্বালিয়া, এক দোলায় অরোহণ করিয়া প্রকাশ্য পথে যাইতেছে ৯

নির্ব্বোধ মনুষ্যই অহঙ্কারের দাস, বুদ্ধিমান ব্যক্তি উহা হইতে পৃথক থাকে। অহঙ্কার প্রচণ্ড নৈদাঘ মধ্যাহ্ন, বিনয় যেন বাসন্তি বৈকাল। ১০

আপনাকে নিকৃষ্ট ভাবিও না, আপনাকে উৎকৃষ্ট জ্ঞানও করিও না, নীরবে কর্ত্তব্যের পথে চল। উৎকৃষ্ট হইতে অনেক প্রয়োজন। ১১

যদি ভাল হইতে চাও, নিজের মন্দ গুণের নিত্য বিচার করিও। আম খাইয়া আঁটী ফেলিতে জান! আঠা বাছিয়া বেল খাইতে জান! চরিত্রের আঠা ও আঁঠি ফেলিতে উদাসীন কেন ? খাস বেলে আঠা কম, সু আম্রের আঁঠি ছোট। ১২

তোমাকে সকলেই যখন ভাল বাসিবে, কেহ তোমার নিন্দা বা দ্বেষ করিবে না, তখন জানিবে তুমি কিছু ভাল হইতে পারিয়াছ। ১৩

উপকার করিয়া স্ব মুখে তাহা বারম্বার বলিও না, ভস্মে ঘৃত ঢালা হইবে। ১৪

প্রশংসা শুনিবার জন্য উন্মত্ত হইও না, তোষামোদ প্রিয় হইয়া পড়িবে। তোষামোদ প্রিয় ব্যক্তি শীঘ্রই সৌভাগ্যে বঞ্চিত হয়; মদ্য পায়ীর ন্যায় তাহার মস্তিষ্ক বিঘুর্ণিত। ১৫

সরল চিত্ত হও, বাক্যে ও কার্য্যে সদিচ্ছায় উৎসাহ দাও, সন্তোষ বাক্য বল, কিন্তু তোষামোদ কাহারও করিও না, মান হারাইবে। অলীক গুণারোপে পুনঃ পুনঃ প্রশংসার নাম তোষামোদ। ১৬

চাটুকার বড়ই ছোট। স্পষ্ট বাদীর প্রতি কেহ সন্তোষ নহে, কিন্তু ন্যায় রাজ্যে তাহার আসন উচ্চে। ১৭

কর্কশ বাক্য বলিও না, সত্য কথাও প্রিয় করিয়া কহিবে। সকল ব্যক্তিই কোমলতারপক্ষ পাতী। ১৮

তোমার যাহা আছে, তাহা লইয়াই সুখে থাক, প্রয়াস বৃদ্ধি ভাল নহে। ১৯

লোকে যাহা বলে তাহাই ঠিক, তুমি আপনাকে যাহা ভাব তাহা ঠিক নহে। ২০

যাহার প্রতি কেহ অসন্তোষ না হয়, তাহার শীঘ্রই যশঃ বিস্তার হয়। ২১

বিনয়ী, প্রিয় বাদী, হও সকলেই বন্ধু হইবে। উদ্ধত হও জগৎ বিপক্ষ হইবে। ২২

যদি সুখেব ইচ্ছা থাকে, হিংসা দ্বেষ পরিত্যাগ কর। যদি সুখের সাধ থাকে আপন অবস্থায় সন্তোষ থাক। যদি সুখের প্রয়াসী হও, সকলের সহিত বন্ধু ব্যবহার কর। ২৩

ধনবান হইতে চাও, উপার্জ্জনশীল ও মিতব্যয়ী হও। ফুটা হাঁড়িতে যতই জল ঢাল দাঁড়াইবে না। ২৪

সুখের সাধ সুখে মিটেনা. আশাক্রমেই বর্দ্ধিত হয়। ২৫

যাহা করিবে অগ্রে বলিও না, কার্য্যে পরিণত কর সকলেই দেখিতে পাইবে। ২৬

যাহা করিয়াছ তাহা সকলেই দেখিয়াছে, তবে স্ব মুখে তাহা বলিয়া লাভ কি? ২৭

গত বস্তুর স্মৃতি মনে আনিও না, জগতে যাহা যায় তাহা ফিরে না। ২৮

জগতে কীর্ত্তি রাখ, মরিলেও তাহা মরিবে না। ২৯

কীর্ত্তি দ্বারা পরিচিত হও, অকীর্ত্তি সহজেই হয়। ৩০

সুন্দর দেহেও ব্রণ হয়, সুযশ রক্ষায় বহু যত্ন করিবে। ৩১

দুর্ম্মুখ ব্যক্তি নিতান্ত নির্ব্বোধ; দুর্ব্বাক্য, দুর্ব্ব্যবহার, দুরভিসন্ধি হইতে দূরে থাকিবে। ৩২

যাহার কার্য্যে হরি সন্তোষ হন, তাহার প্রতিই যথার্থ জগৎ তুষ্ট হয়। নিন্দাবাদ ও প্রশংসাবাদ, ঈশ মন্তব্য, লোক মুখে প্রকাশ পায় মাত্র। ৩৩

আপন ধর্ম্ম আপনি নষ্ট করিও না, জগতে কেহ চির দিন থাকিবে না। ৩৪

কাহারও মনে কষ্ট দিও না, দুর্ব্বলের নীরব—বেদনা ভগবানের হৃদয় স্পর্শ করে। ৩৬

শত্রুকেও মনঃকষ্ট দিও না, সে যদি অগ্নিতে প্রবেশ করে, তুমিও কি তাহাই করিবে। শত্রুকে যদি দণ্ড দিবার ইচ্ছা থাকে, ক্ষমা কর, তুমি যাহার অপকার নীরবে সহিবে, বজ্র নির্ঘোষে তাহার মস্তকে শত অপকার পতিত হইবে। ৩৬

সদুপদেশের মর্ম্ম গ্রহণ করিও ফল পাইবে। সদুপদেশের মালা গাঁথিয়া গলায় পর। ৩৭

(ক্রমশঃ)

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র পড়িয়া।

শ্রীগৌরাঙ্গ চরিত্র।

—০—

যৌবন-লীলা।

মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত করিয়া খণ্ড খণ্ড কাল সকল অখণ্ডকালের অভিমুখে প্রবাহিত হইতে থাকে। ঐ কাল গতিতে জীবেরও বাল্যের পর যৌবন ও যৌবনের পর বার্দ্ধক্য উপস্থিত হয়। আমাদিগের বর্ণনীয় মহাপুরুষ শ্রীগৌরাঙ্গ কালের অতীত হইয়া ও প্রাকৃতিক লীলারঙ্গে নরভাবে ক্রমে ক্রমে কৈশোর অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিলেন। তিনি যৌবনে পদার্পণ করিয়া নিজ ঐশ্বর্য্য সংগোপনপূর্ব্বক নদিয়া নগরে বিহার

করিতে লাগিলেন। তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যে ও অলৌকিক রূপ লাবণ্য দর্শন করিয়া দর্শক মাত্রেই বিস্মিত হইতে লাগিলেন। পণ্ডিতেরা তাঁহাকে বৃহস্পতির সমান এবং সাধারণ নর নারী কন্দর্পের সমান দেখিতে লাগিলেন। বৈষ্ণব সকল তাঁহাকে দর্শন করিয়া শচী দেবীর ভাগ্যের প্রশংসা সহকারে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের স্বাভাবিক চঞ্চলতার কিন্তু এই সময়েও নিবৃত্তি হইল না। তিনি যখন যাহাকে সম্মুখে পান তখনই তাহাকে একটি না একটী প্রশ্ন করিয়া পরাজয়ের চেষ্টা করেন। কাহারও পরিহারের সমর্থ হয় না, পলায়নের চেষ্টা করিলেও ছাড়েন না, ডাকিয়া আনিয়া পরাজয় করিয়া থাকেন। অগত্যা মুকুন্দ ও গঙ্গাধর প্রভৃতি বৈষ্ণব সকল বৃথা তর্কের ভয়ে তাঁহার সম্মুখ দিয়া যাতায়াত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রকৃত ভক্ত দেখিলে, শ্রীগৌরাঙ্গ স্বাভাবিক ঔদ্ধত্য পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার যথেষ্ট সমাদর করিতেন। এমন কি, ভক্তের গৌরব রক্ষা করিবার জন্য পরাজয় স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। বৈষ্ণব সন্ন্যাসী দেখিলে, তিনি তাঁহাকে আদর সহকারে নিজের গৃহে লইয়া ভিক্ষা করাইতেন।

দৈবযোগে ঈশ্বরপুরী নামক এক জন বৈষ্ণব সন্ন্যাসী নদীয়ায় আগমন করিলেন। ঈশ্বর পুরীর পূর্ব্ববাস কুমার হট্ট, তিনি জাতিতে ব্রাহ্মন। ঈশ্বর পুরী নদীয়ায় আগমন করিলে, অদ্বৈতাচার্য্যাদি বৈষ্ণবগণের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ এক দিবস তাঁহাকে লইয়া সমাদর সহকারে নিজ গৃহে ভিক্ষা করাইলেন। ঈশ্বরপুরী "শ্রীকৃষ্ণলীলা" নামক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। নদীয়ায় গোপীনাথ আচার্য্যের গৃহে অবস্থান কালে এক দিন তিনি শ্রীগৌরাঙ্গকে উক্ত গ্রন্থ খানির দোষ গুণ সমালোচনা করিতে অনুরোধ করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ কিন্তু ভক্তের দোষানুসন্ধান বিষয়ে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "আপনি পরম ভক্ত আপনার কবিত্ব যেমনই হউক, উহা শ্রীভগবানের প্রীতিকর জানিবেন। শ্রীভগবান ভাবগ্রাহী, পাণ্ডিত্যের অনুসন্ধান করেন না।" যাহা হউক একদিন নিতান্ত অনুরোধে পড়িয়া উক্ত গ্রন্থের কোন একটি কবিতায় একটি ধাতুতে দোষারোপ করিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন, পুরী গোঁসাই স্বপক্ষ সংস্থাপনের নিমিত্ত বিশেষ প্রয়াসী হইয়াছেন, তখন তিনি আর কোনরূপ তর্ক উত্থাপন না করিয়া ভক্তগৌরব রক্ষা করিলেন।

এই সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গের অনেক চাপল্যের কথা শ্রীচৈতন্য ভাগবতাদি গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। ঐ সকল পাঠে জানা যায় যে শ্রীগৌরাঙ্গ বাজার করিতে গিয়া কখন তন্তুবায়ের সঙ্গে কখন তাম্বুলীর সঙ্গে কখন খোলা বিক্রেতা শ্রীধরের সঙ্গে বিবিধ আমোদ জনক রহস্য করিতেন। ঐগুলি সর্ব্বথা নির্দ্দোষ ও মধুর। সাধারণের চক্ষুতে উহার কোনটি কিঞ্চিৎ বিরক্তি-কর হইলেও হইতে পারে, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ যাঁহাদের সহিত তাদৃশ ব্যবহার করিতেন, তাঁদের কেহ কখন কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট না হইয়া বরং সন্তোষই প্রকাশ করিতেন। তাঁহারা যখন অসন্তুষ্ট হইতেন না, তখন তদ্বিষয়ে কিছুই বলিবার নাই।

এক দিন শ্রীগৌরাঙ্গ অকস্মাৎ বায়ুচ্ছলে কয়েকটি সাত্ত্বিক বিকার দর্শন করিলেন। মুহু মুহু অশ্রু, কম্প, পুলক, স্তম্ভ ও মূর্চ্ছাদি হইতে লাগিলেন মুকুন্দ সঞ্জয় প্রভৃতি প্রভুর নিজ জন সকল প্রভুর ঐ সকল বিকার দর্শন করিয়া বায়ুর কার্য্য বলিয়াই স্থির করিলেন। প্রভুর শ্রীঅঙ্গে তৈলাদি মর্দ্দন করিবারও ব্যবস্থা হইল। ফলতঃ কয়েক দিবস এই ভাবে কাটাইয়া প্রভু নিজের ভাব নিজেই সম্বরণ করিলেন আবার পূর্ব্ববৎ অধ্যাপনা কার্য্য চলিতে লাগিল।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত একজন গণকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। ঐ গণক সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তাহাকে নিজের পূর্ব্ববৃত্তান্ত গণনা করিতে বলিলেন। পাঠক গণনা দ্বারা তদীয় ঐশ্বর্য্য বিদিত হইয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি প্রভুকে কখন মৎস্য, কখন কূর্ম্ম, কখন বরাহ, কখন বামন, প্রভৃতি বিবিধ অবতাররূপে দর্শন করিয়া মনে করিলেন, ইনি হয় কোন এক জন মহামন্ত্রবিৎ, না হয় কোন দেবতা। গণক অবাক হইয়া এইরূপ ভাবি-তেছেন, প্রভু তাঁহাকে বলিলেন, কি ভাবিতেছ? গণনা করিয়া আমার পূর্ব্ববৃত্তান্ত কি বিদিত হইলে বল। গণক বলিলেন আমি এখন কিছুই বলিতে পারিলাম না, অন্য এক সময় বলিব। এই বলিয়া গণক বিদায় হইলেন, প্রভুও কর্ম্মান্তরে ব্যাপৃত হইলেন।

এক দিন শ্রীগৌরাঙ্গ কয়েকটি ছাত্রের সহিত নগর ভ্রমণ করিতেছিলেন। পথিমধ্যে পরমবৈষ্ণব শ্রীবাস পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ হইল। শ্রীবাস পণ্ডিত তাঁহার পিতৃবন্ধু ছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে বাৎসল্য ভাবেই দেখিতেন

এবং সময়ে সময়ে উপদেশাদিও প্রদান করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাস পণ্ডিতকে দেখিয়া প্রণাম করিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত আশীর্ব্বাদ পুরঃসর বলিলেন, "বিশ্বম্ভর, তুমিত যথেষ্ট জ্ঞানোপার্জ্জনই করিয়াছ; জ্ঞানের ফল তোমাতে না ফলিয়াছে, এরূপও নয়; কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখ, ঐ ফল অকিঞ্চিৎকর কি না? উহা যদি অকিঞ্চিৎকরই হয় তবে আর অধিক কাল উহাতে মগ্ন থাকায় ফল কি? এখন ঐ জ্ঞানগর্ভ হইতে উত্থিত হও। যাহা প্রকৃত জ্ঞান, যাহা জ্ঞানের সার, তাহাতেই নিবিষ্ট হও। তুমি ভক্তিরসে রসিক হও। শ্রীভগবানের পাদপদ্ম ভজন করিয়া মনুষ্য জীবনের সার্থকতা সম্পাদন কর।" পণ্ডিতের এই কথা শুনিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "পণ্ডিত আরও কিছুদিন অপেক্ষা করুন। এখন আমাকে বালক ভাবিয়া কেহই গ্রাহ্য করিবেন না। আরও কিছুদিন পরে এক জন উত্তম বৈষ্ণব অন্বেষণ করিয়া আমি এমনই বৈষ্ণব হইব যে, তখন অজ ভব পর্য্যন্ত আমার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইবেন।" এই কথা বলিয়াই শ্রীগৌরাঙ্গ স্বিয় স্বভাব সিদ্ধ চাপল্য সহকারে হাস্য করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে শ্রীবাস পণ্ডিতও হাসিতে লাগিলেন, এবং মনে মনে ভাবিলেন, আমি ভাল চপলকে উপদেশ প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়াছি। পরে তিনি শ্রীগৌরঙ্গের মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন। "নিমাই, তুমি কি দেবতাকেও মান না? শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "আমি স্বয়ং ভগবান্ আমি আবার কোন্ দেবতাকে মানিব?' তিনি এই কথা বলিতে বলিতেই গমন করিতে লাগিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিতও বিষণ্ণ মনে ভগ্ন সঙ্কল্পে যথাভিলষিত পথে চলিয়া গেলেন।

দিগ্‌বিজয়ীর পরাজয়।

পশ্চিম প্রদেশ হইতে কেশব কাশ্মীর নামক একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আসিয়া নদীয়ায় উপস্থিত হইলেন। তিনি নানাদিগ্‌দেশের পণ্ডিতমণ্ডলীকে বিদ্যাবলে পরাস্ত করিয়া দিগ্‌বিজয়ী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বঙ্গ দেশের মধ্যে নদীয়া এখনকার ন্যায় তখনও শাস্ত্রচর্চ্চার জন্য সুবিখ্যাত ছিল। তথাকার দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত সকল নবদ্বীপ জয় করিতে পারিলেই আপনাকে বিশেষ গৌরবান্বিত বোধ করিতেন। অতএব নদীয়ার পণ্ডিত সমাজকে পরাজয় করিবার উদ্দেশ্যে এই দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতও নবদ্বীপে আগমন করিলেন। তাঁহার আগমন এক প্রকার সার্থক হইল। তিনি নবদ্বীপে আসিয়া দুই এক জন বিখ্যাত পণ্ডিতকে বিচারে পরাস্ত

করিলে, অপর পণ্ডিত সকল ভয়ে কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন, কেহই তাঁহার সহিত বিচারে অগ্রসর হইতে সাহসী হইলেন না। পরে সকলে মিলিয়া গোপনে পরামর্শ করিলেন, দিগ্‌বিজয়ী যেরূপ গর্ব্বিত, তাঁহাকে নিমাই পণ্ডিতের নিকট পাঠাইলেই যথেষ্ট শাসন হইবে। বিশেষতঃ এইরূপ তাঁহাকে পরাজয় করিতে পারিলে নদীয়ায় গৌরব ও অক্ষুণ্ণ থাকিবে। এই প্রকার পরামর্শ স্থির হইলে দিগ্‌বিজয়ীকে শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত বিচার করিতে অনুরোধ করা হইল। দিগ্‌বিজয়ী তদনুসারে শ্রীগৌরাঙ্গের বাড়ীতে গমন করিলেন। কিন্তু সে দিন তাঁহার শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত সাক্ষাৎ হইল না। দিগ্‌বিজয়ী লোক পরম্পরায় শুনিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ একজন সামান্য ব্যাকরণের অধ্যাপক মাত্র। শুনিয়া দিগ্‌বিজয়ীর মনে নিতান্ত তাচ্ছল্য ভাব হইল কিন্তু সমগ্র পণ্ডিতমণ্ডলীর আগ্রহাতিশয় দেখিয়া তাঁহাকে পরাজয় না করিয়া নবদ্বীপ ত্যাগের অভিলাষ যুক্তি সঙ্গত বোধ করিলেন না।

এদিকে শ্রীগৌরাঙ্গও লোক মুখে দিগ্‌বিজয়ীর আগমন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, তাঁহার পরাজয় দ্বারা গর্ব্ব চুর্ণ করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়াও, পণ্ডিত মণ্ডলীর সমক্ষে তাঁহাকে অসম্মানিত করা সঙ্গত বোধ করিলেন না; পরন্তু দিগ্‌বিজয়ীকে গোপনে পরাজয় করাই স্থির করিলেন। যিনি ব্রহ্মাদি দেবগণকেও মোহিত করিয়া থাকেন, তাঁহার পক্ষে দিগ্‌বিজয়ীকে পরাজয় করা অতি তুচ্ছ ব্যাপার। কিন্তু তিনি মানবলীলা স্বীকার করিয়াছেন। তদবস্থায় দিগ্‌বিজয়ীকে সাধারণের সমক্ষেপরাস্ত করিলে তিনি নিতান্ত মর্ম্মাহত হইবেন এই ভাবিয়া মহাপুরুষোচিত ছল অবলম্বন করিলেন। দিগ্‌বিজয়ীর সহিত দেখা করিলেন না।

ক্রমশঃ।

শ্যামলাল গোস্বামী।

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রায় নমঃ।

ধর্ম্মবিপ্লব ও যুগাবতার।

সূক্ষ্মদর্শী পাঠকগণ! আজ আবার এক কঠিন সমস্যা লইয়া আপনাদের নিকট উপনীত হইলাম। ধর্ম্মবিপ্লব কি? যুগাবতার কি? কি লক্ষণে তাহার যাথার্থ্য নিরূপণ হইতে পারে এই প্রবন্ধে ইহারই অনুশীলন উদ্দেশ্য। যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয় সেই সময়ে ভগবান্ যুগাবতার রূপে অবতীর্ণ হন। গীতায় ইহা আমরা পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়াছি, কিন্তু ধর্ম্মের গ্লানিই বা কি লক্ষণে প্রতীতি হয়, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান ইহাই বা কি? একটু বিশেষ তলাইয়া কথাটা গভীর ভাবে আলোচনা করিলে আমরা সেই প্রকৃত যুগাবতারকে ধরিতে পারি। কি লক্ষণে যুগাবতারকে চিনা যায় গীতায় তাহাও পাঠ করিয়াছি, যিনি ঐরূপ ধর্ম্ম বিপ্লব কালে অবতীর্ণ হইয়া সাধুগণের পরিত্রাণ এবং মূঢ় জনের প্রতি অনুগ্রহ বিধান জন্য বিপ্লবিত ধর্ম্মের পুনঃস্থাপন করেন, তাহাকেই যুগাবতার বলিয়া জানা যায়; কিন্তু কই তাহার কার্য্য কারিতা দেখিতে পাই? পরিচয়ের সামঞ্জস্য কোথায়? আমি যাঁহাকে যুগাবতার বলিয়া ধরিলাম, তুমি তাহাকে হাঁসিয়া উড়াইয়া দিলে, তবে আর বুঝিলাম কই? তাই বলি, আসুন, সকলে মিলিয়া একটু গভীর ভাবে অনুশীলন করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করি। যেমন গঙ্গা স্নানার্থীকে বাধ্য হইয়া কতকটা উত্তপ্ত বালুকা অতিক্রম করিতে হয়, প্রকৃত মীমাংসায় আসিতে হইলে আমাদিগকেও সেইরূপ কতকটা সামাজিক উত্তপ্ত প্রসঙ্গের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে, অতএব ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া আসুন গন্তব্য পথের অনুসরণ করি।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারি যুগ। যুগে যুগে জীবের দেহায়ত-নের ন্যূনতাসারে দৈহিক ও মানসিক শক্তিরও ক্রমিক অল্পতা হইয়া থাকে। এই জন্য চারিযুগে চারি প্রকার পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মাচরণ নিরূপিত হইয়াছে।

সত্যযুগে চতুষ্পদে পূর্ণ ধর্ম্ম, জীব নিষ্পাপ, পূর্ণশক্তি সম্পন্ন, দীর্ঘায়, দীর্ঘকলেবর, ধৃতিমান, সুতরাং সে কালে স্বাত্ম চিন্তন লক্ষণ ধ্যান যোগই জীবের মোক্ষ লাভের সাধন ছিল। পাপই পতনের হেতু, পাপ যাহার নাই, তাহার পতনের সম্ভব নাই, যাহার পতন নাই, সুতরাং সে স্বভাবতই মোক্ষ

পদে অবস্থিত। প্রবল প্রবাহের প্রতি বল প্রকাশ করিতে পারে না, যে জীব পূর্ণ শক্তিমান্, পূর্ণ ধর্ম্ম বলে বলীয়ান্, বহিরঙ্গা শক্তি মায়া তাহাকে কদাচ অভিভূত করিতে পারে না, মায়া বন্ধন যাহার নাই, সুতরাং সে স্বভাবতই মুক্ত যাহার তপঃ পূর্ণ, শৌচপূর্ণ, দয়াপূর্ণ, সত্যপূর্ণ, তাহার অপূর্ণ কি? সুতরাং সত্যযুগের তপঃ শৌচ দয়া সত্য চতুষ্পাদ পূর্ণ ধর্ম্ম বিশিষ্ট জীব ও পূর্ণ। অপূর্ণে অভাব থাকে, পূর্ণে অভাব নাই; যাহার অভাব নাই, তাহার কামনাও নাই, সুতরাং সে স্বভাবতই নিষ্কাম। নিষ্কামতাই বাসনা মূলোচ্ছেদী নির্ম্মল ও মুক্তিনিদান। সুতরাং বিমল অবিচলচিত্তে তত্ত্বজ্ঞানোদয় সহজ। অতএব সত্যযুগে স্বাত্মচিন্তনরূপ ধ্যানযোগ সহজেই সিদ্ধ হইত।

ত্রেতাযুগে ধর্ম্মের একপাদ ক্ষয় লইল, সেই পাদ মাত্র স্থানকে পাপ অধিকার করিল, জীবেরও দেহ, আয়ু, শক্তি ধৃতি ও স্থৈর্য্যের হ্রাস হইয়া গেল। এই সকল অভাব পূরণ করিয়া মুক্তিলাভ করিতে জীবকে বৈদিক যজ্ঞরূপ কর্ম্ম যোগের সাহায্য লইতে হইল। কর্ম্মের দ্বারা পাপক্ষয়, শক্তি-বৃদ্ধি ও চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন হইলে, নির্ম্মল জীব বাসনারূপ কর্ম্মফলত্যাগ করিয়া মুক্তিলাভ করিত।

বাসনা হইতে চিত্ত চঞ্চল হয়, বাসনা নানামুখে প্রধাবিত হইলে মোক্ষ সাধনে ব্যাঘাৎ হয়, কারণ চঞ্চল চিত্তে ধ্যান যোগের ধারণা হয় না, এইজন্য কর্ম্মযোগের সাহায্য প্রয়োজন। যেমন নানা চিন্তায় চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইলে কোন একটি সিদ্ধান্তে আসা কঠিন হয়, সেই সময় যদি কোন কায়িক ব্যাপারের সাহায্য লওয়া যায় অর্থাৎ পদ কম্পন কি অঙ্গুলি বাদন, বা মৃদু-গুঞ্জনাদি একটা কিছু করা যায়, তাহা হইলে চিত্তের বিক্ষিপ্ত গতি স্থির হইয়া সেই কর্ম্মের বা শব্দের দিকে বাধিত হয়, এখন অনায়াসে সিদ্ধান্তে আসা যায়। সেইরূপ যজ্ঞাদি কর্ম্ম যোগের সাহায্যে চিত্ত ধ্যান ধারণার উপযোগী হইয়া থাকে, এই জন্যই ত্রেতাযুগে যজ্ঞাদি কর্ম্মই যুগধর্ম্ম হইয়াছে।

দ্বাপর যুগে ধর্ম্মের অর্দ্ধভাগ পাপে গ্রাস করিল, জীবেরও দেহায়তন, আয়ু, বল, স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য, অর্দ্ধ পরিমাণ হ্রাস হইয়াগেল। যজ্ঞাদি কর্ম্ম দ্বারা সে অভাব পূরণ হইল না, কেননা কাল মাহাত্ম্যে শক্তি ও বিশ্বাসের অল্পতা হেতু বৈদিক মন্ত্রাদির বীর্য্য হ্রাস হইয়াছিল, এবং বাসনা কিঙ্কর জীব মোক্ষ ধর্ম্মে অনাদর করিয়া কামাদি রিপু পরতন্ত্র হইয়া অভিচারাদি কুযজ্ঞ ও ভোগ

ফল সাধক রাজস যজ্ঞের অনুষ্ঠানে রত হইল। সুতরাং মোক্ষ পথ বিমূঢ় মনুষ্যগণ ভোগাসক্তির প্রাবল্যে হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থপরতা পূর্ণ অসুর প্রায় হইয়া উঠিল। মোক্ষ পথ নিরুদ্ধ হওয়ায় গতাগতিশীল কর্ম্মচক্রে বিঘূর্ণিত জীব সঙ্গে ধরণী ভারাক্রান্তা হইয়া উঠিলেন। সে কালের বর্ত্তমান সাধু, ঋষি, তপস্বীগণ দয়ার্দ্র হইয়া লোকহিত সাধন জন্য বিবিধ সদ্ধর্ম্মের উপদেশ দিতে লাগিলেন কিন্তু রজোগুণাচ্ছন্ন জীব প্রকৃতি সে পথ ধরিতে পারিল না, কারণ দুর্ব্বল যুগে প্রবলযুগের ধর্ম্মোপদেশ আর হাতির বোঝা গাধার পৃষ্ঠে চাপান সমান কথা, সামর্থের অধিক কার্য্য সুসিদ্ধ হয় না। সুতরাং সমাজ বন্ধন, ধর্ম্ম বন্ধন, সুনীতি বন্ধন শিথিল হইয়া লোক সমাজ ঘোর উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ায় যুগধর্ম্ম স্থাপন জন্য শ্রীভগবানকে একবার অবতার গ্রহণ করিতে হইল। এযুগের যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণ, শক্ত্যাবেশ অবতার ব্যাস, ভক্তাবতার ভীষ্ম, অর্জ্জুন, উদ্ধবাদি, ধর্ম্মাবতার বিদুর, যুধিষ্ঠিরাদি।

ত্রেতা যুগের যুগধর্ম্ম বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড হইতে দ্বাপরের ধর্ম্ম বিপ্লব শান্ত হইল না, বরং বিষময় হইয়া পড়িল। সে কালের অভাব পূর্ণ করিবার যোগ্য শক্তি বৈদিক কর্ম্ম কাণ্ডে ছিল না, কারণ তাহা ভক্তিহীন আড়ম্বর বহুল। বৈদিক কর্ম্ম কাণ্ডোক্ত যজ্ঞাদির অঙ্গহানি জন্য ফল বৈগুণ্য আছে, তাঁহার আয়োজন, আড়ম্বর, অভিজ্ঞতা অধিক এবং বিঘ্ন পদে পদে, সামান্য বিঘ্ন দ্বারাতেই উহার সিদ্ধির ব্যাঘাৎ হয়, সুতরাং দ্বাপরের অর্দ্ধশক্তি জীবের সামার্থ্যের অতীত। চাঞ্চল্য, অনবধান, অনভিজ্ঞতা, বিত্ত শাঠ্যতা, ভোগাকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি বহুদোষে যজ্ঞ বিঘ্ন উপস্থিত অবশ্যম্ভাবী, এই জন্য সে অভাব পূরণ করিতে ভক্তি যোগের আশ্রয় আবশ্যক হইল। ইহাতে অঙ্গহানি নাই, ফল বৈগুণ্য নাই, ভক্তিই ইহার সকল অঙ্গ পূর্ণ করিয়া থাকেন, ইহার অত্যল্প আচরণেও মহৎফল হয়, এবং ভগবৎ কৃপা শক্তির আনুকূল্য হেতু সাধক সহজেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জীবের এই মঙ্গল ময় ভক্তি যোগের উপদেশ দিয়া ধর্ম্ম বিপ্লব শান্তি করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নির্ণীত সেই ভক্তি যোগ ও তদঙ্গ ক্রিয়া যোগ ব্যাসদেব শাস্ত্রাকারে প্রকাশিত করিলেন, ধ্যান, মন্ত্র, যজ্ঞাদি প্রচারিত হইল. লোক সকল ভক্তি পূর্ব্বক ভগবানের সুন্দর সুন্দর বিবিধ মূর্ত্তি সকল চিন্তা করিয়া অনায়াসে লব্ধ, পত্র, পুষ্প, ফল, জল, ইত্যাদি উপহারে যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া সালোক্যাদি পঞ্চবিধা মুক্তি লাভ করিতে লাগিল।

কলিযুগে পাপ পরিবর্দ্ধিত হইয়া ধর্ম্মের তৃতীয় ভাগ গ্রাস করিল। লোকেরও দৈহিক ও মানসিক বল দেহাবয়বের অনুরূপ ক্ষুদ্র হইয়া গেল। কাল মাহাত্ম্যে ধর্ম্মক্ষেত্র অনুর্ব্বর হওয়ায় ক্ষেত্র-জঞ্জালরূপ তমোগুণ পরিবর্দ্ধিত হইল। সকল লোকেই সন্মার্গ পরিভ্রষ্ট হইয়া উন্মার্গগামী, স্বেচ্ছাচার, ইন্দ্রিয় পরায়ণ হইয়া উঠিল। সমাজ বন্ধন উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িল, এবং বিবিধ ব্যক্তি বিভিন্ন বিভিন্ন ধর্ম্মমত লইয়া কেবল নিরর্থক বাগ্বিতণ্ডা করিয়া স্বমত স্থাপন জন্য ঘোরতর তর্ক ও পরমতের নিন্দাবাদ আরম্ভ করিল। সুতরাং সর্ব্বত্রই সর্ব্বনাশ কর ধর্ম্ম বিপ্লব উপস্থিত হইয়া সকল লোককে ঘোর শিশ্নোদর পরায়ণ, পাপাসক্ত, নাস্তিক প্রায় করিয়া তুলিল। এই সময়েই ক্রমশঃ বৌদ্ধবাদ, জৈনধর্ম্ম, শঙ্কর প্রবর্ত্তিত মায়াবাদ, হিংসাত্মক পূজা, মদ্য মাংস পরস্ত্রী সাধন তন্ত্রমত, শৈব বৈষ্ণবাদির শাস্ত্রযুদ্ধ, ষড়দর্শনের শাস্ত্রযুদ্ধ প্রভৃতি উল্লেখ যোগ্য ধর্ম্ম বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল।

অনেকে মনে করেন বুদ্ধ ও কল্কিই কলির অবতার। অবতার বটেন, কিন্তু যুগাবতার নহেন। কলিযুগের নির্দ্দিষ্ট যুগধর্ম্ম ইহাদের দ্বারা স্থাপিত হয় নাই। বুদ্ধদেব অবতীর্ণ হইয়া কলিযুগের অনুপযোগী বা সাধ্যাতীত অন্যান্য যুগধর্ম্ম রহিত করিয়া যান, আর ভুক্তি ফলোন্মত্ত ব্যক্তিদিগকে ভুক্তির অসারতা দেখাইয়া ক্ষান্তরূপ মুক্তি সোপান প্রদর্শন করিয়া যান কিন্তু জীব তাহা প্রকৃত পক্ষে ধরিতে পারে নাই, তাই বিকৃত বৌদ্ধ মত কালে সনাতন ধর্ম্মের বিলোপকারী হইয়াছিল। আর কল্কি কলির উচ্ছেদক; সত্যযুগ প্রবর্ত্তক। কল্কির পর হইতেই সত্যযুগ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। যাহার দ্বারা কলির প্রকৃত যুগধর্ম্ম স্থাপিত হইয়াছে, সেই যুগাবতার ভগবান শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেব।

পর প্রবন্ধে এসম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরামপ্রসন্ন ঘোষ।

সতীত্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ভক্ত তুলসীদাস বলিয়াছেন—

"যো যাকো আশ্রিত, সো রাখে তাকো লাজ।
উলট্ জলে মছলী চলে বহি যায় গজরাজ॥"

যতক্ষণ অহংকার থাকিবে, ততক্ষণ গজরাজের ন্যায় ভাসিয়া যাইবে কিন্তু অকপট প্রাণে, তাঁহার শরণাগত হইলে, জলের আশ্রিত ক্ষুদ্র মৎস্য যেমন সচ্ছন্দে তরঙ্গ ভেদ করিয়া উজানে চলিয়া যায়, তুমিও তেমনি মায়া-তরঙ্গ ভেদ করিয়া করুণাময়ের অভয় চরণতলে উপস্থিত হইয়া ধন্য হইবে।

পাঠকগণ, ভক্তি-জীবের স্বভাবগত, বিশেষতঃ কলিকালে নারদীয় ভক্তিই আধ্যাত্মিক সাফল্যের প্রাণস্বরূপ, এযুগে, বল, বুদ্ধি, পরমায়ু যেমন অল্প ভক্তিযোগ তেমনি ভগবৎলাভের সহজ পথ, ভক্তিই বিশ্বাসের জনক অনন্ত ভাবময় শ্রীভগবানের যে কোন ভাবের সাধনা করা হউক না কেন ভক্তি সংযোগ ভিন্ন তাহার গতি-শক্তি বর্দ্ধিত হয় না, অনেকে মনে করেন জ্ঞানের পথ ভক্তিসম্পর্কশূন্য তাঁহারা অবতারে নশ্বর ভাব আরোপ করেন, মহাপ্রসাদ নীচজাতির দ্বারা পৃষ্ট হইলে অবহেলা করেন এবং আপনাকে সোঽহং ভাবিয়া মূর্ত্তিমান অহংকার রূপে বিচরণ করেন, তাঁহারা যদি শাস্ত্রের ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করেন তাহা হইলে বুঝিবেন যে অগ্নির সহিত বায়ুর সম্বন্ধের ন্যায় জ্ঞানের সহিত ভক্তির সম্বন্ধ, ভক্তি ভিন্ন জ্ঞান বিকাশ পায় না কেবল ধর্ম্মের সোপান ভেদে ভাব-ভেদ, মানব যখন যে সোপানে আরোহণ করিবে, তখন সেই সোপানের ভাব তাহার পক্ষে স্বাভাবিক নতুবা অনধিকার চর্চ্চা করা হয়। বর্ণ জ্ঞান হীন ব্যক্তির বিজ্ঞান চর্চ্চার ন্যায় অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে, যে শঙ্করাচার্য্য সোঽহং জ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা তিনিই কি বলিয়াছেন শুনুন,

সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বং
সামুদ্রোহি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ

দামোদর গুণমন্দির সুন্দর বদনারবিন্দ গোবিন্দ
ভব জলধি মথন মন্দর পরমন্দর মপনয় ত্বং মে॥

অর্থাৎ হে নাথ! যদিও তত্ত্ববিচারে জানা যায় আমার আত্মা আর তুমি পৃথক্ নও, তথাপি আমি তোমার অধীন, তুমি আমার অধীন নও হে নাথ! সমুদ্রেরই তরঙ্গ, তরঙ্গের সমুদ্র, একথা তো সত্য নয়। আমি তোমার অংশ, হে ভগবন! দেখিবে যেন তোমায় ভুলিয়া মহা-বিপদ-সাগরে অনন্ত কাল ডুবিয়া না থাকি। হে দামোদর! হে গুণাকর! তোমার সুন্দর বদন কমলের তুলনা নাই, তুমি ভব-জলধি মথনের মন্দর স্বরূপ, আমার ভবভয় দূর কর, আমি যেন তোমার ভাবে ভাবিত হইয়া সর্ব্বদা নির্ভয়ে প্রেমভরে তোমায় ডাকিতে পাই।

সমুদ্র হইতে যেমন নদীর আবির্ভাব, সচ্চিদানন্দ সমুদ্র হইতে তেমনি অবতারের আবির্ভাব, নদীতীর ধরিয়া যেমন সমুদ্রে যাওয়া যায়, অবতার ধরিয়া তেমনি সচ্চিদানন্দ সকাশে যাওয়া যায়;—ভগবানের অবতার অসংখ্য, সাধু-হৃদয় যখন ভগবৎ প্রেমে তন্ময় হইয়া যায়, সেই পবিত্র হৃদয়ে ভগবান অবতীর্ণ হইয়া জগতে উপদেশরূপ অমৃত বর্ষণ করেন। তিনি নিজে বলিয়াছেন,—

অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্ব নিধের্দ্বিজাঃ।
যথা বিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ-সহস্রশঃ॥

ভাগবত—১।৩।১৬

আমরা সগুণ, এজন্য ভগবানের সগুণ ভাবই আমাদের অবলম্বনীয় তৃষ্ণা শান্তির জন্য হিমানি মণ্ডিত হিমালয়ের শিরোদেশে যাওয়া অসাধ্য কিন্তু ঐ শিরোদেশ হইতে যে নির্ম্মল নির্ঝর ধারা অবতরণ করে তাহাই আমাদের আধারোপযোগী ও তৃষ্ণা শান্তির পক্ষে যথেষ্ট, চিনির পাহাড়ের নিকট একটী পিপিলিকাকে ছাড়িয়া দিলে সে তাহার ধারণাই করিতে পারিবে না, কেননা তাহার আধারের পক্ষে একবিন্দুই যথেষ্ট। অবতারে নশ্বর-ভাব আরোপ করিয়া অনেকে প্রবঞ্চিত হন, তাঁহারা শাস্ত্রের ভাব বুঝিতে চেষ্টা করেন না। এ সংসার নাট্যশালায় ভগবান্ আবশ্যক মত নানাবেশে অবতীর্ণ হন। কার্য্য সমাধা হইলে সেই বেশ ত্যাগ করেন

মাত্র। বেশ ত্যাগের সহিত বেশধারীর বিলোপ হয় না। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাব মজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥

গীতা ৯ অঃ ১১ শ্লোক।

অর্থাৎ মূঢ়লোকে আমাকে মানুষ ভাবে দেখে ও সর্ব্বভূতের মহেশ্বররূপ আমার পরমতত্ত্ব অবগত না হইয়া অবজ্ঞা করে।

ভগবানের মহাপ্রসাদ ও ভগবানের স্বরূপ নিত্যশুদ্ধ, চিন্ময় ও সাত্ত্বিক ভাবের জনক, পবিত্র অপবিত্রকে পবিত্র করে, অপবিত্র সংযোগে যে বস্তুর পবিত্রতার হানি হয়, তাহা পবিত্র পদবাচ্য হইতেই পারে না প্রসাদ চীর পবিত্র ও নিত্যশুদ্ধ, চণ্ডালের দ্বারা বাহিত হইলেও উহার পবিত্রতার হানি হইতে পারে না, সর্ব্বাবস্থাতেই ইহা জীবের পক্ষে মহোপকারী কেননা ইহা আধ্যাত্মিক বলের বৃদ্ধি ও ভক্তিভাবের স্ফুরণ করে। শাস্ত্র বলেন,—

শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ।
প্রাপ্ত মাত্রেন ভোক্তব্যং নাত্র কার্য্য-বিচারণা॥
ন দেশনিয়মস্তত্র ন কাল নিয়মস্তথা।
প্রাপ্তমন্নং দ্রুতং শিষ্টৈ র্ভোক্তব্যং হরিরব্রবীৎ॥

পদ্মপুরাণ।

ভগবৎ করুণা তাহার প্রসাদে অন্তর্নিহিত থাকে, এইজন্য প্রসাদ ভক্ষণে ভক্তিলাভ হয়, এইরূপে ক্রমে শুদ্ধাভক্তিলাভ হইলে অনায়াসে তাঁহার দুস্তর মায়া ভেদ করা যায়। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন,—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে॥

অর্থাৎ যে অকপট হৃদয়ে আমার শরণাগত হয় সেই আমার সংসার মুগ্ধকর দৈবী ত্রিগুণাত্মিকা মায়া ভেদ করিতে সক্ষম হয়।

আহা! ভগবানের এই সকল অভয় বাণী শাস্ত্রে জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত থাকিতেও অজ্ঞানতা প্রযুক্ত মানব বিপথে ধাবিত হইতেছে, সুধা সমুদ্র ত্যাগ

করিয়া মরিচীকার উদ্দেশে ধাবমান হইয়া আত্মঘাতী হইতেছে, চক্ষু থাকিতে অন্ধের ন্যায় পুনঃ পুনঃ নরক গহ্বরে নিপতিত হইয়া নিদারুণ যন্ত্রণা উপভোগ করিতেছে, হা মানব অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ কর সৎসঙ্গে নিজের ভাব শোধিত করিয়া লও, দেহাত্ম বুদ্ধিতে বিচলিত হইয়া পরকাল হারাইও না পরিণাম দুঃখ ময় ক্ষণিক সুখের মোহময়ী আশায় প্রলোভিত হইয়া অনন্ত সুখ হারাইও না, ধর্ম্মভাবে অর্থ উপার্জ্জন কর দেখিবে সেই অর্থ তোমার কামনা সিদ্ধ করিয়া মোক্ষের পথ দেখাইয়া দিতেছে, স্ত্রীকে বিলাস-সঙ্গিনী না করিয়া শিক্ষা দান কর, দেখিবে, স্ত্রী বিদ্যা রূপিণী হইয়া তোমার পূর্ব্ব সংস্কার জাত বন্ধন খুলিয়া, শান্তি ও স্বাধীনতার অমৃত ধারায় তোমার হৃদয়কে মধুময় করিয়া দিতেছে, যে কামিনী কাঞ্চন মৃত্যু স্বরূপ নরক গহ্বরে নিক্ষেপ করে দেখিবে, সেই কামিনী কাঞ্চন অনন্ত জীবনের পথে অগ্রসর হইবার সহায়তা করিতেছে, সংসার গহনে প্রবেশ করিয়া যে দস্যুগণ হইতে প্রাণ নাশের সম্ভবনা ছিল সেই দস্যুগণ অসি হস্তে তোমার সহায় ও পথ প্রদর্শক হইয়া কানন পারে সচ্চিদানন্দ সাগরের তীরে পৌঁছিয়া দিতেছে, নিরাশ হইও না, ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া কাতর প্রাণে করুণাময়ের নাম গান কর ক্রমশ দেখিবে তোমার মোহ ঘোর কাটিয়া যাইতেছে, বিশ্বাস ঘনীভূত হইতেছে ভক্তির অমৃত ধারায় হৃদয়ে শান্তির লহরী খেলিতেছে, তুমি যেন আর সে মানুষ নও, তোমার যেন পুনর্জ্জন্ম হইয়াছে, পরলোকে মুক্ত অবস্থায় তুমি যে অনন্ত সুখের অধিকারী হইবে, ইহলোকেই তাহার ছায়া তোমার হৃদয়ে প্রতিফলিত হইতেছে, কিন্তু সামান্য চেষ্টায় সফলতা লাভ করিতে না পারিলে অধৈর্য্য হইও না, প্রার্থনা যোগে ক্রমশঃ সহস্র মুখী মনকে এক মুখী করিতে চেষ্টা কর, ভগবৎকৃপায় যে দিন তুমি মনকে বশীভূত করিতে সক্ষম হইবে, সফলতা সেই দিন তোমাকে আলিঙ্গন করিবে, এক দিনে কিছু হয় না, সামান্য অর্থকরী লেখা পড়া শিখিতে কত সময় নষ্ট কর অন্ততঃ তাহার কতকাংশ সময় নিজের যথার্থ উন্নতির জন্য, নিত্য সুখের জন্য, ব্যয় কর, অল্প দিনের মধ্যে দেখিবে তুমি কৃতার্থ হইয়াছ, তুমি সতী হইয়াছ, তোমার স্ত্রী ও তোমার সতীত্বে অনুপ্রাণিত হইয়া, তোমার শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া, তোমার ভাবে তন্ময় হইয়া, সহধর্ম্মিণী শব্দের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে, বিদ্যারূপিণী হইয়া অনন্তের পথে তোমাকে সাহায্য করিতেছে, তুমি তখন পূর্ণকাম ও নির্ভয়, ভুক্তি ও মুক্তি তোমার দাসী—

যদি ভবতি মুকুন্দে ভক্তিরানন্দ সান্দ্রা।
বিলুঠতি চরণাব্জে মোক্ষ সাম্রাজ্য লক্ষ্মীঃ॥

গীত।

মিছে কাজে গেলো রে দিন, ভাব্‌লি না মন নিজের তরে,
লাভের আসে ভবে এসে মূ হারা'লি মায়ার ফেরে।
(ওরে) আমার আমার বল্‌তে বল্‌তে শমন এসে ধর্‌বে কেশে,
সাধ মিট্‌তে দেবে না রে ফেল্‌বে নিয়ে আঁধার দেশে।
প্রেয়সীর পয়োধর রাখ্‌তিস যথা সুখের আশে,
(সেই) সোণার বুকে নিঠুর শমন চড়ে বসবে ভীষণ বেশে।
(তোর) বুকের খাঁচায় আশার পাখি ডাক্‌তো কত মধুর স্বরে,
চিতার আগুন জ্বা্‌বে সেথা, থেকোনা মন্ মোহ ঘোরে।
অসার সুখে মগ্ন হ'য়ে, জন্ম জন্ম বেড়াও ঘুরে,
অনন্ত যাতনা নলে, সাধ করে মন মর পুড়ে।
এ ভব যাতনা মুক্ত হ'তে যদি চাওরে মন,
ডাক প্রাণের সুখে দয়াময়ে শমন ভয় বারণ।
(তোর) মায়ার বেড়ী খুলে যাবে ভক্তি ভরে ডাক্‌লে তাঁরে,
বিমল সুখের স্বাদ পাবি মন্ চলে যাবি ভব পারে॥

শ্রীহরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ।

জগতের সুন্দর সুন্দর মধুর মধুর পদার্থনিচয় সৃষ্টিকালীন বিধাতার নেত্রযুগল কিসে নিবদ্ধ ছিল? তিনি কাহার পানে চাহিয়া কাহাকে আদর্শ করিয়া সৃষ্টিলীলা সমাধান করিয়াছিলেন?—তাঁহাকে যে সৃষ্টিনৈপুণ্য সংলাভ কল্পে বহু তপ করিতে হইয়াছিল! তৎফলে কৃষ্ণ চিত্রপুত্তলিকাবৎ তাঁহার নেত্রপথে তিলেক স্থির ছিলেন। নবীননীলমুদির শোভা প্রাণে প্রাণে আনন্দ

মদিরার উদ্বেল ঘটাইয়া থাকে। বিধাতা শ্রীকৃষ্ণের পরমকমনীয় নীলকান্তি দেখিয়া দেখিয়া মনের সাধে সে-হেন নীলনীরদ সৃজন করিলেন। পর-মদ্যুতিমতী বিদ্যুৎ নিজশোভার ঝিলিমিলি দ্বারা কাহার না নয়ন ঝল্‌সাইয়া দেয়? বিধাতা শ্রীকৃষ্ণের স্বর্ণবর্ণ রুচির চীর দেখিয়া দেখিয়া সে-হেন বিদ্যুৎ সৃষ্টি করিয়া মেঘের কোলে জড়িয়া দিলেন। উষার প্রভাতী শোভার প্রস্ফুটিত অরুণ মর্ম্মপীড়িত জনেরও প্রীতিপ্রদ। বিধাতা শ্রীকৃষ্ণের ভক্তজন জীবনসর্ব্বস্ব পরমানন্দ রশ্মিবর্ষী অরুণ পদযুগল দেখিতে দেখিতে এহেন অরুণ সৃজন করিয়া গগন গায়ে ছুড়িলেন। শ্রীকৃষ্ণের করুণ অরুণ পদ-কমলাগত চন্দ্ররাজী দেখিয়া দেখিয়া বিধাতা বহুকষ্টে একটী চাঁদ গড়িলেন এবং তাঁহার পদনখে পতনোন্মুখ অধরসুধার একফোঁটা লইয়া তাতে সুধাবীজ রোপণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের গভীর নাভি দেখিয়া দেখিয়া বিধাতা সরোবর সৃষ্টি করিলেন এবং তাঁহার রবি-শশি-পরিমণ্ডিত সদলযুগল পদকমল ও করকমল দেখিয়া দেখিয়া তাহাতে সমৃণাল কমল রোপন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ কিরণকণা তাঁহার স্বভাবে জড়াইয়া অলি সৃষ্টি করিলেন এবং নূপুর রুণুঝুনির দ্বিমাত্র গুনগুনরব তাহাদিগকে শিখাইয়া কমলে কমলে উড়াইয়া দিলেন। শ্রীকৃষ্ণের মধুর অধরবাণীর একপদ লইয়া বিধাতা তাহাতে তাহার ছটামাত্র বর্ণজ্যোতির আবরণ দিয়া বসন্তের কণ্ঠমাণিক পিক সৃষ্টি করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অমল নয়ন ও বিচিত্র অঙ্গভূষণাদি দেখিয়া দেখিয়া বিধাতা সুবর্ণ রত্নমাণিক্যাদি সৃষ্টি করিয়া ধরাকে বসুন্ধরা করিয়াছেন। বিধাতা এইভাবে আর কত কি সৃষ্টি করিয়াছেন কে ইয়ত্তা করিবে?—কিন্তু তবু তিনি কৃতার্থ ও কৃতকার্য্য হন নাই বলিয়া অতৃপ্ত রহিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বসুখসৌন্দর্য্যমাধুর্য্যসিন্ধু। জলে, স্থলে, বিমানে সর্ব্বত্র যে সলিল ছড়ান দেখিতেছ, সে সকল একমাত্র সমুদ্রের বারিকণারাশিরই অনুপ্রবেশ। তদ্রূপ যে বস্তুতে যতটুকু মাধুর্য্য সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ করিতেছ, তাহা কৃষ্ণবিগ্রহের তরঙ্গায়িত মাধুরীকণারই স্ফূর্ত্তি। শ্রীকৃষ্ণ মাধুরীর মূলোৎস। পদার্থ মাত্রেই মাধুর্য্যধারার নল (পাইপ) স্বরূপ। জীব তন্মধ্যে স্ফোটক স্তম্ভ। কিন্তু বিকৃতি দোষে সকল স্তম্ভে সে রসসলিল ভরে না, ক্ষরে না। জীবের ক্ষার জড় প্রকৃতি অষ্টপদার্থের সমষ্টি এবং অক্ষরা পরা প্রকৃতি জীবশক্তিরূপ নবম পদার্থ। এই পদার্থনিচয়ের সমষ্টি জীব খায় দায় মজা করে কি সাজা ভোগে। ইতস্ততঃ নয়নবিক্ষেপ করিয়া দেখ, দেখ মানবগুলি কেমন

কিলিবিলি করিতেছে। এই কিলিবিলির অবস্থা ইন্দ্রিয় বেষ্টিত মনেরই বিকার মাত্র। অন্ততঃ একটী মানবের প্রতি কি নিজপ্রতি লক্ষ্য কর—দেখ, উনি একবার ক্রোধান্ধ হইয়া কত কি বকিতেছেন, আবার ঐ কিবা হর্ষে হাসিতেছেন, ঐ কি চিন্তা করিতেছেন, ঐ একটু মুখভঙ্গি করিলেন।—এসব কি?—মস্তিষ্কেরই নব নব বিকার পরিবর্ত্ত। আকাশ খাঁটি একবর্ণ, মেঘের অন্তরালে থাকিয়া প্রতিমুহূর্ত্তে চিত্রবিচিত্র বর্ণাবরণ ধারণ করে। কিন্তু আকাশের বিকার নাই। মানবের কার্য্যকলাপ, ব্যবহার, রীতি-নীতি, স্বভাব-চরিত্র সমস্তই মনের তরঙ্গ মাত্র! স্থিরাদর্শরূপে কোনও অবস্থা দর্শন যাইতে পারে না। তুমি অধিক কথা বল, ইহাতে তোমার কোন দোষগুণ নাই, উহা তোমার মনের অবস্থামূলক। তুমি প্রায়ই নির্ব্বাক্, এও মস্তিষ্কেরই অবস্থা বিশেষের ফল। কিন্তু এই মেঘরঙ্গার অন্তরালে (পেছনে) যে বিমল নীলাকাশ বিগ্রহ বিদ্যমান্ আছেন, তিনি মেঘ ফুঁড়িয়া উঁকি মারিলেই মানব প্রকৃত মানব। অর্থাৎ যতদিন না জীবে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হয়, ততদিন জীব একটা কিম্ভূতকিমাকার, বিশেষত্বহীন। যতদিন না ক্ষরাক্ষরাতীত তুরীয় পদার্থের ঝল্‌মলি স্পর্শে, ততদিন সবজীব সমান ও সমান অসফল। এই তুরীয় পদার্থ কৃষ্ণ। উনি জীবকে প্রকট বা অপ্রকট ভাবে নিত্য সমাকর্ষণ করিতেছেন। জীবের গতি কৃষ্ণের দিকে। জীব বিপক্ষী হইলেও তিনি টানিয়া লন। একজন্মে বা বহুজন্মান্তরে কৃষ্ণসঞ্চার অনুভূতির পথে আসে।

কৃষ্ণ যাহাকে এই টান একবার অনুভব করাইয়াছেন, তিনি এই টানের দিকে তন্মুমন হেলাইয়া দেন, আর অনুদিন টানে টানে তরঙ্গতাড়িত তরীর ন্যায় কৃষ্ণাভিমুখ্য লাভ করেন। এটানের প্রকটস্থানে শ্রীকৃষ্ণে চৈতন্যকারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। নিত্য টানার চৈতন্য জাগাইতে প্রকট টানের ঘটা। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের আগমন! শ্রীগৌরলীলা সপ্রমাণ করিতেছে যে শ্রীকৃষ্ণ রাধার ভাবে ভুলাইয়া নিত্যকাল তাঁহার জীবসঙ্ঘ নিজপানে টানিতেছেন। যখন জীব এই ভাবে তুরীয় ধামে উপনীত হয়, এবং ভালবাসার ক্রমবিকাশ ফলে ফটক দ্বার অতিক্রম করিয়া কৃষ্ণের অন্তঃপুর মহলে প্রবেশ করিতে অধিকার পায়, তখন জীবের প্রাণে প্রেমানন্দ আর আটে না। প্রথম তাহাকে শ্রীমন্দির বাহির হইতে চুপি দিয়া দেখিতে হয়। ক্রমে অন্তরঙ্গতার ঘনতাসহ মন্দিরের সিঁড়ি দিয়া দু এক ধাপ উঠিয়া সে একটু দাঁড়াইতে পারে। তারপর

রসধামের কথা। ওই অন্তঃপুরের নাম ব্রজধাম। ব্রজলীলা তুরীয়ধামের আভ্যন্তরীণ লীলা। উহার বাত্যা লাগিলে প্রেমোদয় হয়। শ্রীমন্দির-দ্বারে একবার পৌঁছিয়া শ্যামসুন্দরের মোহনমূরতি দর্শন করিলে ভক্তের ইচ্ছা হয় ঝাঁপ দিয়া সে রূপের সিন্ধু বিগ্রহখানি জড়াইয়া ধরি। কিন্তু মর্য্যাদার বশবর্ত্তী হইয়া আনুগত্য বজায় রাখিতে হয়। কোন সময় আনুগত্য ঘুচিয়াও যায়। আনুগত্য লঙ্ঘন করিলে রস পাকে না, স্থায়ীভাব লব্ধ হয় না।

শ্রীকৃষ্ণ মস্তক হেলাইয়া, কটি বাঁকাইয়া, এবং "পায়ের উপর থুয়ে পা," যখন মোহনমুরলীটি অধরে ধরেন এবং আড় নয়ানে চান, তখন তিনি কোটি নাড়িয়া নাড়িয়া সঙ্কেতে বলেন আমাকে একবার দেখ গো। যাহারা দূরে তাদের মুরলীধ্বনিচ্ছলে বলেন "আমাকে দেখ এসেগো," এই আহ্লাদের নাম শ্রীরাধা। উনি—কৃষ্ণ সুখসিন্ধুর তরঙ্গ নিদান।

জীব আত্মসুখ বা স্বার্থবশ্যতায় কৃষ্ণেতরবিগ্রহে ঈশ্বরারাধনা করেন। কৃষ্ণ দাতা নহেন, সর্ব্বহারক। আত্মদান বৈ আর তাঁহার দাতব্য নাই। তিনি ব্রজের রাখাল। তিনি কাঙ্গাল কৃষ্ণ কাঙ্গালের উপাস্য। বংশীরব যার কর্ণবিবরে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তিনি কাঙ্গাল। কারণ তিনি হৃতসর্ব্বস্ব। আমার পুত্রকন্যাকে দুধে ভাতে খাওয়াইতে না পারিলে, বাঁশের বাঁশী হাতে একটা কালপুরুষকে দিয়া আমার কি হইবে?—ইহা সাধারণ বিশ্বাস। নিষ্কাম ধর্ম্মের কথায় অনেকে নিরাশ হন, কেহবা চটিয়া বসেন। নিষ্কাম কথাটার অনুভব বড় শক্ত। নিষ্কাম না হইয়া প্রায়ই বুঝা যায় না। আত্মসুখ নিবৃত্তির পরীক্ষা আছে। শ্রান্ত ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইয়া একখানি পাখা হস্তে অন্যাঙ্গব্যজন করিলে যদি সেবানন্দ সুধায় প্রাণ শীতল হইয়া নিজ তাপিত তনু স্নিগ্ধ হয়, তবে বুঝিব আত্মসুখ ঘুচিয়াছে। বুঝিব নিষ্কাম কৃষ্ণসেবার অধিকার বর্ত্তিয়াছে মেঘবৎ রঙ্গিল কামকলুষ যার চিত্ত হইতে অপসৃত হইয়াছে, তিনি নীলাকাশ বিগ্রহের সঙ্গ পাইয়াছেন, তিনি কৃষ্ণ বস্তু কি চিনিয়াছেন।

জীব (তটস্থ) মায়া ও চিৎশক্তির দোটানায় ব্যতিব্যস্ত। মায়াদেহ মাটিদেহ। মাটির লোভ মাটিতে, মাটি খাইয়া পুষ্ট। অপর দিকে চিদ্বস্তুর টান। চিৎ টানে নিজেষ্ট চিদ্‌ঘন দিয়া হৃষ্টপুষ্ট। যার টান বলবত্তর, জীব তার পক্ষে কথা কয়। "জোর যার মুল্লুক তার।" একজন টানে ঘরে, আর জন টানে বাহিরে। জীবের দ্বার লটপট। মাটির টান মাটির দিকে চিদের টান চিদের দিকে। এহেন অবস্থায় কোন জীব বহির্দ্দশার বিষয়ে

মজে। কোন জীব বা অন্তর্দ্দশায় চিন্ময়ে ভজে। মোটের উপর চিদাকর্ষণ নিত্য ও জয়শীল। এজন্য কর্ষক চিন্ময় কৃষ্ণ। মায়ার টান জন্মজন্মান্তরে বা ক্ষয়িত হয়। উহার ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী। কৃষ্ণনাম কৃষ্ণের প্রেরিত দূত। উহা চিৎশক্তির সঙ্গে আসিয়া জীবকে মন্ত্রণা দিয়া বশ করে। কৃষ্ণদূতের পরাক্রম যিনি বুঝিয়াছেন, তিনি কৃষ্ণ বস্তুটি কি তাহাও বুঝিয়াছেন।

শ্রীকালীবর বসু।

সাধুর আশ্রমে সাতদিন।

নিদাঘ পীড়িত মানব যেরূপ শৈত্যাকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে, তপন-তাপিত-পথিক যেরূপ বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবেশন করিবার জন্য সোৎসুক হইয়া উঠে, সমুদ্র-নিমগ্নপুরুষ বেলাভূমি প্রাপ্তির জন্য যেরূপ আকুলিত হইয়া পড়ে, একসময়ে আমিও তদ্রূপ সংসার তাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য জন-কোলাহল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া শান্তিদেবীর মন্দিরে আশ্রয় লাভের আশায়, জগৎপিতার আরাধনায় অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিবার মানসে বাটী হইতে বহির্গত হইলাম। যদিও বৈরাগ্যের বেগ সাধারণতঃ হিমবতাভিমুখে, আমার কিন্তু সে প্রকার কোনও লক্ষ্য ছিল না; প্রায় ছয় মাস কাল ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া, কোন স্থানে সাদর সম্ভাষিত হইয়া, কোন স্থানে বিদ্রাবিত হইয়া, কোন স্থানে চব্ব্যচোষ্য চতুর্বিধ ভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়া, কোন স্থানে বা কোন প্রকারে দিনাতিপাত করিয়া, কখন বা অর্দ্ধাশনে, কখন বা অনশনে অতিবাহিত করিলাম। সম্ভবপর নদীপার হইতেও হইয়াছে, কখন বা কেহ দয়াপূর্ব্বক পারের পয়সাও দিয়াছেন বন মধ্যে কখন বা ফলমূল দ্বারা ক্ষুন্নিবারণ করিয়া করিয়া হংস কারণ্ডব পরিশোভিত তড়াগতীরে শিলাখণ্ডে উপবেশনপূর্ব্বক প্রকৃতির শোভা সন্দর্শনে যেন জগৎ-পিতারই ক্রোড়ে উপবিষ্ট আছি মনোমধ্যে এই ভাব উদিত হওয়ায় ভক্তিভরে গদ গদ হইয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জনও করিয়াছি, কখন বা নিশা সমাগমে শ্বাপদ নিবহের ভীষণ রবে শঙ্কাকুল হইয়া প্রতিমুহূর্ত্তেই তাহাদিগের দ্বারা আক্রান্ত হই-

বার ভয়ে ভীত হইয়া প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া রাত্রি যাপনও করিয়াছি এবং পরদিন প্রাতঃকাল প্রাচীদিক অরুণ হিঙ্গুল রাগে রঞ্জিত হইলে জগৎ পিতার প্রতি নির্ভরাভাব বশতঃ স্বকীয় দুর্ব্বলতাকে শতবার সহস্রবার ধিক্কার দিয়া যেন তাঁহারই সম্মুখে দণ্ডায়মান আছি এই ভাবে সলজ্জিতও হইয়াছি।

এই প্রকারে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে এক দিন অপরাহ্ণ সময়ে দেখিতে পাইলাম, অনতিদূরে একটী অনতুচ্চ প্রতিগিরি রহিয়াছে। তৎপ্রতি কিয়ৎক্ষণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবামাত্রে যেন কি এক অনির্ব্বচনীয় মোহিনীশক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলাম; বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম উহার গাত্র হইতে মণ্ডলাকার ধূম উত্থিত হইতেছে। তখনই ঐস্থানে যাইবার সঙ্কল্প করিয়া তদভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম; ক্রমাগত নিম্নোচ্চ ভূমি অতিক্রম করিয়া রাত্রি প্রায় এক প্রহর গত হইয়াছে এমন সময় উহার প্রান্তদেশে উপস্থিত হইলাম। এতদূর ক্লান্ত হইয়াছি যে, আর অগ্রসর হই এরূপ শক্তি নাই, কপোলদেশে হস্ত সংলগ্ন করিয়া উপবেশন করিলাম, কখনযে শয়ন করিলাম, কখনই বা নিদ্রাদেবী নিঃশব্দে আমার দেহ-রাজ্যের উপর, আমার মনোরাজ্যের উপর সম্পূর্ণ অধিকার বিস্তার করিলেন এবং সেই অধিকার ক্রমে ক্রমে, কি একেবারে হঠাৎ সম্পূর্ণভাবে তাহা জানিতেও পারিলাম না। নিদ্রাদেবীর আক্রমণ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া দেখিলাম আমি যেন সম্পূর্ণ এক নূতন রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। বোধ হইল, যেন শান্তিদেবী মূর্ত্তিমতী হইয়া তথায় বিরাজমানা। পবনদেব যেন সসম্ভ্রমে মৃদুমন্দ প্রবাহিত হইতেছেন। দুর্ব্বাদলোপরি শিশির বিন্দুসমূহ তখনও শোভা পাইতেছে। কোকিল, দয়েল প্রভৃতি বিহঙ্গমগণ নিজ নিজ স্বনে সেই স্থানকে কুহরিত করিতেছে। অদূরে ময়ূর ময়ূরী আনন্দে বিচরণ করিতেছে। দুই চারিটী মৃগশিশু ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে। ক্রমে মরীচিমালী প্রাচীদিক ভাস্বরিত করিয়া পশু পক্ষী মানব প্রভৃতির নয়ন ও চিত্তের আনন্দ প্রদায়করূপে উদিত হইলেন।

এমন সময়ে দেখিতে পাইলাম, একটী সৌম্যমূর্ত্তি আমাকেই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন। বয়স অনুমান বিংশতি বৎসর; পরিধান গৈরিক বসন, হস্তে পানিপূর্ণ কমণ্ডলু আর্দ্র বহির্বাস ও কৌপীন; স্নানাদি সম্পন্ন করিয়া গন্তব্য স্থানে যাইতে ছিলেন, দূর হইতে আমাকে দেখিয়া আমার

নিকট আসিলেন। বিশেষ কোন কথাবার্ত্তা না কহিয়া আমাকে তাঁহার পশ্চাৎ যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন আমিও বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহার অনুগমন করিলাম। একটী বাঁক ফিরিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া পাহাড়ের উপর উঠিতে আরম্ভ করিলাম; পাহাড়ের গাত্র কাটিয়া সোপানাবলীর মত করা হইয়াছে। অল্পমাত্র উঠিয়াই দেখিলাম, কোন সন্ন্যাসীর আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। একটী তেজস্বান পুরুষ বসিয়া রহিয়াছেন; বর্ণ গৌর বলিলেই ঠিক বলা হইল না, উহার সহিত যেন আরও কিছু মিশ্রিত, কি এক অমানুষিক তেজ ফুটিয়া বাহির হইতেছে; এক কথায়, সেই স্থানটীকে আলোকিত করিয়া বসিয়া আছেন, যেন কোন চিন্তা নাই, স্থির গম্ভীর প্রসন্নভাব। দেখিবামাত্র চিত্ত স্বতই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া যায়। তেমন বিশেষ কিছু বাহ্যাড়ম্বর দেখিতে পাইলাম না। মস্তক মুণ্ডিত পরিধান গৈরিক বসন; সম্মুখে একটি ধুনী জ্বলিতেছে, বোধ করি ইহারই ধূম দূর হইতে দেখিতে পাইয়াছিলাম। আমার সঙ্গের সাধুটী হস্তস্থিত দ্রব্যাদি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন; আমিও তদ্রূপ করিলাম। তিনি উভয়কে আশিষ বাক্যে আশ্বাসিত করিলেন। বুঝিতে পারিলাম যুবকটী শিষ্য ও আশ্রমস্বামী তাঁহার গুরু। তিনিও এই মাত্র প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক আসিয়াছেন।

তৎপরে কিঞ্চিদধিক দুই ঘণ্টাকাল গুরু ও শিষ্য উভয়ে নিজ নিজ গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সাধনে অতিবাহিত করিলেন। আমাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া গেলেন। আমিও ইত্যবসরে আশ্রমের নিকটবর্ত্তী স্থান ও পাহাড়ের কিয়দংশ পরিদর্শন করিয়া লইলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আশ্রমে বাহ্যাড়ম্বর বিশিষ্ট তেমন কিছুই নাই। কতকগুলি শাস্ত্রগ্রন্থ, উভয়ের পরিধেয় গৈরিক বসন ও কৌপীন, দুইটি কমণ্ডলু, দুই চারি খানি কম্বল, ব্যাঘ্রচর্ম্ম একখানি ও আবশ্যকীয় অন্যান্য দুই চারিটি দ্রব্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পাহাড়টি অত্যন্ত উচ্চ নহে কিন্তু রমণীয়; নিম্নে একটী কূপ আছে তাহার জলই ব্যবহৃত হয়। ঝরণা নাই, স্নানের জন্য অদূরে একটি বাঁধ রহিয়াছে দেখিলাম। বাঁধ পুষ্করিণী বিশেষ। সেই বাঁধটীই অনাবৃষ্টি হইলে, তথাকার কৃষকবৃন্দের একমাত্র অবলম্বন। বাঁধের জল এক দিক দিয়া নর্দ্দমা বহিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। কৃষকেরা ছোট ছোট

মালি কাটিয়া সেই জল নিজ নিজ ক্ষেত্রে লইয়া যাইতেছে। বাঁধের জল নিঃশেষিত হয় না; উহার জল ঝরণার জলের ন্যায় অনবরত নিম্নদেশ হইতে উঠিতেছে। আশ্রমে প্রত্যাবৃত হইয়া পাহাড়ের অন্য এক স্থানে যাইয়া দেখিলাম, পাহাড়ের উপর একটী ইঁদারা কাটিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু বোধ হইল, বিফলমনোরথ হইতে হইয়াছে। আমি অধিক বিলম্ব না করিয়া আশ্রমে আসিয়া তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে প্রথমে শিষ্য, পরে গুরুদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

অনন্তর অনুমান দুই ঘণ্টাকাল শাস্ত্র পাঠ ও আলোচনায় অতিবাহিত হইল বুঝিলাম প্রত্যহ প্রাতে এইরূপই হইয়া থাকে। কঠ উপনিষদের একস্থান হইতে পাঠ আরম্ভ হইল। গুরুদেব নানাযুক্তি সহকারে ও শাস্ত্রান্তর হইতে নানাশ্লোক ও সূত্রাদি উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিলেন এবং এত সরল ভাষায় বুঝাইয়া দিলেন যে, সহজেই হৃদয়ে প্রবেশ লাভ করিল। পরে গুরু শিষ্য উভয়েই আশ্রমের অন্যান্য কার্য্যে নিবিষ্ট হইলেন। আশ্রমে দুইটী গাভী আছে শিষ্য গোদোহন কার্য্য সমাপন করিলেন। উভয়েই আহারের আয়োজন করিতে লাগিলেন। উভয়ে এ প্রকার ভাবে অবস্থান করিতেছেন, যেন উভয়ে পরস্পর বন্ধু; গুরু জানিতে দেন না যে উভয়ের মধ্যে গুরুশিষ্য জনিত কোন পার্থক্য আছে। এক ঘণ্টার মধ্যে আহারাদি প্রস্তুত হইল; তখন তিনটী পাত হইল; উহারা স্ব স্ব ইষ্টদেবতাকে নিবেদন করিয়া ভোজনে বসিলেন, আমিও তাঁহাদের অনুসরণ করিলাম। আহার্য্যদ্রব্যের আয়োজনও তেমন কিছু গুরুতর নহে—আতপান্ন অপক্ক কদলীসিদ্ধ, গব্যঘৃত, দুগ্ধ ও পক্ক রম্ভা। উদরতৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করিলাম, কারণ, কল্য রাত্রি অনশনে গিয়াছে, ভোজনান্তে ইঁদারার জল পান করিলাম। জল অতি সুমিষ্ট ও সুস্বাদ। পরে সকলেই কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। আমার একটু নিদ্রার আবেশও হইয়াছিল; গত রাত্রির পরিশ্রম ত মন্দ হয় নাই।

অপরাহ্ন সময়ে দেখি, গুরুও শিষ্য উভয়ে শাস্ত্র পাঠ ও আলোচনা করিতেছেন। আমি মুখ প্রক্ষালণাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তাঁহাদের নিকট যাইয়া বসিলাম। পঞ্চদশী পাঠ হইতেছিল; তৎসঙ্গে নানাশাস্ত্র হইতে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়া আলোচনাও হইতে লাগিল। সন্ধ্যার প্রাক্কাল পর্য্যন্ত এই প্রকার হইল; আমিও অভিনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ করিলাম। পাঠ সমাপন

হইলে উভয়ে আমাকে দুই ঘণ্টা কাল অপেক্ষা করিতে বলিয়া চলিয়া গেলেন; আমি বুঝিতে পারিলাম—সাধন উদ্দেশ্য।

শৌচ-ক্রিয়াদি সমাপন হইলে পাহাড়ের উপরিভাগ দেখিবার জন্য একটি সংকীর্ণ পথ অবলম্বন করিয়া উঠিতে লাগিলাম। পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ শিখরে একটী ক্ষুদ্র গৃহ নয়ন পথে পতিত হইল; দেখিবার জন্য একটু ঔৎসুক্য জন্মিল। রাত্রিকালে একাকী অপরিচিত স্থানে বিশেষ পাহাড়ের উপর যাওয়া যুক্তি-সঙ্গত নহে বিবেচনা করিয়া, কল্য দেখা যাইবে এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিয়া নিরস্ত হইলাম। নিকটবর্ত্তী একটী শিলাখণ্ডে উপবেশন করিলাম। সম্মুখে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র; মনুষ্যের কোলাহল কিছুমাত্র নাই। স্থানটী যেন স্বভাবতঃই শান্তি নিকেতন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। মনে নানাপ্রকার ভাবের উদয় হইতে লাগিল। কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া কি তৃতীয়া তিথি হইবে, কেননা দুই ঘণ্টা আন্দাজ অতীত হইতে না হইতে চন্দ্রমা দেব উদিত হইলেন। স্থানটী যে তখন কেমন রমণীয় হইয়া উঠিল তাহা কেবল অনুমানগম্য, লেখনী দ্বারা বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিলে সে মাধুরীর অনেকাংশে হ্রাস হইবে বলিয়া ক্ষান্ত রহিলাম। সেই মধুরিমা চুম্বুকে চুম্বুকে পান করিতেছি,—আর ভক্তিভরে সেই অনাথনাথ অগতির গতিকে স্মরণ করিয়া প্রেমে উৎফুল্ল হইতেছি এমন সময়ে শিষ্য আসিয়া আমাকে আহ্বান করিলেন এবং বলিলেন, এ সময়ে উপরে যাইতে হইবে। আমিও তাঁহার সঙ্গে চলিলাম। উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে পার্ব্বতীয় সঙ্কীর্ণ পথ অতিক্রম করিতে কিছুমাত্র কষ্টবোধ হইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই গৃহটীর সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। গৃহ হইতে পাঁচ ছয় হাত ব্যবধানে একটী বিস্তীর্ণ প্রস্তর খণ্ড রহিয়াছে, এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যেন উহার জন্য লোক নিযুক্ত আছে বলিয়া ভ্রম হয়। ঐস্থান হইতে প্রকৃতির দৃশ্য যতদূর দেখা যায় দেখিতেছি এমন সময়ে গুরুদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি এক স্থানে উপবেশন করিলেন আমরাও উভয়ে সসম্ভ্রমে প্রণাম করিয়া তাহার নিকট উপবেশন করিলাম।

এ পর্য্যন্ত তিনি কিম্বা তাঁহার শিষ্য আমার সহিত কোনও বিশেষ কথাবার্ত্তা কহেন নাই। এক্ষণে আমার বাটী কোথায়, কি উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছি, কোথায় বা যাইব ইত্যাদি নানা প্রশ্ন করিলেন। আমিও যথাযথ উত্তর প্রদান করিলাম। তিনি আমাকে তাঁহাদের আশ্রমে কিছুদিন

অবস্থান করিতে বলিলেন। আমিও সানন্দ হৃদয়ে সম্মত হইলাম। হইব নাই বা কেন? আমি প্রথম হইতেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম; তাঁহার ব্যবহারে এত প্রীত হইয়াছিলাম যে, তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। যখন তিনি স্বয়ং আমাকে কিছু দিন অবস্থান করিতে বলিলেন আমি যে কতদূর আনন্দিত হইলাম তাহা সংজ্ঞেই অনুমেয়।

নানা কথাবার্ত্তা, তাঁহার নানাস্থানে ভ্রমণ বৃত্তান্ত ও সাধুসন্ন্যাসীর সহিত সমাগম এবং শাস্ত্রালোচনা এরূপ ভাবে হইতে লাগিল যে আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া শ্রবণ করিতে লাগিলাম। তিনি বলিলেন, এক সময়ে নানা-তীর্থ পরিভ্রমণ করিতে করিতে হিমালয়ের মধ্যবর্ত্তী এক সাধুর আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিলাম। সাধুটীর পরিধান বৃক্ষের বল্কল, মস্তক জটাজুট পরিশোভিত; সামগ্রীর মধ্যে কেবল একটী কমণ্ডলু; পর্ব্বতজাত ফল-মূল দেহ ধারণের প্রধান অবলম্বন। ঈশ্বর আরাধনাই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। তিনি কতকগুলি ঘটনা আমাকে বলিয়াছেন,—সত্য কি মিথ্যা সে বিষয়ে জিজ্ঞাসাও করি নাই, তিনিও বলেন নাই। আমি এতাবৎকাল কাহাকেও বলি নাই,—এক প্রকার বিস্মৃত হইয়াছিলাম। তোমাকে দেখিয়া স্মরণ হইল, যতদূর পারি বলিব। অদ্য রাত্রি অধিক হইয়াছে কল্য আরম্ভ করা হইবে।

শিষ্য গুরুদেবের অনুমতি লইয়া নিম্নে চলিয়া গেলেন, আমরা উভয়ে সেই স্থানে রহিলাম। তখন তিনি ভগবদ্গীতা হইতে একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিলেন;—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥

প্রথমতঃ তিনি ভাষ্যকার ও টীকাকার সম্মত ব্যাখ্যা করিয়া পরে নিজ অভিমত প্রকাশ করিলেন;—

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিলেন, তোমার বুদ্ধি এক্ষণে অনুরাগ ও বিদ্বেষ বশতঃ বিচলিত হইয়াছে; কোন্ গুলি ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম, কোন্ গুলি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম তাহা পরিষ্কার বুঝিতে পারিতেছ না, তজ্জন্য ক্ষাত্রধর্ম্ম যুদ্ধাদিকে দুঃখদায়ক মনে করিতেছ এবং ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম অহিংসা, ভিক্ষাসন প্রভৃতিকে সহজসাধ্য মনে করিয়া সুখজনক ভাবিতেছ। কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানিবে, স্বধর্ম্ম

সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত না হইলেও তত দোষাবহ, তত ক্ষতিজনক হয় না, পক্ষান্তরে পরধর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গ সম্পূরিত হইলেও তাহা হইতে ভয়ের কারণ বিগত হয় না। এমন কি ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম যুদ্ধাদিতে প্রবৃত্ত হইয়া যদি মৃত্যু হয়, তাহাও মঙ্গলকর কিন্তু ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে গেলে নানাবিধ বিপদের সম্ভাবনা। মনে কর, কোন ধনী গৃহস্থ তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হইলেন; বাটীতে যে প্রকার নিয়মে সমস্ত কার্য্য সম্পাদিত হইতেছিল, বাহিরে সে প্রকার ভাবে ত হইবেই না অথচ বাহিরে এমন কতকগুলি অসুবিধা হইতে লাগিল যাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। বাটীতে দুই চারিটী নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে মনে মনে অসন্তুষ্ট হইতেন কিন্তু বাহিরে এত ব্যতিক্রম হইতে লাগিল যে কোনটীর সুব্যবস্থা করিতে বলিবেন স্থির করিতে পারিলেন না। অগত্যা সেই সমস্ত অসুবিধা নীরবে সহ্য করিতে লাগিলেন। প্রত্যহ যেরূপ দ্রব্য আহার করিয়া থাক, তাহার পরিবর্ত্তন করিয়া যদ্যপি ঘৃত মশলা প্রভৃতি সংযোগ ভক্ষ্যদ্রব্য গুরুপাক করিয়া কিছুদিন ভোজনে প্রবৃত্ত থাক, দেখিবে প্রথমতঃ মন্দ বলিয়া বোধ হইবে না বটে কিন্তু কয়েক দিবস পরে সেই সমস্ত দুষ্পাচ্য দ্রব্য ততটা ভালও লাগিবে না এবং তাহাতে স্বাস্থ্যেরও ব্যতিক্রম হইবে। তবে সেইরূপ আহারে অভ্যস্ত ব্যক্তিদিগের কথা স্বতন্ত্র, কারণ তাহাই তাহাদের স্বধর্ম্ম। সেইরূপ যাঁহাদিগের মনে উৎকৃষ্ট বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে, তাঁহাদিগের নিকট এ শ্লোক কোন কার্য্যকর হয় না এশ্লোকে কেন, কোন প্রকার বিধি নিষেধ তাঁহারা মানেন না; মানেন না বলি কেন, তাঁহারা কোনটী বিধেয়, কোনটী নিষিদ্ধ এ প্রভেদ করিতে পারেন না। তাঁহারা এক ভাবে বিভোর হইয়া থাকেন; তাঁহারা ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য সংসারের সমস্ত মায়া মমতা বিসর্জ্জন দিয়া, সেই এক মহান লক্ষ্যে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া উন্মত্তবৎ পৃথিবী মধ্যে বিচরণ করিতে থাকেন। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, তাঁহারা করিতে না পারেন এমন কার্য্যই নাই; আবশ্যক হইলে হিমাদ্রি উল্লঙ্ঘন ও করিতে পারেন, হিংসারূ মুখবিবরে হস্ত প্রবেশ করিয়া দিতেও পারেন। এরূপ উন্মনীভাব দেবতারাও বাঞ্ছা করিয়া থাকেন কিন্তু এপ্রকার ভাব কয়জনের ভাগ্যে ঘটে। শ্লোকটী ইহাঁদিগের জন্য নহে। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, লোকে সংসার মধ্যে বাস করিতে করিতে এরূপ বিরক্ত হইয়া উঠে। যে সংসার ত্যাগ করিবার

জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে; কিন্তু যদি কিছুদিন কোনস্থানে একাকী বাস করে, তাহা হইলে স্ত্রী পুত্র আত্মীয় স্বজন দর্শনাকাঙ্ক্ষায় তাহাদের হৃদয় উদ্বেগিত হইয়া উঠে। এই প্রকার লোকের জন্যই অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া ভগবান গীতাতে ঐ শ্লোকটী বলিয়াছেন। নতুবা উৎকৃষ্ট বৈরাগ্যোদয় হইলে গৃহস্থাশ্রম হইতেও সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারেন বাণপ্রস্থাশ্রম হইতেও সন্ন্যাস লইতে পারেন; এ বিষয়ে শাস্ত্র প্রমাণও আছে। এই বলিয়া উপনিষদ হইতে একস্থান উদ্ধৃত করিলেন:—

ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ, গৃহী ভূত্বা বনী
ভবেৎ, বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ, যদি বা ইতরথা
ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ গৃহাদ্বা বনাদ্বা

তাহা হইলে দেখ উৎকৃষ্ট বৈরাগ্যসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে নির্দ্দিশেষে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতে এবং বাণপ্রস্থাশ্রম হইতে সন্ন্যাস গ্রহণের বিধান আছে। আর এক স্থান আছে,—

অথ পুনরেব ব্রতী বাঽব্রতী বা স্নাতকো।
বাঽস্নাতকো বোৎসন্নাগিরসগ্নিকো বা॥

এই প্রকার উপদেশ দিতেছেন, এমন সময়ে শিষ্য একটি পাত্র হস্তে উপস্থিত হইলেন। নিকটবর্ত্তী গৃহাভ্যন্তর হইতে দুই খানি কদলীপত্র আনয়ন করিলেন। তখন আমরা তিনজনে আহার করিলাম। আহার্য্য দ্রব্য পায়সান্ন ব্যতীত আর কিছু নহে। কিয়ৎক্ষণ পরে গুরু ও শিষ্য স্ব স্ব নির্দ্ধারিত স্থানে শয়নের জন্য প্রস্থান করিলেন। আমার জন্যও একটী স্থান স্থির করিয়া দিলেন। বিছাইবার জন্য একখানি কম্বল দিলেন। এই রূপে প্রথম নিশা অতিবাহিত হইল।

ক্রমশঃ।

এই বড় ভালবাসি।

মহেশ মহিষী মাগো, জগত জননি !
করুণা কর মা তারা, কলুষ নাশিনী।
বিপদে অভয়া তুমি, বিপদ বারিণী,
সন্তানে করিতে কোলে, শ্মশান বাসিনী।
তুমি সৃষ্টি তুমি স্থিতি, তুমিই প্রলয়,
তুমি আদি তুমি অন্ত, তুমি বিশ্বময়।
তুমি জল তুমি স্থল, তুমিই অনল,
অনিলাদি যাহা কিছু, তুমি সে সকল।
স্থাবর জঙ্গম তুমি, তুমি চরাচর,
চেতনাচেতন তুমি, তুমি পরাৎপর।
অপার মহিমা তব, কে বুঝিতে পারে,
তত্ত্ব না পাইয়ে শিব, শ্মশানেতে ফেরে।
তুমি পুরুষ তুমি স্ত্রী, তুমি একাকারা,
চৈতন্য রূপিনী মাগো, তুমি নিরাকারা।
ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া তুমি, তুমি ক্রিয়া হীন,
জীবের মানস তুমি, তুমি মনহীন।
চৈতন্য রূপেতে তুমি, সর্ব্বজীবে থাক,
চেতন অভাব হ'লে, কেহ ছোঁয় নাকো।
রূপ রস গন্ধ তুমি, তুমি শব্দ স্পর্শ,
নাসিকা জিহ্বা তুমি, তুমি বায়ুাকাশ।
তেজ আদি যত কিছু, সকলি সে তুমি,
তোমার অভাবে সব, শূন্য দেখি আমি।
চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বেতে, সমষ্টি তোমার,
ব্যষ্টিগত হ'য়ে আছ, বিশ্ব চরাচর।
অনন্ত মহিমা তব, বর্ণিতে না পারি,
সে শকতি তাই এবে, প্রার্থনা যে করি।
তুমি মাতা, তুমি পিতা, তুমি বন্ধুজন,
ধাতা পাতা হ'য়ে শেষে, কর মা হনন।

চরাচরে এই লীলা, চারি যুগে হয়,
জীব জন্তু বারে বারে, আসে আর যায়।
অনন্ত কর্ম্ম বন্ধনে, বদ্ধ হয় জীব,
বন্ধন হইলে মুক্ত, হ'তে পারে শিব।
কিন্তু তব দৈবীমায়া, বুঝে সাধ্য কার,
কাটিতে পারে না বেড়ি. ঘুরে বার বার।
পাশবদ্ধ হ'য়ে জীব, জন্ম জন্ম ফিরে'
মোহে অন্ধ হ'য়ে তত্ত্ব, বুঝিতে না পারে।
অনিত্য বিষয়ে মত্ত, হয় অনুক্ষণ,
নিত্য তত্ত্ব ল'য়ে কভু করেনা চিন্তন।
"তুমি আমি" ভেদজ্ঞান, ঘোচেনা কখন,
নিয়তই আত্ম সুখের, করে অন্বেষণ।
দুঃস্থ দরিদ্র মানব, খায় কি না খায়,
বারেক সে তত্ত্ব কভু, কেহ নাহি লয়।
"আমার আমার" রবে, দিগন্ত কাঁপায়,
বজ্রাস্ফোটনে সদাই মেদিনী ফাটায়।
কেহ কার ভাল কভু, দেখিতে না পারে,
ঈর্ষা দোষে সর্ব্বক্ষণ, জ্ব'লে পুড়ে মরে।
জানে না কার এ দেহ, কি কি উপাদানে,
গঠিত হ'য়েছে, পুনঃ যাবে কোন খানে।
কোথা হ'তে আসিয়াছি, কোথা যেতে হবে,
কি কর্ম্ম করিতে এবে, আসিলাম ভবে।
আত্মীয় স্বজন কেবা, কেবা মোর পর,
এ সকল তত্ত্ব কভু, করি না বিচার।
সংসার নাট্যশালার নাটকাভিনয়,
নিয়মিত একদিন, কভু নাহি হয়।
আপন ইচ্ছার বশে, আপনই ফিরি,
তাই শাস্তি দেন শেষে, নাটকাধিকারী।
রঙ্গালয়ে মোর যবে, অবতীর্ণ হই,
কি করিব না করিব, ঠিক নাহি পাই।

যাহা ইচ্ছা অভিনয়, হয় সে সময়,
কেহ রুষ্ট কেহ তুষ্ট, সে কারণে হয়।
যেমন স্বভাব যার, সে তেমন বোঝে,
সেইমত অভিনয়, তাইত সে খোঁজে।
অভিনয় সেই ভাবে যে করিতে পারে,
সুখ্যাতির মালা সেই, গলদেশে পরে।
মহানুভবতা কিন্তু, স্বতন্ত্র প্রকার,
এরূপ মানব হৃদি, বিনয়-আধার।
সুখে দুঃখে সমজ্ঞান, তাঁহার অন্তর,
পরহিত তরে যিনি, রত নিরন্তর।
দুঃসহ দারিদ্র্য ক্লিষ্ট, নরনারী জনে,
অকাতরে রত যিনি, হন ধনদানে।
বিবিধ বিলাস দ্রব্য, রত্ন অলঙ্কার,
বসন ভূষণ আদি, মরকত হার,
এসকল সুখে যাঁর, স্পৃহা নাহি হয়,
ধরায় এমন জন, হন মহাশয়।
এইরূপ সদাশয়, কিন্তু কয় জন ?
বিষয় বৈভবে সবে, আছে নিগমন।
বুঝিতে তাঁহার তত্ত্ব, হয় যারি মন,
রিপু ছয় করে জয়, সেই মহাজন।
কিন্তু কালের গতি, তায় বিচিত্র অতি,
নিয়ত চঞ্চল রয়, মানবের মতি।
শুভ কর্ম্মে বাধা তাই, নিয়তই হয়,
অশুভ কর্ম্মেতে সদা, বাড়য়ে প্রশ্রয়।
বিবেক বন্ধু তখন, করে পলায়ন,
কুসঙ্গী সঙ্গে সদাই, করে আলাপন।
অবশেষে হ'তে হয়, অতি জ্বালাতন,
অনুভব হয় সব, বিষের মতন।
অন্তর্দ্দাহেতে সদাই, পোড়ে তার মন,
কিছুতেই সুখ নাহি, পায় সেই জন।

তাই বলি অকারণ ভেবে কিবা হবে,
নিয়ত নিরত থাক, তাঁহারই ভাবে।
পরিণামে এদেহের, গতি কিবা হবে,
পাঁচেতে পাঁচটী ভূত, যে দিন মিশাবে।
সকলি পশ্চাতে তব, পড়িয়া রহিবে,
তৃণ সম কিছু তব, সঙ্গে নাহি যাবে।
অবোধ মন! তোমায়, তাই এত বলি,
অকাতরে ডাক তাঁরে, সর্ব্ব কর্ম্ম ফেলি।
এবে তাই ওমা কালি! ডাকি সকাতরে,
তুমি বিনা কেবা আছে, দয়া করে মোরে!
বিষয় বিষেতে মজি, সদা দুঃখ পাই,
তোমারে চিনিতে মাগো! নাহি পারি তাই।
অনাদি অনন্ত শক্তি, তুমি গো ভবানি!
জীবের মঙ্গল সদা, কর মা কল্যাণী।
ব্রহ্মলোক বাসিনী মা, ব্রহ্ম সনাতনী,
বৈকুণ্ঠে বিহার কর, বিষ্ণু প্রণয়িনী।
সুরেন্দ্র মনোরমা, সুরলোক বাসিনী,
কৈলাস ঈশ্বরী শিবে! হরের গৃহিণী।
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু, তুমি মহেশ্বর,
তেত্রিশ কোটি দেবতা, রূপের আকর।
জ্যোতির্ম্ময় নিরাকারা, চৈতন্য রূপিণী,
ত্রিভুবন ব্যা'পে আছ, দিবস রজনী।
চেতনা শক্তিতে তব, বাঁচে জীব সব,
তোমার অভাব হ'লে, হ'তে হয় শব।
দয়া মায়া সৃষ্টি তুমি, না যদি করিতে,
নিষ্ঠুর সবাই তবে, হ'তো এ মহীতে।
অকারাদি বর্ণ তুমি, ব্যাকরণ সার,
ভাষা ভাব সুর লয়, ভবগ্রন্থকার।
অপূর্ব্ব এ গ্রন্থে তব, রাশি রাশি পাতা,
প্রতি পাত্রে রহিয়াছে, কত তত্ত্ব কথা।

গুরুরূপে তুমি শেষে, হও অধ্যাপক,
শিষ্যরূপে বুঝি তত্ত্ব, হও মা সেবক।
এবে এই নিবেদন, করি তব পদে,
রক্ষা ক'রো মা সর্ব্বাণি! বিপদে সম্পদে।
গর্ভে ধ'রে মাতা তুমি, করেছে গমন,
বিশ্বময় ব্যাপ্ত হ'য়ে আছ মা এখন।
তাই এবে যথা ইচ্ছা, ডাকি মা তোমারে,
জ্ঞানরূপে দাও দেখা, মানস মন্দিরে।
বিবেক বৈরাগ্য দিয়ে, হৃদয় মাজিয়ে,
প্রেম ভক্তি দুটী দীপ, দাও মা জ্বালিয়ে।
মানব জন্মের খেলা, শেষ হবে যবে,
কৃপা ক'রে সেই দিন, কোলে নিতে হবে।
ভক্তি হীন আমি মাগো! সাধন্ না জানি,
নিজ গুণে ক'রো কৃপা, তুমি মা আপনি।
কুকর্ম্মেতে কভু যেন, মতি নাহি হয়,
এই ভিক্ষা বার বার, মাগি তব পায়।
স্বধর্ম্মে সুমতি যেন, রহে অনুক্ষণ,
অন্তিমে অধম যেন, পায় ও চরণ।

অঙ্গনাভি গঙ্গাজলে, জীবনের অন্তকালে,
রসনা সরল যেন রয়;
বিষয় আশয় ভুলি, আত্মীয় কুটুম্বে ফেলি,
নাম জপে শক্তি তার হয়।
কিছুক্ষণ এই ভাবে, মত্ত হ'য়ে তব ভাবে,
এদেহ পতন যেন হয়।
আত্মীয় স্বজনে মিলি, এদেহ শ্মশানে ফেলি,
ভস্মসার ক'রে যেন যায়।
স্বর্গসুখ আদি যত, নহে কিছু মনোমত,
মুক্তির ও নাহি অভিলাষী,
মা ব'লে ডাকিব ভবে, অন্তে তব দেখা হবে,
এই বড় ভালবাসি।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ভক্তিবিনোদ।

তরণী।

জীবন তরণী সব কোন্ দিকে ধায় রে,
চলেছে সময় স্রোতে,
ঘটনা তরঙ্গে মেতে ;
পরমায়ু পালভরে ভেসে কোথা যায় রে,
তুচ্ছ করি উর্ম্মিমালা চলিয়া যে যায় রে,
জীবন তরণী সব কোন দিকে ধায় রে ॥
চড়িয়া বিবেক মন,
দাঁড়ি মাঝি দুই জন,
ঠেলিছে কর্ম্মের দাঁড়ে ইচ্ছা হাল ধরে রে,
উদ্দেশে ধাইছে কোথা বাহিয়া বাহিয়া রে।
জীবন তরণী সব কোন্ দিকে ধায় রে ॥
বিপদ তুফান আসি,
কঁপাইয়া দশ দিশি,
অকূলে ডুবায় তরি কুল নাহি পায় রে,
আবার ভাসাবে গিয়া "কোন দরিয়ায় রে।
জীবন তরণী সব কোন দিকে ধায় রে ॥
সময় ঝটিকা আসি,
কাটিয়া পালের রসি,
ডুবায় অতল জলে রক্ষণ না পায় রে,
অগাধ সলিলে পুন দেখা নাহি যায় রে।
জীবন তরণী সব কোন দিকে ধায় রে ॥
ব্যধি জপ মহা অরি
জীর্ণ শীর্ণ করি তরী
নিরাসা পবনে হেলে ধিকি ধিকি যায় রে
(কেহ বা বাহিয়া পুন ফিরায় যতনে রে)।
জীবন তরণী সব কোন দিকে ধায় রে ॥
যৌবন প্রাবিট কালে,
পশি কত কুতুহলে,

ঝপু-মীন লক্ষ করি, ধরিবারে ধায় রে,
ডুবে গো অতল নীরে শেষে গিয়া হায় রে।
জীবন তরণী সব কোন দিকে ধায় রে॥

আসিয়া "সন্ধার কোলে,"
ক্লান্ত হোয়ে অবহেলে,
কালের কোলেতে গিয়া মিলাইয়া যায় রে,
শেষ ফল কিম্বা তার হায় হায় হায় রে।
জীবন তরণী সব কোন্ দিকে ধায় রে॥

কেহ বা দেখিয়া দেখি,
"বদোর বদোর ডাকি;
কাঁদিছে ঝড়িছে তার নয়নেতে বারি রে,
কি হবে ভাবিয়া আর কূল নাহি পায় রে।
জীবন তরণী সব কোন্ দিকে ধায় রে॥

স্নেহ মায়া ধন্ন ধরে,
হাল দেয় জীর্ণ করে,
অগাধ সলিল মাঝে ভাঙ্গিয়া যে যায় রে,
ঘোর স্রোতে পড়ে কত হাবু ডুবু খায় রে।
জীবন তরণী সব কোন্ দিকে ধায় রে॥

মোহের বাণেতে ভাসি,
লয়ে যায় যত্নে আসি,
শেষেতে ডুবায় গিয়া মাঝ দরিয়ায় রে,
চিহ্ন মাত্র কিছু তার দেখা নাহি যায় রে।
জীবন তরণী সব কোন্ দিকে ধায় রে॥

এ সংসার পারাবারে,
ভবার্ণবে কর্ণধারে,
জ্ঞান তীর্থে গুণময়ে যোড় করে ডাকি রে,
অভাগার ক্ষুদ্র তরি কি হবে উপায় রে।
জীবন তরণী সব কোন্ দিকে ধায় রে॥

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ঘোসাল।

যুগল উপাসনা তত্ত্ব অতি নিগূঢ় ইহার তত্ত্ব সাধুসঙ্গে সংগুরু মুখেই বিশেষ জ্ঞাতব্য, আমরা এই পর্য্যন্ত বলিয়াই ক্ষান্ত রহিলাম।

তৃতীয় উল্লাস।

বিধি লঙ্ঘন।

মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব জাতিতে ব্রাহ্মণ, তাহাতে তিনি সন্ন্যাসী, তাহাতে আবার তিনি পূর্ণ ব্রহ্ম ভগবান। তাঁহাকে ভক্তির সহিত প্রণাম করা সকলেরই কর্ত্তব্য। ইহাই বিধি। কিন্তু লীলাচলে ইহার অন্যথা হইয়াছিল। মহাপ্রভুকে প্রণাম করা দূরে যাউক, একটী উড়িয়া স্ত্রী তাঁহার স্কন্ধে পা দিয়া জগন্নাথ দেব দর্শন করিয়াছেন। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

উড়িয়া একস্ত্রী ভিড়ে দর্শন না পাঞা।
গরুড়ে চড়ি দেখে প্রভুর স্কন্ধে পদ দিয়া॥

এইনারী যে বিধিলঙ্ঘন করিলেন, তাহার ফল কি হইল? উত্তর, বিধি লঙ্ঘনের ফল বিধিলঙ্ঘন। মহাপ্রভু কখন স্ত্রী জাতির মুখ সন্দর্শন বা ছায়া স্পর্শ করেন না। তিনি কিনা এই স্ত্রীকে স্কন্ধ হইতে নামাইয়াদিতে নিষেধ করিয়া গোবিন্দকে বলিলেন,—

আদিবস্যা এই স্ত্রীকে না কর বর্জ্জন।
করুক যথেষ্ট জগন্নাথ দরশন॥

এই ব্যাপার সহজ নহে। ইহার ভিতরে অবশ্যই রহস্য আছে। এই স্ত্রী জগন্নাথে সমস্ত অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার নিজের বলিতে কিছুই নাই। তাঁহার ভক্তিতে জগন্নাথদেব ঋণী হইয়াছেন। কাজেই ঋণ পরিশোধের জন্য জগন্নাথের অভিন্ন দেহ মহাপ্রভু তাঁহাকে স্কন্ধে ধারণ করিয়াছেন।

যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে তৈছে ভজে।

যাবদহঙ্কার তাবদ্বিধি। বিধির সীমা অহঙ্কার পর্য্যন্ত। নিরহঙ্কারীর পক্ষে বিধিলঙ্ঘন দোষের হয় না। এই নারীরও বিধিলঙ্ঘন দোষের নহে।

"যস্যনাহং কৃতোভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ হন্তি ন নিবধ্যতে॥" শ্রীগীতা।

এই নারীর "আমি কর্ত্তা" এরূপ অভিমান নাই, বুদ্ধিরও কার্য্যের সহিত যোগ নাই, সুতরাং পাপও নাই। যিনি জগন্নাথের মাধুর্য্য ঢোকে ঢোকে পান করিতেছেন, যাঁহার বিশুদ্ধ ভক্তি, গাঢ় অনুরাগ ও প্রবল উৎকণ্ঠায় সমস্ত গ্রাস করিয়াছে, পাপ কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহার দেহে প্রবেশ করিবে? তাঁহার পাপও নাই, বিশেষতঃ তাঁহার পুণ্যেরও সীমা নাই। তাঁহার পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্য ছিল বলিয়া তিনি মহাপ্রভুর স্কন্ধে চড়িতে পাইয়াছেন। মহাপ্রভু নিজ মুখে প্রকাশ করিয়াছেন—

অহো ভাগ্যবতী এই বন্দি ইহার পায়।
ইহার প্রসাদে ঐছে আমার বা হয়॥

গোবিন্দের উত্তেজনায় যখন সেই রমণীর সহজ জ্ঞান আসিল, যখন মহাপ্রভুর স্কন্ধে পা দেওয়া জানিতে পারিলেন, তখন

আস্তে ব্যস্তে সেই নারী ভূমিতে নামিল।
মহাপ্রভু দেখি তাঁর চরণ বন্দিল॥

'ভাব গ্রাহী জনার্দ্দনঃ।" ভগবান ভক্তের ভাবই গ্রহণ করেন। অকৈতব প্রেম ও ভক্তি পাইলেই তিনি বাধ্য হন। তুমি দিবা রাত্র ভজন কর, যদি তোমার কিছু মাত্র কপটতা থাকে, তাহা হইলে ভগবান তোমার সে ভজনে বাধ্য হইবেন না। তুমি অশ্রু বিসর্জ্জনই কর আর নানাবিধ ভাবই প্রদর্শন কর, তুমি মালা তিলকই কর আর সর্ব্বদা হরিনামই কর, নিষ্কপটে ভজিতে না পারিলে ভগবান তোমার বাধ্য হইবেন না। ভগবান গৌরহরি এই নারীর বাহ্য সাধনের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া নিষ্কপট ভক্তিতে বাধ্য হইয়া বিধিভ্রষ্ট হইয়াছেন। এবিধি লঙ্ঘন তাঁহার কাছে দোষের নাই। মহাপ্রভু এই নারীর অবস্থা দেখিয়া বলিয়াছেন—

এত আর্ত্তি জগন্নাথ মোরে নাহি দিল॥
জগন্নাথে আবিষ্ট ইহার তনু মন প্রাণে।
মোর স্কন্ধে পদ দিয়াছে তাহা নাহি জানে॥

তুমি আমি হয়ত ভক্তের মর্য্যাদা সকল সময়ে রক্ষা করিতে পারি না। তোমার আমার চক্ষে ভক্তের ঠিক প্রতিবিম্ব হয়ত সকল সময়ে পতিত হয় না। কিন্তু ভগবানের কাছে ভক্ত সকল সময়েই উপযুক্ত আসন প্রাপ্ত হন। ভগবান চিনিয়াছেন, এই উড়িয়া রমণী সামান্য নহেন। কাজেই তিনি

তাঁহাকে স্কন্ধে লইয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া ঋণ শোধ করিয়াছেন। তিনি সকল ভক্তকে শুনাইয়া বলিয়াছেন—

অহো ভাগ্যবতী এই বন্দি ইহার পায়।

অন্য কোন বিষয়ে আবিষ্ট হইয়া যদি এই উড়িয়া স্ত্রী অজ্ঞান বশতঃ মহাপ্রভুর স্কন্ধে পাদিতেন, তাহা হইলে পাপের সীমা থাকিত না। মোহাচ্ছন্নই পাপাচ্ছন্ন বা অন্ধকারাচ্ছন্ন। কৃষ্ণ বিষয়ক মোহ প্রকৃত মোহনহে! তাহা উজ্জ্বল আলোক, প্রকৃত আনন্দ, এই উড়িয়া স্ত্রী পরম ভাগ্যবতী বলিয়া কৃষ্ণ বিষয়ক প্রেমের মোহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে আমরাও বলিতেছি

অহো ভাগ্যবতী এই বন্দি ইহার পায়।

প্রভু নিত্যানন্দ প্রায় সর্ব্বদাই প্রেমোন্মত্ত। তাঁহার কার্য্যা-কার্য্যের প্রায়ই ঠিক নাই। তাঁহার বিধি লঙ্ঘন পদে পদে। তাঁহার বিধি লঙ্ঘনের জন্য একটী স্বতন্ত্র বিধিরই সৃষ্টি হইয়াছে। যথা—

গৃহ্নীয়াদ্ যবানীপানীং প্রিশেদ্বা শৌণ্ডিকালয়ং।
তথাপি ব্রহ্মণো বন্দ্যং নিত্যানন্দ পদাম্বুজং॥

প্রভু নিত্যানন্দকে ঈশ্বর বলিয়া ছাড়িয়া দিলে, তাঁহার বিধি লঙ্ঘন সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার থাকে না। কেন না,

"ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ।"

কিন্তু এস্থলে তাহা হইতেছে না। নিত্যানন্দ ঈশ্বর হইলেও একজন ধর্ম্ম প্রচারক। তাঁহার মন্ত্র শিষ্য অনেক আছে। তাঁহার অনেক শিষ্য প্রায় তাঁহার ন্যায় শক্তিশালী। সুতরাং তাঁহার বিধি লঙ্ঘন দেখিবার বিষয়।

প্রেমিকের প্রেমই শক্তি প্রেমই ঐশ্বর্য্য। প্রেমের প্রভাবে তিনি পঙ্কগর্ত্তে পড়িয়াও সুধাপান করেন। প্রেমে তাঁহার শরীর যখন জর্জ্জরিত ও অবশ হয়, যখন তাঁহাকে এদিক ওদিক চলিয়া পড়িতে হয়, তখন কাঁটাবন কি পঙ্ক গর্ত্ত তাহার সন্ধান লইবার শক্তি তাঁহার থাকে না। তখন স্ত্রী কি পুরুষ, দিবা কি রাত্রি, সমুদ্র কি অগ্নিকুণ্ড কিছুই তাঁহার বোধ থাকে না। প্রেমিককে এক হিসাবে সমাজ ভ্রষ্ট বা পাগল বলা যায়; কেন না তিনি অধিকাংশ সময় সমাজের সহিত মিশিয়া থাকিতে পারেন না, অন্য পথে চলেন। এক হিসাবে তাঁহাকে গুণাতীত ও জীবন্মুক্ত বলাযায়। নিত্যানন্দ মহাপ্রেমিক কাজেই তিনি বিধি অতীত পুরুষ। কত বিধি তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে; তিনি বিধির আশ্রিত নহেন। সুতরাং তাঁহার বিধি

লঙ্ঘন দোষের নহে। তাঁহার বিধি লঙ্ঘন দেখিবার বিষয়, শুনিবার বিষয় ও বুঝিবার বিষয়।

প্রেমিক বিধি-লঙ্ঘন করিলেও তাঁহার কার্য্য জীবের উপকারের জন্যই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। জীব জানিতে পারে, একদিন অবশ্যই প্রকৃত সুখের মুখ দেখিতে পাইব, সাধন করিলে অবশ্যই একদিন প্রেমানন্দ ভোগ করিতে পাইব। প্রেমিকের কার্য্যের সহিত বাহ্য সম্বন্ধ কম থাকিলেও ভিতরে ভিতরে খুব সম্বন্ধ আছে। প্রভুনিত্যানন্দের বিধি-লঙ্ঘন জীবের উপকারার্থ।

সুবর্ণ বণিক উদ্ধারণ দত্ত নিত্যানন্দের শিষ্য ছিলেন। তিনি পাক করিয়া দিলে অনেক সময় নিত্যানন্দ আহার করিতেন।

প্রভু কহে কখন বা আমি পাক করি।
না পারিলে উদ্ধারণ রাখয়ে উতারি॥
এই মত পরিবর্ত্ত রূপে পাক হয়।
শুনিয়া সবার মনে হইল বিস্ময়॥ নিত্যানন্দ বংশ বিস্তার।

প্রশ্ন। প্রেমিকের সহজ, মধ্যম ও চূড়ান্ত এই তিনটী অবস্থা থাকে। নিত্যানন্দেরও তাহাই ছিল। আহারাদি প্রায়ই সহজাবস্থায় ঘটিয়া থাকে। এ অবস্থায় বিধি লঙ্ঘন দোষের হইবে না কেন?

১ম উঃ। নিত্যানন্দ গুণাতীত পুরুষ, কোন গুণেই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। তাঁহার নিকট সুখ ও বিষ সমান। তিনি সকলের অন্ন গ্রহণ করিতে পারেন; তাহাতে তাঁহার কোন দোষ নাই। গুণাতীত ও প্রেমিক নিত্যানন্দের অবস্থাত্রয়, একই অবস্থায় তিনটী বিভাগ মাত্র। বস্তুতঃ পৃথক নহে।

২য় উঃ। যাঁহারা ত্রিকালদর্শী পুরুষ; তাঁহারা ত্রিবিধ অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করেন। উদ্ধারণ দত্তের ইহজন্ম পূর্ব্বজন্ম ও পরজন্মের সংবাদ নিত্যানন্দ জানিয়া তাঁহার অন্নগ্রহণ করিতে পারেন।

৩য় উঃ। নদী গিয়া যখন সমুদ্রে মিসাইয়া যায়, তখন নদী ও সমুদ্রে যেমন ভেদ থাকে না; এইরূপ সময়ে শিষ্যের শক্তি গুরুর শক্তিতে মিশাইয়া অভিন্ন ভাব ধারণ করে। উভয়ের গতি ও উভয়ের স্রোত এক হয়। উদ্ধারণ দত্ত নিত্যানন্দের প্রভাবে শক্তিশালী হইয়াছেন। তাঁহার শক্তি নিত্যানন্দের শক্তিতে মিশিয়াছে। তিনি নিত্যানন্দের সেবায় সম্পূর্ণ অধিকার পাইয়াছেন

উপযুক্ত ভক্তের অন্ন যেমন ভগবান গ্রহণ করেন, তেমনি উপযুক্ত শিষ্য উদ্ধারণের অন্ন প্রভু নিত্যানন্দ গ্রহণ করিয়াছেন।

৪র্থ উঃ। যাঁহার মন্ত্র গ্রহণ করিয়া শিষ্য হইবার প্রয়োজন হয়, তিনি উপযুক্ত গুরু দেখিয়া তাঁহার নিকটে একবৎসর হউক বা কিছুদিন হউক বাস করেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে তিনি গুরুদেবের নিকট মন্ত্র প্রাপ্ত হন। গুরুদেব যখন দেখেন, তাঁহার মন্ত্র গ্রহণ করিবার শক্তি জন্মিয়াছে, তখন তাঁহাকে মন্ত্র প্রদান করেন। এইরূপে গুরুর নিকট থাকিয়া উপযুক্ত হইয়া মন্ত্র গ্রহণ করিলে তাঁহার পুনর্জ্জন্ম লাভ হয়, দ্বিজত্ব ঘটে।

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাশ্যং রস বিধানতঃ।
তথা দীক্ষা প্রভাবেণ দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং॥

উদ্ধারণ দত্ত কিরূপ প্রণালীতে দীক্ষিত হইয়াছেন, তাহা ঠিক বলিতে পারিনা। তবে নিত্যানন্দের প্রভাবে তাঁহার পুনর্জ্জন্ম লাভ হইয়াছিল, একথা ঠিক। তিনি সুবর্ণবণিক হইয়াও সত্ত্বগুনময় হইয়া দ্বিজত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এবং তিনি বৈষ্ণব স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া, বৈষ্ণব হইয়া ক্রমে ক্রমে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন।

চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো বিষ্ণু ভক্তি পরায়ণঃ।

নারদীয় বচন।

উদ্ধারণ দত্তের অন্ন দেবতাগণও প্রার্থনা করেন। এ হিসাবে তাঁহার অন্ন গ্রহণ করা প্রভু নিত্যানন্দের পক্ষে দোষের হয় নাই।

এখন অধিকাংশ স্থলেই মন্ত্র, মন্ত্রদাতা গুরুগণের অর্থোপার্জ্জনের এক মাত্র হেতু হইয়াছে। অধিকাংশ গুরুই শিষ্য পরীক্ষা করা ও শিষ্যকে উপদেশ দেওয়া এখন ভুলিয়া গিয়াছেন। এখন গুরু শিষ্য সম্বন্ধ নাই বলিলেও হয়। হরিনাম মহামন্ত্র সাধারণের সম্পত্তি। গুরুগণে ইচ্ছা করিলে মহাপ্রভুর ব্যবস্থানুবর্ত্তী হইয়া তাহা যাহাকে তাহাকে দিলেও দিতে পারেন। কিন্তু সেদিক দিয়া না গিয়া অনেকেই এখন মূল মন্ত্রের অপব্যবহার করিতেছেন। ইহাতে কি বিধিলঙ্ঘন দোষ ঘটিতেছে না?

অনেক স্থলে শিষ্যগণও নিজ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে চ্যুত হইয়া পড়িতেছে, মন্ত্র গ্রহণ তাহাদের নিকট আয়াসসাধ্য বা কঠিন ব্যাপার নাই। গুরুর নিকট একবৎসর বাস করিতে হউক বা না হউক, তাহাদিগকে যে, সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইতে হয়, একথা তাহারা একরূপ ভুলিয়া গিয়াছে, মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া

প্রায় অনেকেই এখন দ্বিজশ্রেষ্ঠ হইতে ইচ্ছা করে। ইহাতেও বিধি লঙ্ঘন দোষ হইতেছে।

বিধি একরূপ নহে, অবস্থা বিশেষে ব্যবস্থার তারতম্য আছে। বাল্যাবস্থা সকল অবস্থার মূল হইলেও, অর্থাৎ বাল্য হইতে যৌবনের উৎপত্তি এবং যৌবন হইতে বার্দ্ধক্যের উৎপত্তি হইলেও, যেমন বাল্যাবস্থা, যৌবনাবস্থা ও বার্দ্ধক্যাবস্থার জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যবস্থা রহিয়াছে; সেইরূপ "স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়" এই বিধি সকল বিধির মূল হইলেও ভক্তি ও প্রেমের রাজ্যে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে। স্বধর্ম্মাচরণে ভগবান গৌন ও ভক্ত মুখ্য। অর্থাৎ সেখানে ভক্ত বিবেচনার অধীন থাকিয়া কার্য্য করেন। আর প্রেম ভক্তির রাজ্যে ভগবান মুখ্য ও ভক্ত গৌণ। ভক্তের স্বাতন্ত্র্য সেখানে কিছুই নাই। সেখানে ভগবান ভক্তের সর্ব্বস্ব। সেখানে ভক্ত ভগবন্ময় হন। এই হরিদাস যখন পিতা মাতার অধীনে ছিলেন, যখন তাঁহাকে যবনের আচার রক্ষা করিতে হইয়াছিল, তখন তিনি যবন ছিলেন। তাহার পরে সাধনের বলে যখন তিনি প্রেম ভক্তির রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, যখন তিনি দেবদুর্লভস্থায়ী ভাব লাভ করিয়াছেন; তখন তাঁহার যবনত্ব ঘুচিয়া গিয়া স্বধর্ম্ম; ত্যাগ হইয়াছে তখন তিনি ঠাকুর হইয়াছেন। তাই হরিদাস আমাদের ঠাকুর। হরিদাস সিদ্ধ। জাগতিক কোন বিষয়ে তাঁহার ক্ষোভ ছিল না। তিনি গুণাতীত ও পরম প্রেমিক। ভগবান, শ্রীকৃষ্ণের গুণ তাহাতে সঞ্চারিত হইয়াছিল। যদি তাঁহাকে কোন জাতির মধ্যে আনিতে হয় তাহা হইলে বলিতে পারি, তিনি শ্রীকৃষ্ণের জাতি। জগৎ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। বেশ্যা কি ব্রাহ্মণ তিনি অনায়াসে শিষ্য করিতে পারেন, আমরা উচ্চ জাতি হইলেও আমরা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকুল শিরোভূষণ হইলেও তাঁহাকে যবন বলিয়া ঘৃণা করিতে পারি না। একটি সামান্য মাত্র বিধিকে প্রবল করিয়া হরিদাসের কার্য্যে দোষারোপ করিতে পারি না।

হরিদাসের শক্তি বাহিরে এতদূর প্রস্ফুটিত হইয়াছিল যে, তিনি তিন দিনে বেশ্যার পরিবর্ত্তন করিয়া বেশ্যাকে শিষ্যা করিবার উপযুক্ত করিয়া শিষ্যা করিয়াছেন। বেশ্যা হরিদাসের প্রভাবে বৈষ্ণবী হইয়া পাপের সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। পর পুরুষের মনোরঞ্জনের জন্য তাহাকে যে কেশে সুগন্ধী তৈলাদি ব্যবহার করিতে হইত, নানাবিধ মনোহর

পুষ্প ও ভূষণ দ্বারা তাহাকে যাহার শোভা বর্দ্ধন করিতে হইত; এবং যাহা তাহার পৃষ্ঠোপরি দোলায়মান হইয়া দর্শকবৃন্দের চিত্তাকর্ষণ করিত; সেই কেশ মুণ্ডন করিয়া সে তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। যে সকল অলঙ্কার দ্বারা তাহাকে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কান্তি বর্দ্ধন করিয়া সাধুরও চিত্ত হরণ করিবার চেষ্টা করিতে হইত, সেই সকল অলঙ্কার, ও যে সকল অর্থ অসদুপায়ে অর্জ্জিত হইয়া তাহার অসৎ কার্য্যের সাহায্যার্থে সঞ্চিত হইয়াছিল সেই সকল অর্থ সে ব্রাহ্মণকে দান করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। সে গৃহ ও গৃহের যাবতীয় বস্তু ও তাহার নানাবিধ পরিচ্ছদ বিতরণ করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া হরিদাসের কুটীরে আশ্রয় লইয়াছে এবং বৈষ্ণবের বেশ ধারণ করিয়া ও বৈষ্ণবের আচার ব্যবহার অবলম্বন করিয়া, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। যে মস্তক পাপ রাশি কেশ রাশি বহন করিতেছিল, যাহা কখন নত হইতে জানিত না, সেই মস্তক তুলসী ক্ষেত্রে হরিদাসের চরণে লুণ্ঠিত হইয়াছে, যে ললাটে বহুমূল্য স্পষ্ট ভূষণ শোভা পাইতেছিল, সেই ললাটে ললাট ভূষণ ঊর্দ্ধ পুণ্ড্র শোভা পাইয়াছে, যে কণ্ঠে নানা মালিকা শোভা পাইয়াছে; যে দেহে সুগন্ধি তৈল অর্পিত হইত, তাহা তৈল শূন্য হইয়া একমাত্র তুলসীক্ষেত্রে আশ্রয় করিয়া হরিনামের চিত্র ধারণ করিয়াছে, যে নয়ন পরপুরুষের প্রতি পাপ দৃষ্টি বৈ জানিত না, সেই নয়নে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইয়াছে; যে মুখ হইতে পাপকথারূপ বিষ বৈ কিছুই উদ্গীর্ণ হইত না, সেই মুখ সংযত বাক হইয়া অনবরত কৃষ্ণনাম সুধাবর্ষণ করিয়াছে; যে হস্ত পাপ কর্ম্ম বৈ কিছুই জানিত না, সেই হস্তে তুলসীক্ষেত্র মার্জ্জিত ও তুলসী মালিকা রক্ষিত হইয়াছে, যে উদর মদ্য, মাংস ও নানাবিধ মিষ্ট দ্রব্যে তৃপ্তি লাভ করিত না, সেই উদর বৈষ্ণব চরণামৃত ও বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট পাইয়া তৃপ্তি লাভ করিয়াছে; যে চরণের ভূষণধ্বনিতে যোগীরও যোগ ভঙ্গ হইত, সেই চরণ তুলসী ক্ষেত্র আশ্রয় করিয়া জড়বৎ রহিয়াছে; যে মন পর পুরুষের প্রীতি ও নিজের আশক্তি কর আমোদ প্রমোদের জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিত, সেই মন সর্ব্বদার জন্য শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হইয়াছে; যে ইন্দ্রিয়াদি চঞ্চল ভাবাপন্ন ছিল, তাহা সংযত হইয়াছে; এইরূপে বেশ্যা দেহ, মন বাক্য সমস্ত শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়া তাহার শারীরিক, মানসিক ও বাচিক ত্রিবিধ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে।

চরিতামৃত বলেন—

ঠাকুরের সনে বেশ্যার মন ফিরি গেল ॥
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে ঠাকুর চরণে।
রামচন্দ্র খানের কথা কৈল নিবেদনে ॥
বেশ্যা হঞা মুই পাপ করিয়াছি অপার।
কৃপা করি করমো অধমে নিস্তার ॥
ঠাকুর কহে খানের কথা সব আমি জানি।
অজ্ঞ মূর্খ সেই তার দুঃখ নাহি মানি ॥
সেই দিন যাইতাম এস্থান ছাড়িয়া।
তিন দিন রহিলাম তোমার লাগিয়া ॥
বেশ্যা কহে কৃপা করি কর উপদেশ।
কি মোর কর্ত্তব্য যাতে যায় ভব ক্লেশ ॥
ঠাকুর কহে ঘরের দ্রব্য ব্রাহ্মণে কর দান।
এই ঘরে আসি তুমি করহ বিশ্রাম ॥
নিরন্তর নাম কর তুলসী সেবন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ ॥
এত বলি তারে নাম উপদেশ করি।
উঠিয়া চলিল ঠাকুর বলি হরি হরি ॥
তবে সেই বেশ্যা গুরুর আজ্ঞা লইল।
গৃহ বৃত্তি যেবা ছিল ব্রাহ্মণেরে দিল ॥
মাথা মুড়ি এক বস্ত্রে রহিলা সেই ঘরে।
রাত্রি দিনে তিন লক্ষ নাম গ্রহণ করে ॥
তুলসী সেবন করে চর্ব্বন উপবাস।
ইন্দ্রিয় দমন হৈল প্রেমের প্রকাশ ॥
প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হৈল পরম মহান্তী।
বড় বড় বৈষ্ণব তার দরশনে যান্তি ॥
বেশ্যার চরিত্র দেখি লোকে চমৎকার।
হরিদাসের মহিমা কহে করি নমস্কার ॥

হরিদাস একটী বেশ্যাকে শিষ্য করিয়া, বেশ্যাকে বৈষ্ণবী করিয়া, জগৎকে হরিনামের পরিচয়ের শক্তি দিয়া গিয়াছেন, ইহাতে তিনি বিধি লঙ্ঘন করেন

নাই ; বরং ভক্তের মহিমা, হরিনামের মহিমা প্রকাশ করিয়া বিধির গৌরবই রক্ষা করিয়াছেন।

হরিদাসের "স্ত্রী-সঙ্গ দোষ" ঘটিতে পারে না। যে সাধক ইন্দ্রিয় সংযত করিতে পারে নাই, যিনি স্ত্রীমুখ সন্দর্শনে সাধনচ্যুত হইলেও হইতে পারেন, যাঁহার স্বভাব অন্য কর্তৃক নষ্ট হইবার সম্ভব আছে, যাঁহার সিদ্ধস্বভাব লাভ হয় নাই, তাঁহার পক্ষে "স্ত্রীসঙ্গ দোষ। হরিদাসের স্বভাব নষ্ট হইবার নহে। তাঁহার নিকট কু ও সু হয়। "স্ত্রীসঙ্গ দোষ" এই কথা যে সকল সাধকের জন্য বিধিবদ্ধ হইয়াছে হরিদাস তাঁহাদের দলভুক্ত নহেন। তিনি তাঁহাদের অনেক উপরে রহিয়াছেন। যে সকল ক্ষুদ্রচেতা ব্যক্তি রমণীর মুখ দর্শন করিলে আনন্দে উৎফুল্ল হয়, যাহাদের হৃদয়ে ক্ষণভঙ্গুর বৈরাগ্য সময়ে সময়ে আসিয়া বিদ্যুতের ন্যায় দেখা দেয়, এবং যাহাদের স্বভাব নষ্ট হয় নাই, সাধারণের জন্য ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় ভিতরে ভিতরে রহিয়াছে,—অনুকূল দ্রব্য পাইলেই প্রকাশ পাইতে পারে ; তাহাদের সহিত হরিদাসের কোনরূপই তুলনা হইতে পারে না।

এখানে দেখিতে পাই, মন্ত্র দাতা গুরুগণের কৃপায় অনেক বেশ্যা কৃষ্ণ মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাদের স্বভাবের পরিবর্ত্তন হওয়া দূরের কথা, তাহারা মদ্য মাংস ভক্ষণ করিতেছে ও বেশ্যাবৃত্তি চরিতার্থ করিতেছে। তাহারা দিব্য বেশ ভূষায় সুশোভিত হইয়া পর পুরুষের সংসর্গ প্রত্যাশায় দ্বার খুলিয়া বসিয়া আছে। এই মন্ত্র প্রাপ্তি কিরূপ ? ইহাতে কি বিধিলঙ্ঘন দোষ হইতেছে না ? দেখিতে পাই, সৎকুলোদ্ভবা বিধবা রমণী ভেক গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবী হইয়া পিতা মাতাকে কাঁদাইয়া, ভাই বন্ধুকে কাঁদাইয়া কুলের মুখে ছাই দিয়া গ্রামান্তরে স্বাধীনভাবে এক খানি ঘর করিয়া পর পুরুষ লইয়া স্বচ্ছন্দে বিহার করিতেছে। তাহার বেশ ভূষা ও হাব ভাবে মদন মোহিত হয়। এই ভেক গ্রহণ ও বৈষ্ণবী শব্দের অর্থ কি জানি না। ইহাতে কি বিধি লঙ্ঘন দোষ হইতেছে না। এখন দেখিতে পাই, চণ্ডালিনী ভেক লইয়া পূজনীয় সদ্বংশীয় ব্যক্তির ঘরে গৃহলক্ষ্মী স্বরূপে শোভা পাইতেছে। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবে তাহার জল গ্রহণ করিতেছে। তাহার দোলায়মান কেশপুঞ্জ দেখিলে, তাহার সুমধুর ভূষণ ধ্বনি শুনিলে, তাহার শান্তিপুরে বসনাদির বাহার দেখিলে মুনিজনেরও মন টলিয়া যায়। এ বিধি কোথা হইতে আসিল ? ইহাতে কি বিধিলঙ্ঘন দোষ হইতেছে না? এক্ষণ

দেখিতে পাই, বড় লোকের ঘরের রমণী বাবাজীর সঙ্গে মাতাজি হইয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিতেছে। এখন দেখিতে পাই গুরুদেব শিষ্যের বাটী চলিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে তাঁহার একটী ঝোলা বহন করিয়া বৈষ্ণবী বেশবিন্যাস করিয়া যাইতেছে। গুরুদেবের সেবার ভারও না কি তাহার উপর রহিয়াছে। সে জল আনিয়া দেয় সেবার কার্য্য করিয়া দেয়, গুরুদেব পাবক নামাইয়া অব্যাহতি পান। এখন দেখিতে পাই ভেকের প্রভাবে কৃষ্ণ মন্ত্রের প্রভাবে গুরুগণের প্রভাবে বাবাজী মাতাজীগণ নীচ কার্য্যে রত থাকিয়া ইন্দ্রিয় পোষণ করিতেছে ও সকলের পূজনীয় হইতেছে। ইহাতে কি বিধিলঙ্ঘন দোষ ঘটিতেছে না? হায়! এসকল বিধি কোথা হইতে আসিল?

"হরিদাসের ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিল না।" এই কথা অনেকে বলেন। আমরা তাহার কোন উত্তর না দিয়া ইহাই বলিতে চাই, যদি হরিদাসের শিষ্য কোন ব্রাহ্মণ থাকেন, তাহা হইলে দোষ কি? যেমন লক্ষ লক্ষ গন্ধহীন পুষ্প একটী সুগন্ধ পুষ্পের তুল্য নহে, যেমন লক্ষ লক্ষ তারকা একটী চন্দ্রের তুল্য নহে, সেইরূপ লক্ষ ভক্তিহীন বিপথগামী মনুষ্য একটী ভক্তের তুল্য নহে। লক্ষ লক্ষ অভক্তের কণ্ঠ হইতে কৃষ্ণ নাম নির্গত হইলে যে ফল হইবে লক্ষ লক্ষ ভক্তিহীন চণ্ডাল ও বাপন্ন ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ভক্ত হরিদাসের মহিমা কম কিসে। যদি কোন ব্রাহ্মণ জাত্যাভিমানের বশবর্ত্তী না হইয়া হরিদাসের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া সিদ্ধি লাভ করিবা থাকেন, তাহা হইলে কোন দোষ হইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হয় না। হরিদাস অর্থের লোভে কাহাকেও শিষ্য করিতে আসেন নাই, তাঁহার মন্ত্র বিক্রী অভ্যাস ছিল না, এবং তিনি যশ গৌরবের পার্থী নহেন। হরিদাসের নিকট যদি কেহ শিষ্য হইবার প্রার্থনা করিয়া থাকে, তাহা তাঁহার সৌভাগ্য। হরিদাসের তাহাতে কিছুই নাই। হরিদাস ব্রাহ্মণকে শিষ্য করিতে পারেন, এ কথা বিধি বহির্ভূত নহে, ইহা বিধি সম্মত।

শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া হরিদাসকে "শ্রাদ্ধ পাত্র" ভোজন করাইয়াছেন। হরিদাস আপত্তি করিলে অদ্বৈত বলিয়াছেন, "তুমি খাইলে হয় কোটী ব্রাহ্মণ ভোজন"। চৈঃ চঃ।

হরিদাস যখন মহাপ্রভুর মুখের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, সংকীর্ত্তনের মধ্যে বসিয়া, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে নামের সহিত প্রাণ উৎক্রামণ করিলেন।

"মহা যোগেশ্বর প্রায় স্বচ্ছন্দে মরণ।"

তখন মহাপ্রভু প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া হরিদাসকে কোলে লইয়া নাচিতে লাগিলেন—

হরিদাসের তনু প্রভু কোলে উঠাইয়া।
অঙ্গনে নাচেন প্রভু প্রেমাবিষ্ট হঞা॥
প্রভুর আবেশে অবশ সর্ব্ব ভক্তগণ।
প্রেমাবেশে সবে নাচে করেন কীর্ত্তন॥
এই মত নৃত্য প্রভু কৈল কতক্ষণ।"

তাহার পরে স্বরূপের প্রার্থনায় মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরকে বিমানে চড়াইয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে সমুদ্রে লইয়া গেলেন। তাহার পরে—

হরিদাসে সমুদ্র জলে স্নান করাইলা।
প্রভু কহে সমুদ্র এই মহাতীর্থ হৈলা॥
হরিদাসের পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ।
হরিদাসের অঙ্গে দিল প্রসাদ চন্দন॥
ডোর কড়ার প্রসাদ বস্ত্র অঙ্গে দিল।
বালুকার গর্ত্ত করি তাহে শোয়াইল॥
চারি দিকে ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন।
বক্রেশ্বর পণ্ডিত করে আনন্দে নর্ত্তন॥
হরি বোল হরি বোল বলে গৌর রায়।
আপনি স্বহস্তে বালু দিল তার গায়॥
তারে বালু দিয়া উপরে পিণ্ড বসাইল।
চৌদিকে পিণ্ডার মহা আবরণ কৈল॥
তবে মহাপ্রভু কৈল কীর্ত্তন নর্ত্তন।
হরিধ্বনি কোলাহল ভরিল ভুবন॥
তবে মহাপ্রভু সব ভক্তগণ সঙ্গে।
সমুদ্রে করিল স্নান জলকেলি রঙ্গে॥
হরিদাসে প্রদক্ষিণ করি আইল সিংহদ্বারে।
হরি সংকীর্ত্তন কোলাহল সকল নগরে॥
সিংহ দ্বারে আসি প্রভু পসারির ঠাঁই।
আঁচলে পাতিয়া প্রসাদ মাগিল তথায়॥

হরিদাস ঠাকুরের মহোৎসব তরে।
প্রসাদ মাগিয়ে ভিক্ষা দেহ ত আমারে॥" ইত্যাদি

* * * *

এইরূপে হরিদাসের বিজয়োৎসব শেষ করিয়া,—

প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু করে বর দান।
শুনি ভক্তগণের জুড়ায় মন কান॥
হরিদাসের বিজয়োৎসব যে কৈল দর্শন।
যে ইহা নৃত্য কৈল যে কৈল কীর্ত্তন॥
যে তাঁরে বালুকা দিতে করিল গমন।
তার মধ্যে মহোৎসবে যে করিল ভোজন॥
অচিরে সবাকার হবে কৃষ্ণপ্রাপ্তি।
হরিদাস দরশনে হয়ে ঐছে শক্তি॥
কৃপা করি কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা কৈল সঙ্গ ভঙ্গ॥
হরিদাসের ইচ্ছা যবে হইল চলিতে।
আমার শকতি তারে নারিল রাখিতে॥
ইচ্ছা মাত্র কৈল নিজ প্রাণ নিষ্ক্রমণ।
পূর্ব্বে যেন শুনিয়াছি ভীষ্মের মরণ॥
হরিদাস আছিল পৃথিবীর শিরোমণি।
তাহা বিনা রত্ন শূন্যা হইল মেদিনী॥
জয় জয় হরিদাস বলি কর ধ্বনি।
এত বলি মহাপ্রভু নাচেন আপনি॥
সবে জয় জয় জয় হরিদাস।
নামের মহিমা যেই করিল প্রকাশ॥

শ্রীচৈঃ চঃ।

হরিদাসের বিজয়োৎসবে মহাপ্রভু ভক্তবাৎসল্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন আর জীবকে যেন ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিয়াছেন, "হে জীব কৃষ্ণ ভক্তের দেহ কৃষ্ণ বিলাসের দেহ ইহা কখনই অপবিত্র হয় না। সর্ব্বকালে ইহার আদর ও পূজা করিও। তুমি ব্রাহ্মণ হও আর যে জাতিই হও, কৃষ্ণ ভক্তের দেহ তোমার নিকট পূজ্য। তুমি কোন বিধিরই বশীভূত হইয়া কৃষ্ণ ভক্তকে

নীচজাতি জ্ঞান করিয়া ঘৃণা করিও না। নিশ্চয় জানিও, কৃষ্ণ ভক্তের সমাদরই সকল বিধির মূল; আর কৃষ্ণ ভক্তের সমাদর না করাই বিধি লঙ্ঘন। নিশ্চয় জানিও, ভক্ত পদ জল, ভক্ত পদ রেণু ও ভক্তের উচ্ছিষ্ট অতি পবিত্র ও মহা প্রভাব শালী। নিশ্চয় জানিও, কৃষ্ণ ভক্ত সর্ব্ব জাতির শ্রেষ্ঠ, সকলের শ্রেষ্ঠ।

হরিদাস ঠাকুর অনেক দেশ পবিত্র করিয়াছেন। শাস্ত্রে তাঁহার কথা অনেক আছে। কিন্তু ঝড়ু ঠাকুরও কম নহেন। হরিদাসের পরেই ঝড়ু ঠাকুরের কথা মনে হয়। হরিদাস ঠাকুর যবন, ঝড়ুঠাকুর তুমি মালী; হরিদাস ঠাকুর ত্যাগী বৈষ্ণব, ঝড়ু ঠাকুর গৃহস্থ বৈষ্ণব; হরিদাস ঠাকুর নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া নানা দেশ পবিত্র করিয়াছেন, ঝড়ু ঠাকুরও গৃহে থাকিয়া স্বদেশ পবিত্র করিয়াছেন। কেহ প্রচ্ছন্ন ঝড়ু ঠাকুরের মহিমা বুঝুক আর নাই বুঝুক, কালিদাস বুঝিয়াছিলেন। কালিদাস তাঁহার উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়া মহাপ্রভুর কৃপা পাত্র হইয়াছিলেন। ঝড়ুঠাকুরের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ কালিদাসের পক্ষে অবশ্য বিধি বহির্ভূত কার্য্য। কেননা, ঝড়ুঠাকুর নীচ জাতি ও কালিদাস উচ্চ জাতি। কিন্তু ইহা বৈষ্ণব শাস্ত্র সম্মত বলিয়া বিধি বহির্ভূত হইয়াও হয় নাই। ভগবান বলেন—

"ন মে ভক্ত শ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্ত শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।"

ভগবান জাতি বিভাগ করিয়া উচ্চ ও নীচ করিয়া দিয়াছেন। যথা শাস্ত্রে—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম্ম বিভাগশঃ।"

আবার ভগবানই বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইয়া জাতি বিচার বা জাতির শ্রেষ্ঠত্ব খর্ব্ব করিয়াছেন। এস্থলে মীমাংসা করিতে হইবে, জাতি বিচার সাধারণের জন্য, আর বৈষ্ণব বা বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠত্ব বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির জন্য। যে ঝড়ুঠাকুরকে হিন্দু সমাজ হীন জাতি বলিয়া তৃণবৎ অপেক্ষা করিয়া রাখিয়াছে; বৈষ্ণব সমাজের নিকট অতি আদরের পাত্র হইয়া ঠাকুর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই ঝড়ুঠাকুরও কালিদাস সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত বলেন—

এই মত মহাপ্রভু রহে নীলাচলে।
ভক্তগণ সঙ্গে সদা প্রেম বিহ্বলে॥

বর্ষান্তরে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ।
পূর্ব্ববৎ আসি কৈল প্রভুর মিলন॥
তাসবার সঙ্গে প্রভুর চিত্তে বাহ্য হৈল।
পূর্ব্ববৎ রথ যাত্রায় নৃত্যাদি করিল॥
তাসবার সঙ্গে আইল কালিদাস নাম।
কৃষ্ণ নাম বিনা তেহোঁ নাহি জানে আন॥ ইত্যাদি

* * *

রঘুনাথের দাসের তিঁহ হয় জ্ঞাতি খুড়া।
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট খাইতে তেঁহ হৈল বুড়া॥ ইত্যাদি

* * * *

ভূমি মালী জাতি বৈষ্ণব ঝড়ু তার নাম।
আম্রফল লঞা তেঁহো গেল তার স্থান॥
আম্রভেট দিয়া তার চরণ বন্দিল।
তার পত্নীকে তবে নমস্কার কৈল॥
পত্নী সহিত তেঁহো আছেন বসিয়া।
বহু সম্মান কৈল কালিদাসেরে দেখিয়া॥
ইষ্ট গোষ্ঠী কতক্ষণ করি তাহা সনে।
ঝড়ুঠাকুর কহে তারে মধুর বচনে॥
আমি নীচজাতি তুমি অতিথি সর্ব্বোত্তম।
কোন প্রকারে করিব তোমার সেবন॥
আজ্ঞা দেহ ব্রাহ্মণ ঘরে অন্ন লঞা দিয়ে।
তাহা তুমি প্রসাদ পাও তবে আমি জিয়ে॥
কালিদাস কহে ঠাকুর কৃপা কর মোরে।
তোমার দর্শনে আইনু মুঞি পতিত পামরে॥
পবিত্র হইনু মুঞি পাইনু দর্শন।
কৃতার্থ হইনু, মোর সকল জীবন॥
এক বাঞ্ছা হয় যদি কৃপা করি কর।
পাদ রজ দেহ পাদ মোর মাথে ধর॥
ঠাকুর কহে ঐছে বাত কহিতে না জুয়ায়।
আমি নীচ জাতি তুমি সুসজ্জন রায়॥

তবে কালিদাস শ্লোক পড়ি শুনাইল।
শুনি ঝড়ুঠাকুরের বড় সুখ হৈল॥

* * *

শুনি ঠাকুর কহে শাস্ত্রে এই সত্য হয়।
সেই নীচ নহে যাতে কৃষ্ণ ভক্তি হয়॥
আমি নীচ জাতি আমায় নাহি কৃষ্ণ ভক্তি।
অন্য ঐযে হয় আমার চাহি নিজ শক্তি॥
তারে নমস্করি কালিদাস বিদায় মাগিলা।
ঝড়ুঠাকুর তবে তার অনুব্রজি আইলা॥
তারে বিদায় দিয়া ঠাকুর যদি ঘরে আইলা।
তাহার চরণ চিহ্ন যেই ঠাঞি পড়িলা॥
সেই ধূলি লঞা কালিদাস সর্ব্বাঙ্গে লেপিল।
তার নিকট এক স্থলে লুকাঞা রহিল॥
ঝড়ুঠাকুর ঘরে যাই দেখি আম্র ফল।
মানসেই কৃষ্ণ চন্দে অর্পিল সকল॥
কলার পাটুয়া খোলা হইতে আম্র নিকাশিয়া।
তার পত্নী তারে দেন খাইতে চুষিয়া॥
চুষি চুষি চোকা আটি ফেলিল পাটুয়াতে।
তারে খাওয়াইয়া তার পত্নী খায় পশ্চাতে।
আটি চোকা সেই পাটুয়া খোলাতে ভরিয়া।
বাহির উচ্ছিষ্ট মধ্যে ফেলাইলা লঞা॥
সেই খোলা আটি চোকা চুষি কালিদাস।
চুষিতে চুষিতে হয় প্রেমের উল্লাস॥
এই মত যত বৈষ্ণব বৈসে গৌড় দেশে।
কালিদাস বৈছে সবার বৈষ্ণব অবশেষে॥
সেই কালিদাস যবে নীলাচলে আইলা।
মহাপ্রভু তার উপর মহা কৃপা কৈলা॥ ইত্যাদি।

* * *

গোবিন্দেরে মহাপ্রভু করিয়াছে নিয়ম।
মোর পদে জল যেন না লয় কোন জন॥

প্রাণি মাত্র লইতে না পায় সেই জল।
অন্তরঙ্গ ভক্ত লয় করি কোন ছল॥
একদিন প্রভু তাঁহা পাদ প্রক্ষালিত।
কালিদাস আসি তাঁহা পাতিলেন হাত॥
এক অঞ্জলি দুই অঞ্জলি তিন অঞ্জলি দিল।
তবে মহাপ্রভু তারে নিষেধ করিল॥
অতঃপর আর না করিহ পুনর্ব্বার।
এতাবতা পূর্ণ বাঞ্ছা করিল তোমার॥
সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি চৈতন্য ঈশ্বর।
বৈষ্ণবে তাহার বিশ্বাস জানেন অন্তর॥
সেই গুণ লইয়া প্রভু তারে তুষ্ট হৈল।
অন্যের দুর্ল্লভ প্রসাদ তাহারে করিল॥

*　　*　　*　　*

তবে প্রভু কৈল জগন্নাথ দরশন।
ঘরে আসি মধ্যাহ্ন করিল ভোজন॥
বহির্দ্বারে আছে কালিদাস প্রত্যাশা করিয়া।
গোবিন্দেরে ঠারে প্রভু কহেন আসিয়া॥
প্রভুর ইঙ্গিত গোবিন্দ সব জানে।
কালিদাসে দিল প্রভুর শেষ পাত্র দানে॥
বৈষ্ণবের শেষ ভক্ষণের এতেক মহিমা।
কালিদাসে পাওয়াইল প্রভুর কৃপা সীমা॥
তাতে বৈষ্ণবের ঝুঠা খাও ছাড়ি ঘৃণা লাজ।
যাহা হইতে পাইবে বাঞ্ছিত সব কাজ॥
কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহা প্রসাদ নাম।
ভক্ত শেষ হৈলে মহা মহা প্রসাদোখ্যান॥
ভক্ত পদ ধূলি আর ভক্ত পদ জল।
ভক্ত মুক্ত শেষ এই তিন সাধনের বল॥
এই তিন সেবা হৈতে কৃষ্ণ প্রেম হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্ব শাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥
তাতে বার বার কহি শুন ভক্তগণ।

নৈবাঙ্গী কুর্ব্বতে জাতু মুক্তিং পঞ্চবিধামপি ॥ ৩০
তত্রাপ্যেকান্তিনাং শ্রেষ্ঠা গোবিন্দহৃতমানসাঃ।
যেষাং শ্রীশ প্রসাদোঽপি মনো হর্ত্তুং ন শক্নুয়াৎ ॥ ৩১
সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশ কৃষ্ণ স্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ ॥ ৩২

কিঞ্চ.

শাস্ত্রতঃ শ্রূয়তে ভক্তৌ নৃমাত্রস্যাধিকারিতা।
সর্ব্বাধিকারিতাং মাঘ স্নানস্যাহুরতা যতঃ।
দৃষ্টান্তিতা বশিষ্ঠেন হরিভক্তির্নৃপং প্রতি।

যথা পাদ্মে।

সর্ব্বেঽধিকারিণোঽত্র হরিভক্তৌ যথা নৃপ ॥ ৩৩

অপর সালোক্যাদিরূপ মুক্তির দুই অবস্থা। প্রথমাবস্থায় প্রধানরূপে ঐশ্বরিক সুখ বাঞ্ছনীয়। দ্বিতীয় অবস্থায় প্রেম স্বভাব সুলভ সেবনইএকান্ত স্পৃহনীয় হইয়া উঠে, অতএব সেবা রসিক ভক্তবৃন্দ প্রথমাবস্থাকেই প্রতিকূল বলিয়া স্বীকার করেন ॥ ২০ ॥

কিন্তু যাঁহারা একবার মাত্র প্রেমভক্তির মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়াছেন, হরিতে একান্ত অনুরক্ত সেই ভক্তগণ সালোক্যাদি পঞ্চবিধ মোক্ষও কদাচ স্বীকার করেন না ॥ ৩০ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রেম মাধুর্য্যাদি আস্বাদনকারী ভক্তবৃন্দের মধ্যে যাঁহাদের গোকুলেন্দ্রের চরণারবিন্দে মনঃ আকৃষ্ট হইয়াছে, তাঁহারাই একান্ত ভক্তদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কারণ বৈকুণ্ঠাধিপতি লক্ষ্মীপতি তথা দ্বারকানাথের প্রসন্নতাও তাঁহাদিগের মন হরণ করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৩১ ॥

যদিও শ্রীনাথ এবং শ্রীকৃষ্ণে স্বরূপতঃ কোন প্রভেদ নাই, কিন্তু কেবল প্রেমময় রস নিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণের ব্রজেন্দ্রনন্দন ভাবের উৎকর্ষ লক্ষিত হইয়া থাকে, বাস্তবিক প্রেমেরও এইরূপ স্বভাব যে তাহা আলম্বনকে (আশ্রয়কে) উৎকৃষ্টরূপে প্রদর্শন করায় ॥ ৩২ ॥

কাশীখণ্ডেচ।

অন্ত্যজা অপি তদ্রাষ্ট্রে শঙ্খচক্রাঙ্কধারিণঃ।
সংপ্রাপ্য বৈষ্ণবীং দীক্ষাং দীক্ষিতা ইব সংবভুরিতি ॥ ৩৪

অপিচ ॥

অননুষ্ঠানতো দোষা ভক্ত্যঙ্গানাং প্রজায়তে।
ন কর্ম্মণামকরণাদেষ ভক্ত্যধিকারিণাং ॥
নিষিদ্ধাচারতো দৈবাৎ প্রায়শ্চিত্তস্তু নোচিতং।
ইতি বৈষ্ণব শাস্ত্রাণাং রহস্যং তদ্বিদাং মতং ॥ ৩৫

পূর্ব্বে যে সকল উদাহরণ দেওয়া হইল তৎ সমুদায়ের অভিপ্রায় এই যে, যাঁহারা ভুক্তি মুক্তি স্পৃহা শূন্য ও শ্রদ্ধাবান্. তাঁহারাই বিশুদ্ধ ভক্তিতে অধিকারী। ভক্তি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই ত্রিজাতিকে অপেক্ষা করে না, ভক্তি-বিষয়ে মনুষ্য মাত্রের অধিকার আছে, ইহা শাস্ত্রে স্পষ্ট রূপে শুনিতে পাওয়া যায়। যে হেতু ভগবান্ বশিষ্ঠদেব হরিভক্তির দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া মহারাজ দীলিপকে মাঘ স্নানে সকল বর্ণের অধিকার আছে ইহা স্পষ্টরূপে কহিয়াছেন।

যথা পদ্মপুরাণে ॥

বশিষ্ঠ কহিলেন, হে নৃপ! যেমন হরিভক্তিতে সাধারণ মনুষ্য মাত্রের অধিকার আছে, তদ্রূপ মাঘ মাসের প্রাতঃস্নানে সকলেই অধিকারী ॥ ৩৩ ॥

কাশীখণ্ডে যথা ॥

অমিত্রজিৎ কহিলেন, ময়ূরধ্বজ প্রদেশে অন্ত্যজ জাতিও বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া শঙ্খ চক্রাদি চিহ্ন ধারণ করত যাজ্ঞিকের ন্যায় শোভা পাইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥

আরও বলি যাঁহারা ভক্তিবিষয়ে অধিকার লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা যদি গুরু পাদাশ্রয়াদি নিত্য ভক্ত্যঙ্গ সকলের আচরণ না করেন, তবে তাঁহাদিগের দোষ জন্মে, বস্তুতঃ নিত্য ভক্ত্যঙ্গ যাজিদিগের আশ্রমোচিত ক্রিয়া কলাপের অননুষ্ঠানে প্রত্যবায় হয় না। কিন্তু যদি কখন দৈব বশতঃ নিষিদ্ধ কর্ম্ম আচরিত হয়, তাহা হইলেও হরিভক্তি পরায়ণ ব্যক্তিদিগের প্রায়শ্চিত্ত করা

যথৈকাদশে ॥

স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নিশ্চয়ঃ ॥ ৩৬

প্রথমে ॥

ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরে
র্ভজন্নপক্কোঽথ পতেত্ততো যদি।
যত্র ক্বা ভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কো বার্থ আপ্তো ভজতাঃ স্বধর্ম্মতঃ ॥ ৩৭

একাদশে ॥

আজ্ঞায়ৈব গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ ॥ ৩৮

বিধেয় নহে, বৈষ্ণব শাস্ত্রের রহস্য-বেত্তা পণ্ডিতদিগের অভিপ্রায় এই যে, ভক্তি প্রভাবেই তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইবে, অন্য প্রায়শ্চিত্তাদি কর্ম্মের অপেক্ষা নাই ॥ ৩৫ ॥

একাদশ স্কন্ধে ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে উদ্ধব! যে ব্যক্তি যে বিষয়ে অধিকার লাভ করিয়াছে, তাহার সেই বিষয়ে নিষ্ঠাই গুণ বলিয়া কীর্ত্তিত হয় এবং তাহার বিপরীত হইলেই দোষ বলা যায়। বস্তুতঃ গুণ দোষের এই মাত্র নিশ্চয় ॥ ৩৬

প্রথম স্কন্ধে।

স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক হরি চরণাম্বুজ ভজন করত কোন ব্যক্তি যদি অপক্ক দশাতেই তাহা হইতে ভ্রষ্ট অথবা মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, তথাপি তাহার কি কখন স্বধর্ম্ম ত্যাগ জনিত অমঙ্গল হয়? কদাপি হয় না। আর হরিভজন ব্যতিরেকে কেবল স্বধর্ম্ম পালন দ্বারা কোন্ ব্যক্তিই বা অর্থ লাভ করিয়াছে? অর্থাৎ হরিভক্তির অনুকূলে স্বধর্ম্ম পালনই একান্ত কর্ত্তব্য ভক্তিরহিত স্বধর্ম্ম-পালন কেবল অভিমানেরই জনক হয় এই জন্য স্বধর্ম্ম ত্যাগ শব্দে, অভিমান সম্ভূত ধর্ম্ম ত্যাগ বুঝিতে হইবে ॥ ৩৭ ॥

দেবর্ষি ভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তং ॥ ৩৯

শ্রীভগবদ্গীতাসু ॥

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ ॥ ৪০

অগস্ত্যসংহিতায়াং ॥

যথা বিধিনিষেধৌ তু মুক্তং নৈবোপসর্পতঃ।
তথা ন স্পৃশতো রামোপাসকং বিধিপূর্ব্বকং ॥

একাদশ স্কন্ধে ॥

ভগবান্ কহিলেন, হে উদ্ধব! এইরূপে যে ব্যক্তি মৎ কর্ত্তৃক আদিষ্ট স্বীয় বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃপালুত্বাদি গুণ ও কৃপাশূন্য প্রভৃতি দোষের হেয়োপাদেয়তা বিচার করিয়া আমাকে ভজন করেন, তিনি সাধুদিগের মধ্যে উত্তম ॥ ৩৮ ॥

একাদশস্কন্ধে ॥

করভাজন নিমিরাজাকে কহিলেন, মহারাজ! যে ব্যক্তি বর্ণাশ্রম বিহিত সমুদায় ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্ব প্রযত্নে শরণ্য শ্রীমুকুন্দের শরণ গ্রহণ করেন, তিনি আর দেব, ঋষি, পিতৃ, ভূত, ও আত্মীয় মনুষ্যগণের কিঙ্কর হয়েন না, ও তাঁহাদিগের নিকটে অঋণী হয়েন অর্থাৎ সে ব্যক্তিকে আর পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হয় না, একান্ত ভক্তিযোগ দ্বারা সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয় ॥ ৩৯ ॥

ভগবদ্গীতায় ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি বর্ণাশ্রম বিহিত সমুদায় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল আমারই শরণাগত হও, বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করায় তোমার যে সকল পাপ হইবে, তাহা হইতে আমিই তোমাকে মুক্ত করিব. এজন্য তুমি শোক করিও না ॥ ৪০ ॥

একাদশেচ ॥

স্ব পাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য
ত্যক্তান্য ভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চি-
দ্ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ। ইতি ॥ ৪১
হরিভক্তিবিলাসেঽস্যা ভক্তেরঙ্গানি লক্ষশঃ।
কিন্তু তানি প্রসিদ্ধানি নির্দ্দিশ্যন্তে যথামতি ॥

তত্রাঙ্গ লক্ষণং ॥

আশ্রিতাবান্তরানেক ভেদং কেবলমেব বা।
একং কর্ম্মাত্র বিদ্বদ্ভিরেকং ভক্ত্যঙ্গমুচ্যতে ॥ ৪২

অগস্ত্য সংহিতায় ॥

যেমন স্মৃত্যুক্ত বিধি নিষেধ মুক্ত পুরুষের নিকট উপস্থিত হয় না, তদ্রূপ রামচন্দ্রের যথাবিধি উপাসনাকারিকে ঐ বিধি নিষেধ স্পর্শ করিতে পারে না ॥

একাদশে ॥

করভাজন কহিলেন, রাজন্! যিনি অন্য দেবতায় উপাস্য বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া পরম ঈশ্বর হরির পাদমূল ভজনা করেন, তিনি হরির একান্ত প্রণয়াস্পদ হয়েন, যদি কখন প্রমাদ বশতঃ নিষিদ্ধ কর্ম্মের আচরণ ঘটিয়া উঠে, তাহার নিষ্কৃতি নিমিত্ত পৃথক্ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না, হৃদয়স্থ হরি সমুদয় পাপ বিনষ্ট করিয়া থাকেন ॥ ৪১ ॥

হরিভক্তিবিলাসে সাধনভক্তির অঙ্গ অসংখ্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে যে গুলি অতিশয় প্রসিদ্ধ, আমার যত দূর মতি, সেই সমস্ত নির্দ্দেশ করিতেছি ॥

অঙ্গ লক্ষণ যথা ॥

যাহার অবান্তরে ভেদ লক্ষিত হয় অথবা যাহাতে স্বগত ভেদ স্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হয় না, এতাদৃশ বক্ষ্যমাণ এক একটী কর্ম্মকে ভক্তির মুখ্য অঙ্গ বলা যায় ॥

অথাঙ্গানি।

গুরুপাদাশ্রয় (১) স্তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদি শিক্ষণং (২)।
বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা (৩) সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তনং (৪)॥
সদ্ধর্ম্মপৃচ্ছা (৫) ভোগাদিত্যাগঃ কৃষ্ণস্য হেতবে (৬)।
নিবাসো দ্বারকাদৌ চ গঙ্গাদেরপি সন্নিধৌ (৭)॥
ব্যবহারেষু সর্ব্বেষু যাবদর্থানুবর্ত্তিতা (৮)।
হরিবাসরসম্মানো (৯) ধাত্র্যশ্বত্থাদিগৌরবং (১০)।
এষামত্র দশাঙ্গানাং ভবেৎ প্রারম্ভরূপতা॥
সঙ্গত্যাগো বিদূরেণ ভগবদ্বিমুখৈর্জ নৈঃ (১)।
শিষ্যাদ্যননুবন্ধিত্বং (২) মহারম্ভাদ্যনুদ্যমঃ (৩)॥
বহুগ্রন্থকলাভ্যাসব্যাখ্যাবাদবিবর্জনং (৪)॥
ব্যবহারেঽপ্যকার্পণ্যং (৫) শোকাদ্যবশবর্ত্তিতা (৬)

তাৎপর্য্য যেমন অর্চ্চনাদি ভক্ত্যঙ্গের আভ্যন্তরিক অনেক ভেদ দৃষ্ট হয় এবং গুরুপাদাশ্রয়াদির অন্তর্গত কোন রূপ স্বগত প্রভেদ লক্ষিত হয় না॥ ৪২॥

ঐ ভক্ত্যঙ্গ চতুঃষষ্টি প্রকার। যথা॥

গুরুপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ। ১। কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া গুরুদেবের নিকট হইতে তত্তদ্বিষয়ক শিক্ষা লাভ। ২। বিশ্বাস সহকারে গুরুসেবা। ৩। সাধুদিগের আচরিত পথের অনুগামী হওন। ৪। সদ্ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা। ৫। শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা লাভের উদ্দেশে ভোগাদি ত্যাগ। ৬। দ্বারকাদি ধাম অথবা গঙ্গাদি মহা তীর্থে নিবাস। ৭। যে কোন বিষয়ের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহাতে যে অংশের সম্পাদন না করিলে ভক্তি লাভ হয় না, সেই পর্য্যন্তের অনুষ্ঠান রূপ যাবদর্থানুবর্ত্তিতা। ৮। একাদশী জন্মাষ্টমী প্রভৃতি হরিবাসরের যথা শক্তি সম্মান। ৯। এবং আমলকী অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষের গৌরব করণ। ১০। এই দশটী অঙ্গ সাধন ভক্তির আরম্ভ স্বরূপ অর্থাৎ এই দশটী অঙ্গ যাজন করিতে পারিলে ভক্তি দেবীর আবির্ভাব হইবে॥

অন্যদেবানবজ্ঞাচ (৭) ভূতানুদ্বেগদায়িতা (৮) ॥
সেবানামাপরাধানামুদ্ভবাভাবকারিতা (৯) ॥
কৃষ্ণতদ্ভক্তবিদ্বেষবিনিন্দাদ্যসহিষ্ণুতা (১০)।
ব্যতিরেকতয়ামীষাং দশাণাং স্যাদনুষ্ঠিতিঃ ॥
অস্যাস্তত্র প্রবেশায় দ্বারত্বেঽপ্যঙ্গ বিংশতেঃ।
ত্রয়ং প্রধানমেবাত্র গুরুপাদাশ্রয়াদিকং ॥
ধৃতি বৈষ্ণবচিহ্নানাং।১। হরের্নামাক্ষরস্য চ।২।
নির্ম্মাল্যাদেশ্চ।৩। তস্যাগ্রে তাণ্ডবং।৪। দণ্ডবন্নতিঃ।৫। ॥
অভ্যুত্থান।৬। মনুব্রজ্যা।৭। গতিঃ স্থানে।৮।
পরিক্রমাঃ।৯। অর্চ্চনং।১০। পরিচর্য্যাচ।১১।
গীতং।১২। সংকীর্ত্তনং।১৩। জপঃ।১৪। ॥

১। দূর হইতে ভগবদ্বিমুখ জনের সংসর্গ পরিত্যাগ। ২। অনধিকারী ব্যক্তিকে শিষ্যাদিরূপে অঙ্গীকার না করণ। ২। মহৎ আরম্ভে অর্থাৎ নিজের ক্ষমতার অতিরিক্ত মঠাদি নির্ম্মাণ বিষয়ে নিরুদ্যমতা। ৩। বহুবিধ গ্রন্থ ও চতুঃষষ্টি কলার অভ্যাস বা ব্যাখ্যা এবং বাদ পরিবর্জ্জন। ৪। ব্যবহারে কৃপণতা শূন্য অর্থাৎ যে দ্রব্য লাভ হয় নাই কিম্বা লব্ধ দ্রব্য বিনষ্ট হইয়াছে তদ্বিষয়ে শোচনা না করিয়া অদীন ভাব প্রকাশ করণ অকার্পণ্য। ৫। শোক মোহাদির অবশীভূততা। ৬। অন্য দেবতায় অবজ্ঞা শূন্যতা। ৭। প্রাণিগণকে উদ্বেগ না দেওন। ৮। সেবাপরাধ ও নামাপরাধ উৎপন্ন হইতে না দেওন অর্থাৎ যাহাতে ঐ দুই অপরাধ জন্মে এমত কার্য্য করিবে না। ৯। এবং শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার ভক্ত সম্বন্ধে বিদ্বেষ বা নিন্দাদি সহ্য না করন অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তি কৃষ্ণ নিন্দা বা ভক্তের নিন্দা করে, তাহাতে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ। ১০। এই দশটী অঙ্গ ব্যতিরেকে সাধন ভক্তির উদয় হয় না, এ জন্য এই দশ অঙ্গের অনুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য। যদিও উল্লিখিত বিংশতি অঙ্গ, ভক্তিতে প্রবেশ করিবার দ্বার স্বরূপ, তথাপি গুরুপাদাশ্রয়াদি তিনটী অঙ্গই প্রধান বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে ॥

বিজ্ঞপ্তিঃ।১৫। স্তবপাঠশ্চ ১৬। স্বাদোনৈবেদ্য।১৭।
পাদ্যয়োঃ।১৮। ধূপমাল্যাদি সৌরভ্যং।১৯।
শ্রীমূর্ত্তেঃ স্পৃষ্টি।২০। রীক্ষণং।২১।
আরত্রিকোৎসবাদেশ্চ।২২। শ্রবণং।২৩
তৎ কৃপেক্ষণং।২৪। স্মৃতি।২৫। ধ্যানং।২৬।
তথাদাস্যং।২৭। সখ্য।২৮। আত্মনিবেদনং।২৯।
নিজ প্রিয়োপহরণং।৩০। তদর্থেঽখিলচেষ্টিতং।৩১।
সর্ব্বথা শরণাপত্তি।৩২ তদীয়ানাঞ্চ সেবনং॥
তদীয়াস্তুলসী।৩৩। শাস্ত্র।৩৪। মথুরা।৩৫। বৈষ্ণবাদয়ঃ।৩৬।
যথা বৈভব সামগ্রী সর্ব্বোষ্ঠীভি র্মহোৎসবঃ।৩৭।
ঊর্জ্জাদরো বিশেষেণ।৩৮। যাত্রাজন্মাদিনাদিষু।৩৯।
শ্রদ্ধাবিশেষতঃ প্রীতিঃ শ্রীমূর্ত্তেরঙ্ঘ্রিসেবনে।৪০।

বৈষ্ণব চিহ্ন ধারণ। ১। শরীরে হরি নামাক্ষর লিখন। ২। নির্ম্মাল্য ধারণ। ৩। ভগবানের অগ্রে নৃত্য করণ। ৪। দণ্ডবৎ নমস্কার। ৫। শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিয়য়া গাত্রোত্থান। ৬। অনুব্রজ্যা অর্থাৎ ভগবানের প্রতিমূর্ত্তির পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন। ৭। ভগবানের অধিষ্ঠান স্থানে গমন। ৮। পরিক্রমা।৯। অর্চ্চন (পূজা)।১০। পরিচর্য্যা।১১। গীত।১২। সংকীর্ত্তন।১৩। জপ।১৪। বিজ্ঞপ্তি (নিবেদন)।১৫। স্তব পাঠ।১৬। নৈবেদ্য স্বাদ শ্রী পাদ্যের অর্থাৎ চরণামৃতের আস্বাদ গ্রহণ।১৭। ধূপমাল্যাদির সৌরভ্য গ্রহণ।১৮। শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শন।১৯। শ্রীমূর্ত্তি দর্শন।২০। আরত্রিক (আরতি) ও উৎসবাদি দর্শন।২১। শ্রবণ।২২। শ্রীকৃষ্ণের কৃপার প্রতি নিরীক্ষণ।২৩। স্মরণ।২৪। ধ্যান।২৫। দাস্য।২৬। সখ্য।২৭। আত্ম নিবেদন।২৮। শ্রীকৃষ্ণে স্বীয় প্রিয় বস্তু সমর্পণ।২৯। শ্রীকৃষ্ণে নিমিত্ত সমুদায় চেষ্টা।৩০। সকল অবস্থাতে শরণাপত্তি।৩১। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বস্তু মাত্রের অর্থাৎ তুলসী।৩২। শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্র।৩৩।

LEGAL LIBRARY

ভক্তি ৪র্থ বর্ষ।
৪র্থ সংখ্যা—অগ্রহায়ণ—১৩১২।

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

ভক্তি।

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥

প্রার্থনা।

ক্রীড়ার্থং সংসৃজসি বিপুলং ক্রীড়য়স্যেব ভূমন্
আত্মায়োমো ধনজনসুখাদানদানাদি ভাবৈঃ।
যস্ত্বীহান্তে বিভজতি মুদা আত্মসৃষ্টৈঃ প্রজাত্বৈঃ
প্রেমানন্দে স চরতি সদা বঞ্চিতো ভাবশূন্যঃ॥

হে সর্ব্বব্যাপিন্! এই সংসার তোমার লীলাক্ষেত্র, তুমি ক্রীড়ার জন্যই নিখিল বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছ জীবের ধন জন ও সুখ দুঃখাদি দিতেছ ও লইতেছ। এই ভাবে সর্ব্বদাই যে জীবের সহিত খেলা করিতেছ তাহা যে বুঝে সেই জনই ধন্য এবং সর্ব্বদাই প্রেমানন্দে নিমগ্ন থাকে। আর যে কপট কুটিল ও তোমাতে ভাবহীন সে তোমার ভাব বুঝিতে পারে না সুতরাং আনন্দ রসে বঞ্চিত থাকিয়া চিরকাল দুঃখ ভোগ করে।

সংসার যখন খেলার জন্য সৃষ্ট এবং লীলাময়ের খেলার উপকরণ মাত্র, তখন বিচার করা উচিত কাহার ইচ্ছায় খেলিতেছি এই খেলায় সর্ব্বদার জন্য অভ্রান্ত "খেলুড়ে" সাথী কে, কাহার প্রেরণায় ক্রমিক বাল্য কৈশোর ও যৌবনাদির পরিবর্ত্তন ও প্রবর্ত্তন হইয়া নূতন নূতন খেলায় নূতন নূতন ভাবে নূতন নূতন অবস্থায় প্রবৃত্ত হইতেছি। বাল্যে পিতা মাতা প্রভৃতির দ্বারা চালিত পালিত হইয়া ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় কত কি খেলা খেলিয়াছি,

কৈশোরে সমবয়স্কের সহিত মিলিত হইয়া ইচ্ছাক্রমে কত খেলা খেলিয়াছি আবার যৌবনে সে খেলা ছাড়িয়া পতি পত্নীভাবে সংসার পাতাইয়া আর এক রকম খেলায় প্রবৃত্ত হই, পৌঢ়াবস্থায়, ধনাদি উপার্জ্জন পরিজনবর্গের ভরণ পোষণ প্রভৃতি খেলায় কখন হতাশ কখন সুখ কখন নানাধিব চিন্তায় চিন্তিত থাকি। এই প্রকারে জন্মাবধি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ক্ষণকালের জন্যও খেলা ছাড়িয়া থাকিতে পারি না। সুতরাং ভাবিবার বিষয়, বিচারের বিষয় ও বুঝিবার বিষয় এ খেলার খেলুড়ে কে। হায় সেই এক জনই প্রকৃত "খেলুড়ে" সাথী লীলাময় শ্রীভগবান। তিনিই পিতা মাতা হইয়া বাল্যে নানাপ্রকার খেলা শিখাইয়াছেন, তিনিই সঙ্গী সাজিয়া কৈশোরের খেলায় মজাইয়া থাকেন তিনি পতি পত্নীভাবে অন্তর্নিবিষ্ট থাকিয়া খেলার জন্য সংসার পাতান, তিনিই আবার পুত্র কন্যারূপে আসিয়া ভালবাসাইয়া খেলা শিখিতে চান। অহো! কি অপূর্ব্ব খেলা! জীব যদি তোমার চক্ষু থাকে, আশে পাশে অন্তরে বাহিরে চাহিয়া দেখ ঐ সচ্চিদানন্দময় শ্রীভগবানই তোমার সহিত নানাভাবে খেলিতেছেন, যদি তোমার কর্ণ থাকে, তবে নিবিষ্ট হইয়া শ্রবণ কর সেই খেলুড়ের ভাষা কি এবং কি বলিয়া অবিরত তোমায় ডাকিতেছেন, যদি ধারণা ও বিবেচনা থাকে তবে ভাবিয়া দেখ তিনি ভিন্ন এ খেলার খেলুড়ে আর কেহই নয়। তাঁহাকে দেখ, তোমার চক্ষু সার্থক হইবে,—তাঁহার খেলা বুঝ তোমার বুদ্ধি স্থির হইবে,—খেলার ভবে (দেওয়া লওয়া ভবে) মন প্রাণ মাতিবে, তাঁহায় ভালবাসিতে ইচ্ছা হইবে। তাঁহাকে ধরিতে চেষ্টা কর, তিনি ধরা দিবেন। একবার ধরিতে পারিলে, আপন করিতে পারিলে ও তাঁহাকে ভালবাসিতে পারিলে, তুমি আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইবে, তুমি যে আনন্দময়ের পর নও তাহা বুঝিবে, তুমি যে সেই পরমানন্দময়ের কাছে কাছেই রহিয়াছে, তিনি যে তোমার সর্ব্বদা সঙ্গের সাথী তাহাও বুঝিবে। তখন রবে না হতাশ, রবে না অজ্ঞান, রবে না ভাবনা বা ত্রিতাপ যন্ত্রণা। বল পাইবে, আশা হইবে উদ্যম আসিবে প্রাণ মন মাতিবে, সংসার সেই সারাৎসারেরই খেলা মাত্র বুঝিতে পারিবে যদি একবার সেই "খেলুড়কে ধরিতে পার।

খেলায় বড়ই আনন্দ, তাই আনন্দময় নিজ ইচ্ছায় নিজ বিভূতি দ্বারা বিশ্ব রচনা করিয়া নিজেও খেলেন আমাদিগকেও খেলিতে প্রবৃত্ত করেন। পরম খেলুড়ে আমাদিগকে একবার ধন জন বিভবাদি দিয়া খেলিতে

দেন, আবার তাহা লইয়া যান এইটীই খেলার নিগূঢ় ভাব। খেলিবার সামগ্রীর প্রতি স্নেহ মমতায় মাতাইয়া সুখ, আবার কাড়িয়া লইয়া দুঃখ দেন। জীব! এ বড়ই মজার খেলা! আমরা "খেলুড়ের" দিকে দৃষ্টি না করিয়া কেবল খেলার দ্রব্যেই মজিয়া থাকিলে আনন্দ পাইব না, খেলার তত্ত্ব, খেলার রস, খেলার সুখ পাইব না, তাই লীলাময় যেমন আমরা খেলার দ্রব্যে অতিশয় আকৃষ্ট হইয়া পড়ি অমনি দুই একটী সামগ্রী কাড়িয়া লন, ডাকেন "ওরে অবোধ খেলুড়ে! আমায় দেখ, আমি তোকে খেলা দিতেছি, আমায় না চিনিয়া আমার দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া, আমাতে আকৃষ্ট না হইয়া, কেবল খেলার দ্রব্যে মজিলে মজা পাইবি না।" তাই বলি, খেলায় মজিয়া, খেলার দ্রব্যে আসক্ত না হইয়া খেলুড়েকে দেখিয়া লও, নতুবা খেলায় সুখ পাইবে না। আড়ালে আড়ালে পরের মতন খেলিয়া কি শান্তি হয়? মুখামুখি দেখাদেখি বা হাত ধরা ধরি করিয়া খেল দেখি সেই খেলুড়ের অপূর্ব্ব ভুবনমোহনরূপ লাবণ্যে তোমার মন মজে কি না, তোমার হৃদয় জুড়ায় কি না, তোমার সন্দেহ, তোমার সংশয় ও অভাব ঘুচে কি না। দেখিতে চেষ্টা কর, যদি সহজে দেখিতে না পাও খেলার দ্রব্যের দিকে দৃষ্টি না দিয়া প্রাণ খুলিয়া সেই ভাবগ্রাহী ভাবময় "খেলুড়ের নাম ধরিয়া ডাক দেখি কোথায় আমার চিরসঙ্গী হৃদয়বিহারী প্রিয়বন্ধু খেলুড়ে, এস এস দেখা দাও দেখা দাও তোমায় না দেখিয়া মন বড়ই ব্যাকুল, তোমার দর্শন সুখে বঞ্চিত থাকিয়া শুষ্কপ্রাণে আর খেলিতে পারি না এবং খেলাও ভাল লাগে না দেখা দাও দেখিব আর খেলিব, খেলা ছাড়িব না। তোমার লীলা-ক্ষেত্র ছাড়িয়া কোথায়ও যাইতে চাহি না, যে কোন ভাবে যে কোনরূপে যে কোন অবস্থায় যে কোন যোনিতেই পাঠাও না কেন দুঃখ নাই, কিন্তু মনের মত দেখা চাই, প্রতিকাজে প্রতিক্ষণেই তোমার সত্তা তোমার বিশ্ব-ব্যাপিত্ব তোমার প্রেম ও অসীম করুণা যেন অবিরত ধারণা করিতে পারি। প্রাণ যেন তোমার ভাব ছাড়া হইয়া ঘোর অশান্তির আলয় না হয়। দীন-শরণ! এ দীন তোমার ভাবেরই ভিখারী আর কিছুই চাহে না তোমার ভাব লইয়া আসিবে যাইবে খেলিবে, খেলায় মজিবে ও মজাইবে। দীনের আশা পূর্ণ কর।

পুষ্পোদ্যান।

(১)

নিরমল নীলাকাশে নীলিমা সাগরে
নিরমল নীশানাথ কিবা শোভা পায়।
হিমকর, হিম কর, বিকিরণ করে—
রম্যরূপ ইন্দ্রজালে, জগৎ মাতায়॥
পবিত্র রূপের ছবি ধরি উচ্চ শিরে,—
প্রকৃতি, সেজেছে ভাল বঙ্গবালা সম,—
গুঁজিয়া খোপার মাঝে পুষ্প মনোরম,
হীরক উজ্জল বর্ণ, বলিতে কে পারে?
দেবরাজে ঘেরি যথা থাকে দেবগণ—
অতি সন্তর্পণে, যেন প্রহরীর মত,
খেদাইতে বাহিরের শত্রু অগণন;
শশধর সেইরূপ তারকা বেষ্টিত॥
আকাশের চাঁদ তুমি তোমার কিরণ,
সুধা হ'তে মধুময়, মানস-মোহন॥

(২)

হে শশি, তোমার করে প্রকৃতি সুন্দরী,
ধরি অপরূপ সাজ, মোহিনী মুরতি,
জগতের ঘোর অন্ধকার দূর করি,—
শুভ্রালোকে, দস্যুদের আনে মহাভীতি।
কবে বল কৃষ্ণচন্দ্র হৃদাকাশে মোর,
পরিকর তারা সহ, রূপ দীপ্তিময়—
ধরিয়া উদিবে? যাবে দুঃখ তম ঘোর,
মানস-প্রকৃতি মোর, হবে সুধাময়?
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ আদি রিপু ছয়
অন্ধকার পেয়ে, করে সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন।
কবে কৃষ্ণ চন্দ্রালোকে হইয়া সভয়—

গভীর গুহায়, তা'রা লুকাবে কখন
শরতের শশি! আজ হেরিয়া তোমারে।
কত আশা একে একে, জাগিছে অন্তরে॥

দীন—শ্রীরসিকলাল দে।

অমৃত-সাগর।

দিন যায়, মাস যায়, ধর্ম্ম চ'লে যায়;
এইরূপে কত বর্ষ, কাল কুক্ষিগত—
হইয়াছে, বরষার তরঙ্গের প্রায়;
হ'য়ে এল আয়ু-সূর্য্য, এবে অস্তমিত।
শান্তি-বারি, পাইবার তরে এ জীবন,
এ ভুবনে এত দিন করিনু প্রয়াস,
প্রাণ ভগ্ন, ছিন্ন ভিন্ন; কিন্তু শুভক্ষণে
আঁধারের পরে আজি, আলোক বিকাশ;
কি সে আলো, কি সে দ্যুতি, কি সে দেবদ্যুতি।
শুনিবে কি অমর পুরের যাত্রিগণ?
এত নহে ক্ষীণ আলো, এ যে মহাজ্যোতিঃ।
এ নহে কণিকা ভাই অনন্ত প্লাবন।
রাধা কৃষ্ণ প্রেম সেবা, মরি কি সুন্দর!
ভক্তি-শাস্ত্র-সিন্ধু! এ যে অমৃত সাগর।
দিবাকর শশধর নীল নভস্থলে—
নীরবে, বিমল-কর করে বিতরণ
হীরকের আভাময় নক্ষত্রমণ্ডলে
নীরবে সুষমা ভাতি করে বিকিরণ।
কুসুম ফুটিয়া থাকে ফুল্ল সরোবরে,
বিকাসে সুহাসি, করে সৌরভ সঞ্চার।
মধু গন্ধে অন্ধ হ'য়ে, মধুপ নিকরে,
ছুটিয়া নীরব হয়, মধু পানে তার।
যোগিগণ নীরবেতে করে যোগধ্যান,

স্তন্য-সুধা পান করে শিশু নিরবেতে
জননী প্রকৃতি ধরে গাম্ভীর্য্য মহান্।
মধুর সুন্দর ভাব, নীরব নিশীথে॥
তুমি যে নীরব কেন, বুঝিয়াছি ভাই।
পাদপদ্ম-পরিমল লভিয়াছ তাই!

দীন—শ্রীরসিকলাল দে।

কে তুমি?

কে গো তুমি দয়াময়?
দারুণ হতাশ প্রাণে কোথা থেকে আশা এনে
অন্ধকার হৃদিমাঝে কর আলো দান।
সুধাই তোমারে তুমি কেবা দয়াবান॥

কে গো তুমি দয়াময়?
কাঁদিলে আকুল প্রাণে বাজে সে তোমার প্রাণে
ছুটে এসে দাও মুছে নয়নের ধার।
কে গো তুমি দয়াময় করি নমস্কার॥

কে গো তুমি দয়াময়?
করুণায় হৃদি খানি সদা পূর্ণ অনুমানি
অপরের দুঃখে সদা কাঁদে তব প্রাণ।
এত দয়া কারু নাহি তোমার সমান॥

কে গো তুমি দয়াময়?
এমন করুণাধার ত্রিভুবনে নাহি আর
তোমার তুলনা সুধু তুমি এ ভুবনে।
গঙ্গা পূজা করে যথা গঙ্গাজল দানে॥

কে গো তুমি দয়াময়?
ওঠরে জনমে প্রাণি ভবিষ্যৎ অনুমানি
জননী-হৃদয়ে কর ক্ষীর সঞ্চারণ।
এত দয়া সুধু জীব ভাবে অকারণ॥

কে গো তুমি দয়াময়?
তপ্ত মরুভূমি মাঝে তোমার করুণা রাজে
আতপ তাপিত পান্থ জুড়ায় জীবন।
মরু মাঝে ফল জল তোমার সৃজন॥

কে গো তুমি দয়াময়?
কোথায় বসতি কর রূপে কি মাধুরী ধর
জীবে এত দয়া তব কিসের কারণ।
আপন হইতে যেন জীবের আপন॥

কে গো তুমি দয়াময়?
এত কাছে থাক মোর তবু না ভাঙ্গিল ঘোর
সংসার সাগরে ভেসে যায় তত্ত্বজ্ঞান্।
সংসার-সঙের সার জেনেছি সন্ধান॥

কে গো তুমি দয়াময়?
এত দয়া যদি ধর দয়াময় এই কর
পাপ পুণ্য প্রতি কার্য্যে যেন বলে মন।
তুমি মোর সাথে সাথে আছ অনুক্ষণ॥

শ্রীকালীপদ বিশ্বাস।

মুমূর্ষব্যক্তির খেদোক্তি।

অসার জীবন ভার সহে না আমার,
কালস্রোতে জীবনান্ত হইল এবার।
না ভজিয়া হরি আমি ক্ষেপিলাম কাল,
কাল কুণ্ঠ পাঠাইল মম পার্শ্বে কাল।
হায়! হায়! একি মম দুর্দ্দশা মিলিল।
হেলায় থাকিতে মম বিপদ ঘটিল।
শৈশব লাবণ্য মম কালে নিল হরি,
নিশির স্বপন সম ক্ষণে ক্ষণে স্মরি।

কিশোর মূরতি মম কালেতেই লয়,
যৌবন বিলাস মম ক্রমে হইল ক্ষয়।
বৃদ্ধ কাল কাটাইলাম অতি মনোদুঃখে,
অন্তকাল উপস্থিত হইল সম্মুখে।
মোহ আশে বদ্ধ হ'য়ে হরি না ভজিয়া,
সংসার সাগরে আমি ছিলাম ডুবিয়া।
নাহিক আমার কোন তরির যোগার,
তরি বিনা হরি তুমি কর হে নিস্তার।
অন্ধের নয়ন তুমি দুর্ব্বলের বল,
এক মাত্র নাথ তুমি ভরসা কেবল।
ওহে মৃত্যু! তব কাছে এই নিবেদন,
কর না আমায় যেন হরি বিস্মরণ।
রাম নাম মহামন্ত্র দিয়া মম মুখে,
কোলে লইয়া যাও তুমি যথা ইচ্ছা সুখে।
যাঁর নাম ল'য়ে হয় নারদ সন্ন্যাসী,
যাঁর নামে জনগণ সর্ব্বদা উদাসী।
যে নাম বলিয়া অজামিল হ'ল মুক্ত,
পুরাণাদি সর্ব্বশাস্ত্রে মহর্ষির উক্ত।
যে নাম স্মরিয়া শিব শশ্মানে বৈরাগী,
সেই রাম নাম জন্য আমি অনুরাগী।
সেই রাম নাম যদি আমায় না দিয়া;
লয়ে যাও তব পুরে বঞ্চনা করিয়া।
তব দেহে সঞ্চারিবে অতি মহা পাপ,
নিশ্চয় জানিবে মৃত্যু দিলাম অভিশাপ।

শ্রীআনন্দরাম ভট্টাচার্য্য।

একতাই সাধনসিদ্ধির উপায়।

একাগ্রতা কথাটী বড় ছোট, কিন্তু উহার গুণ অতি মহৎ কার্য্য অত্যন্ত বিস্তৃত, ফল অতীব মধুর। তাই আজ একাগ্রতার কথা সহসা অন্তরে উদয় হইয়া, এক অভিনব অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় ভাবমাধুরীতে বিভোর হইয়া তাহা প্রকাশ করিতে মন বড়ই একাগ্র হইয়াছে। তাই আজ একাগ্রতার কথা আলোচনা করিতে বড়ই কৌতূহল জন্মিতেছে। দেখি, কার্য্যে কতদূর পরিণত হয়। জানি না মা ভাবময়ী, এই অভাবগ্রস্ত সাংসারিক কার্য্যে ব্যস্ত ও সংসারাসক্ত সামান্য বুদ্ধি মানবের অসমর্থ লেখনীর দ্বারা একাগ্রতার অত্যদ্ভুত ও মনোহর ভাব প্রকাশ করণার্থ কতখানি সামর্থ্যদানে এ হতভাগ্যকে সহায়তা করিবেন। জানি না, মা তাঁহারই ভাব কিরূপে বুঝাইবেন।

তিনি সর্ব্বময়ী ও সর্ব্বময়, তিনিই আদি অন্ত ও মধ্য। তিনিই সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার কর্ত্রী। তিনিই এই জগতকে নানারূপ বেশভূষায় সুসজ্জিত করিয়া, লীলাচ্ছলে দিবানিশি তাঁহার ক্রীড়ায় ব্যস্ত আছেন। আবার তিনিই একদিন এই প্রকাণ্ড ভূখণ্ড তাঁহারই অনন্ত ক্রোড়ে লুক্কায়িত করিয়া, পাপ, তাপ, শোক, জরা, মৃত্যু, ব্যাধি প্রভৃতির হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য মনুষ্য হইতে সামান্য কীটানুকীট পর্য্যন্ত যাবতীয় প্রাণীগণকে চিরশান্তি নিকেতনে প্রেরণ করিবেন। তিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বক্ষণই লীলা করিতেছেন। তিনি আমাদিগের দেহাভ্যন্তরে অহোরাত্র বিরাজ করিতেছেন। কিন্তু হায়! মোহান্ধ-হতভাগ্য আমরা, ঊর্দ্ধদিকে নিরীক্ষণ করিয়া, বৃক্ষের মস্তকোপরি সুপক্ক সুরসাল সুমিষ্ট ফল দর্শন করিয়া, আনন্দিত মনে তাহাকে পাইবার জন্য ব্যস্ততার সহিত আকুল প্রাণে ব্যাকুল হইয়া, একাগ্রতার সহিত দণ্ডের সাহায্যে তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া, পরমানন্দে আনন্দিত হওয়ার ন্যায় আমাদিগের এই দেহ বৃক্ষের উপরিভাগে ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত চৈতন্যময়ের দর্শনের জন্য তাঁহার সহিত মিলনেচ্ছায় একটীবারও ব্যগ্র হই না। একটী বারও সেই দুর্লভ সুফল প্রাপ্তির জন্য আমাদিগের একাগ্রতা আসে না। ওঃ কি দুঃখের বিষয়! অধুনা শত শত লোক চক্ষের উপরে শত শত প্রকার একাগ্রতার দ্বারা কত, শত শত কার্য্য সিদ্ধ করিয়া, আপনাদিগের আত্মাকে চরিতার্থ করিতেছে। অহোরাত্র সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্য ৭৩

লোকেই সাংসারিক কার্য্যে ব্যস্ত আছে। তাহাদিগের মধ্যে কতই একাগ্রতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু হায়! সেই একাগ্রতা একটীবারও ঈশ্বরের কার্য্যানুষ্ঠানে নিয়োজিত হইতেছে না, ইহাই দুঃখের বিষয়!

আজকাল স্থানে স্থানে হরিসভা প্রভৃতি সভা সমিতি দর্শন করিলে মনে বড়ই আনন্দ হয় যে, আমাদের এই হতভাগ্য দেশে এই বিংশ শতাব্দির প্রারম্ভে পরমুখাপেক্ষী হিন্দু সন্তানদিগের অন্তরে সভ্যতা ও বিলাসিতার প্রবল বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে মৃদুমন্দ ধর্ম্মবাতাস বহিতেছে। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে? আমাদিগের এক্ষণে সময় বড় মন্দ; তাই সেই ধর্ম্মভাবের মধ্যে কিছু কিছু পাশ্চাত্য ভাব পরিলক্ষিত হয়। সেই সকলের দূরিকরণও সহজ সাধ্য নয়। কারণ একবার যাহার অন্তরে আশুসুখকর পাশ্চাত্য সভ্যতার বিলাস সৌন্দর্য্য প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তাহার অতি সত্বর সে ভাবের পরিবর্ত্তন সম্ভবে না।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটুকু জমীতে যদি একটী আগাছা আশ্রয় গ্রহণ করে, তবে তাহার মূলোচ্ছেদ সহজে সম্ভবে না। তবে সেই আগাছা মরিবার ইচ্ছা বলবতী হইলে, অর্থাৎ সেই বিষয়ে একাগ্রতা থাকিলে, নিশ্চই অপরিষ্কৃত সেই ভূমিখণ্ড আবার কর্ষণোপযোগী করিতে পারা যায়; কিন্তু সে ইচ্ছা কোথায়? অদ্য আমি যেটুকু পাশ্চাত্য ভাব গ্রহণ করিয়া, আমার পবিত্র ধর্ম্মভাবকে কলুষিত ও কলঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছি, সেটুকু আমি নিজে দেখিতে পাইলাম না। অপরে দেখিয়া, উপহাস করিতে লাগিল, তাহাতেও ভ্রুক্ষেপ নাই। আমি বড় সদাশয় ব্যক্তি হইয়াছি; আমার কোন দিকে দৃষ্টি নাই। আমি একজন পণ্ডিত, গন্য মান্য ব্যক্তি হইয়াছি। কিন্তু ঐ উপহাস এস্থানে অগ্রাহ্য করায়, বাজারের সাধারণ ঘৃত দ্বারা আমার পূর্ব্ব পুরুষদিগের শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট মহৎ কার্য্য সাধনক্ষম হোম কার্য্যটী পণ্ড করিলাম।

এইরূপ কত শত শত কার্য্য আমাদিগের চক্ষের উপর অহোরাত্র হইয়া যাইতেছে; যাহা আমরা একবারও দেখি না। একি সামান্য দুঃখের বিষয়? সে সকল বিষয় আমরা দেখিনা, সে সকল দোষ সংশোধন করিতে আমরা যত্নবান্ হই না, কেবল আমাদিগের অহঙ্কার ও অস্মাভিমান পূর্ণভাবে বর্ত্তমান থাকায় ও আমাদিগের সদুদ্দেশ্য সাধন করণার্থে একাগ্রতা না থাকায়।

যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, সেই দিকে দেখিতে পাই, একাগ্রতা বলে কত কার্য্যই সংসাধিত হইতেছে। একটু গ্রীবা উন্নত করিয়া, সম্মুখে চাহিয়া দেখ বুদ্ধিমান ইংরাজ, একাগ্রতাবলে কত নদ নদী সমুদ্রাদি অতিক্রম করিয়া এই বিশাল বিস্তৃত ভারতভূমি জয় করিয়া, তাঁহাদিগের বুদ্ধিবলে ও একাগ্রতার সাহায্যে কত আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত এবং অনির্ব্বচনীয় বাক্ নৈপুণ্যে তোমাদিগকে চিত্র পুত্তলিকাবৎ মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। আজ একাগ্রতার সাহায্যে মহান্ সাম্রাজ্য এক সম্রাটের হস্ত হইতে অপর সম্রাটের হস্তে উপনীত হইতেছে। একাগ্রতাবলে কত লোক কত নূতন শিল্প আবিষ্কার করিয়া জগতে আদরনীয় হইতেছে।

যিনি রেলওয়ে আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তিনিই কি একাগ্রতাবলে এ কার্য্য সাধন করেন নাই? যিনি টেলিগ্রাফ্ আবিষ্কার করিয়াছেন তিনিও ঐ একাগ্রতাবলে এ কার্য্য সাধন করিয়াছেন। যোগী ঋষিরাও একাগ্রতাবলে অদ্ভুত ও অলৌকিক যৌগিক ক্রিয়া প্রদর্শন করত জনসমাজে পরিচিত আছেন। কিন্তু আজ আমরা সেই আর্য জাতি হইয়া, আর্যবংশ সম্ভূত হইয়া অনার্য সেবিত বিষয় ভোগে রত হইয়া, বল, বীর্য্য, শৌর্য্য, একাগ্রতাদি সমস্ত একেবারে জলাঞ্জলি দিয়া, পাশ্চাত্য সভ্যতায় মুগ্ধ হওত সকল বিষয়ে পরমুখাপেক্ষিতা অবলম্বন করিয়া, অবনত মস্তকে কুৎসিৎ ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া যাইতেছি।

এক্ষণে ধর্ম্মভাবে দেশ মাতাইতে যাইতেছি, কিন্তু বাহিরে ঈশ্বরের সৃজিত যাবতীয় চেতনাচেতন পদার্থরাশি নিরীক্ষণ করিয়া, তাহাদিগের নিকট একাগ্রতা শিক্ষা করিয়া, সেই একাগ্রতার সাহায্যে পরম পিতা পরমেশ্বরের দর্শনাশয়ে ব্যাকুল হইতেছি না। শিক্ষা করিবই বা কি করিয়া? আমাদের কি সে জ্ঞান আছে? ঐ যে উন্নত পর্ব্বত শৃঙ্গ অবাধে, ঝড়, বৃষ্টি, রৌদ্রাদি শীত, গ্রীষ্ম প্রভৃতি নানারূপ সুখ দুঃখের দিকে দৃকপাত না করিয়া, একাগ্রমনে গ্রীবা উন্নত করিয়া, উর্দ্ধ দিকে অনবরত অভিধান করিতেছে, উহা কোন্ উদ্দেশ্য সাধন করিবার একাগ্রতা তাহা কেমন করিয়া বলিব। ঐ যে, প্রবলা নদীর স্রোত অবলীলাক্রমে পাহাড় পর্ব্বতাদি রাশি রাশি বাধা বিঘ্নাদি অতিক্রম করিয়া, একমুখী হইয়া, একদিকেই ছুটিয়াছে; বোধ হয় সেই মহাসমুদ্রে মিলিত হইয়া, আপনার সমস্ত পরিশ্রম ও জ্বালা যন্ত্রণাদি মিটাইবার আশা পরিতৃপ্তির একাগ্রতা।

যাহা হউক দেখ দেখ ঐ নদীর কিনারায় যে ছোট খালটী আছে, তাহার নিকট জল কেমন স্থিরহওত যেন কোন্ দিকে যাইবে ভাবিয়া, অবশেষে কতক জল সেই খালের মধ্যে চলিয়া গিয়া, একটা গ্রামের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল, আর কতক, কোনদিকে না যাইয়া সমস্ত জলরাশির সহিত মিলিত হইয়া, মহাসমুদ্রে পতিত হইয়া, আপনাদিগের সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা মিটাইল। আমি বলি যাহারা সমুদ্রে মিলিত হইয়াছে উহাদের একাগ্রতা সুফল প্রদান করিল। কিন্তু ঐ ক্ষুদ্র খাল মধ্যস্থ জল সমূহের ভ্রমণ আরও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। যখন বর্ষা ধারায়, গ্রামস্থ জল রাশি উহাদের সহিত মিলিত হইতেছে, তখন উহারা আর একটু দলে ভারি হইয়া, সে স্থান হইতে গ্রামের অন্য স্থানে প্রস্থান করিতেছে; ভাবিতেছে এইবার বুঝি আমাদের নিস্তার হইল। কিন্তু সেখানে যাইয়াও নিস্তার নাই। এক বদ্ধ কূপে আবদ্ধ হইতে হইয়াছে। কিন্তু উহাদের মধ্যে যাহারা ছটকাইয়া, বাহির হইয়া, পড়িল; তাহারাই আবার পূর্ব্ব বর্ণিতা নদীর সহিত মিলিত হইয়া, কষ্ট নিবারণ করিল। তবে না হয় একটু বিলম্ব হইল। কিন্তু যাহারা পড়িয়া রহিল, তাহারা জন্মের মত কূপ মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িল। হয়ত ঐখানেই তাহাদিগের লীলা সম্বরণ হইবে।

ভাই! আমাদেরও এ দশা উপস্থিত। আজ মহান সমুদ্র রূপ ঈশ্বরের সহিত মিলিত হইব বলিয়া, আমরা দলবদ্ধ হইয়া. একদিকে ছুটিয়াছি বটে; কিন্তু সে একাগ্রতা আমাদিগের কৈ? ঐযে, কতক লোক সংকীর্ত্তন দল ছাড়িয়া, অন্য দলে মিশিতেছে। ঐযে, কতক লোক এপথ ভাল নয় বলিয়া বিধর্ম্মী পথ অবলম্বন করিতেছে। এইরূপ আমাদিগের হিন্দু সমাজরূপ মহানদীটী নানাদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া, পুনঃ পুনঃ এই সংসার ক্ষেত্রে ভ্রমণ করিতেছে। হায়! আমাদিগের দুঃসময়ই পড়িয়াছে যে এমন কেহ কাহারও কথা শুনে না, কেহ কাহারও মত লইয়া কার্য্য করে না। আমাদের উপায় কি হইবে? ইহার উপায়, সকলের সহিত একত্র মিলিত হইয়া, সেই একাগ্রতার সাহায্য গ্রহণ করা। ইহা ব্যতীত আর কোনও উপায় দেখি না।

আজ যদি আমরা একাগ্রতার সাহায্য গ্রহণ করি, তবে সেই পূর্ব্ব কথিত সুরসাল মধুর ফলের রসাস্বাদন মানসে তাহা কুলকুণ্ডলিনীর সাহায্যে সুষুম্না পথ দিয়া, একাগ্রতাবলে সাধন লগুড় দ্বারা পাড়িতে পারি। তাই

বলি ভাই, আর মোহান্ধকারে পড়িয়া থাকিও না। আর অহঙ্কার বশ হওত আপনাদিগের আত্মাভিমান বজায় রাখিতে যাইয়া, সাধনার ধন অমূল্য নিধি জগদ্বন্ধুর অন্বেষণের জন্য ওরূপ পাশ্চাত্যভাবে বিচরণ করিও না। যদি ঈশ্বর প্রেম উপলব্ধি করিতে চাও, যদি তাঁহার অনুগ্রহভাজন হইতে ইচ্ছা কর, তবে একমনে, উদ্ভ্রান্ত প্রাণে, ব্যাকুল চিত্তে একাগ্রতার সহিত তাঁকাকে ডাক; তিনি দয়া করিবেন। তিনি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। তোমার কোন অভাব থাকিবে না। তাঁহার রাজ্যে অভাব নাই। তাঁহার নাম দয়ারসাগর। একাগ্রচিত্তে কাতর কণ্ঠে ডাকিলে, তিনি ভক্তকে দয়া না করিয়া থাকিতে পারেন না। তাই বলিতেছিলাম, একাগ্রতা কথাটী ছোট কিন্তু উহার ভাব বড় মধুর, উহার সাধনের পরিণাম ফল বড়ই মিষ্ট। অতএব একাগ্রতাই সাধন সিদ্ধির উপায়।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।

গুরু লঘু।

যে বস্তুর ওজন বেশী তাহা গুরু; যে বস্তুর ওজন কম তাহা লঘু। যাহার ওজন বেশী তাহার সারবত্তা ও মূল্যও বেশী; যাহার ওজন কম তাহার অসারতা বেশী মূল্য কম। বৃক্ষের বল্কল চেয়ে তার অভ্যন্তরীণ সারাংশের মূল্য অধিক। কারণ। তাহার ওজন অধিক, দৃঢ়তা অধিক। ঘনত্ব গুরুত্বের কারণ। খোলার চেয়ে সুন্দরখণ্ডের ওজন অধিক সুতরাং গুরু।

সিন্ধুগর্ভে দ্যুতিমান্ মণি গুপ্ত থাকিয়া ও নিজ ঝলমলি দ্বারা প্রকাশমান তরঙ্গায়িত মনঃসিন্ধুর অন্তস্তলে চিন্ময় দিব্য কোহিনুর স্বপ্রকাশরূপে বিরাজমান আছেন। দেহের নিচে মন, মনের নিচে সে হীরকমণি। তন্নিম্নে মণিময় হীরকখনি। উহা সিন্ধুর তলা। এই হীরকখনি নিজাশ্রয়ে বিরাজিত তন্নিম্নে আর কিছু নাই। সুতরাং উহার চেয়ে আর গুরু বস্তু নাই। ক্রমোর্দ্ধে লঘুর বসতি। ভারী বস্তু ডুবে, লঘু ভাসে। যে বস্তু যতটুকু ডুবে, সে ততটুকু তলসামীপ্যাধিক্য লাভ করে। যে জীব অধিক ডুবিয়াছে, সে চিন্ময় হীরক খনির অধিক নৈকট্য লাভ করিয়াছে। তাহার গুরুত্ব অধিক। ডুবে কেন?—গুরুত্বে। গুরুত্ব নিমজ্জন হেতু। গুরুত্ববাড়ে কিসে? তত্ত্বজ্ঞানে তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যুদয়ে ও বিকাশে জীবের গুরুত্ব বিবর্দ্ধিত হয়। তৎসহযোগে জীব কিছু কিছু করিয়া ডুবিতে থাকে।

ভাসমান জীব বিষয়োন্মুখ। জীব যতই ডুবিতে থাকে, ততই সে বিষয় সম্বন্ধ হইতে অপসৃত হয় ও কৃষ্ণাভিমুখ্য প্রাপ্ত হয়। ডুবদিলে বাহিরের বস্তু দেখা যায় না। কিন্তু তলাভিমুখী হইয়া জীব সমুদ্রগর্ভে হীরাদ্যুতি দীপ্তিত দেখিতে পায় এবং ক্রমে ভাগ্যফলে সে অমূল্য খনির খোঁজ পায়। গুরুত্বের সমাধিক্যে জীব অন্তর্দশার শীতল ক্রোড়ে স্থান পায়। অন্তর্দশার ক্রমাধিক্যে বহির্দশার ক্রমাবসান ঘটে।

যার যতটুকু তত্ত্বজ্ঞান তার ততটুকু গুরুত্ব ও অন্তর্মুখতা। এই আপেক্ষিক সম্বন্ধে গুরু লঘু বা গুরু শিষ্য। কৃষ্ণাভিমুখ্যে যিনি অধিক অগ্রগামী বা সমাপবর্ত্তী তিনি অনুগামীর গুরু। গুরুত্ব তত্ত্বজ্ঞান মূলক। আবার এই তত্ত্বজ্ঞান ভগবদ্ভক্তি হইতে উদ্গত হয়। সুতরাং ভগবদ্ভক্তিই গুরুত্বের নিয়ামক। তুমি আমাকে মন্ত্র দাও বা না দাও, তোমার নিকট উপদেশ গ্রহণ কর বা না কর, তুমি যখন ভক্তির মালে অধিক বোঝাই, তখন তুমি আমার স্বাভাবিক গুরু। কারণ তোমার গুরুত্ব সমধিক। আমি লঘু। আমি অনুভব করি বা না করি, তোমার ভক্তি প্রবণ প্রাণ আমার প্রাণাকর্ষী। অন্তঃসলিলা প্রবাহিনীর মধুর তরঙ্গযোগ কেলিবৎ ভক্তির যোগাকর্ষণী শক্তি কভু নিরস্তা নহেন। উহার লীলা নিত্য। তোমার আমার নয়নে নয়নে মিলনচাহিনী মাত্র আবার মস্তক কিবা মন্ত্রে তোমার পদে ঢলিয়া পড়ে। আমি স্বতঃই যেন তোমার কাছে ছোট হইয়া যাই।

গুরু বস্তুর সহিত লঘু বস্তু বাঁধিয়া দিলে, গুরু বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে লঘু বস্তু ডুবে। কারণ লঘু অনুপাণতাবলে ভক্তি বিষয়ে গুরুত্ব লাভ করে। এজন্য অধ্যাত্ম পদবীতে গুরুকরণ অবশ্য কর্ত্তব্য। ভক্তি শ্রীভগবানের শ্রীঅঙ্গের ক্ষরিত স্বেদসুধা। উহাতে শ্রীঅঙ্গদীপ্তি ও মৃগমদগন্ধ রেণু রেণু মিশ্রিত থাকে। ভক্তই গুরু। ভক্তিতে কৃষ্ণরস গন্ধ আছে বলিয়া উহা হইতে কৃষ্ণভাব স্ফুরিত হন। সুতরাং গুরু কৃষ্ণের প্রকাশ মাত্র অথচ ভক্ত। যাহাতে কৃষ্ণের যতটুকু প্রকাশ তাহার ততটুকু গুরুত্ব। কোনও ভক্তহৃদয়ে কৃষ্ণ প্রতিপচ্চন্দ্র, কোনও ভক্তহৃদয়ে কৃষ্ণ দ্বিতীয়ার চাঁদ, কারো তৃতীয়ার, কারো হৃদয়ে পূর্ণচন্দ্ররূপে আবির্ভূত হন।

মনকে এস্থলে তরঙ্গায়িত সিন্ধু বলা হইয়াছে! নির্ব্বিকার আত্মাকে হীরকখণ্ড ও অখণ্ডানন্দাত্মাকে হীরাময় মণিখানি বলা হইয়াছে। তবে ভক্তির গুরুত্বে ডুব দিবার জন্যে দায়ী অপর বস্তু আমি কে? এই প্রশ্নের

উত্তর সিদ্ধান্ত না হইলে, মূলে গোল থাকিয়া যায়। হীরকখণ্ড নির্ব্বিকার যে আত্মা উনিই দেহরূপ মালিন্যমিশ্র হইয়া জীবাত্মা বা আমি হন। উনিই ভক্তিভরে ডুবিতে ডুবিতে স্বরূপে পৌঁছিয়া প্রকাশ মান হন। এক "আমি" রই দ্বিত্বানুভূতি ঘটে। আমি গরিবের ছেলে শিষ্ট বিনীত মিষ্ট স্বভাব, আবার আমিই দারোগাগিরি কি জজীয়তি পাইয়া মানে গর্ব্বে ছালে বাকলে আর একটী হইয়া বসি। আমি যে সাদাসিধে গরিব ছেলে সে পূর্ব্বকথ আর মনে থাকে না চাকরী গেলে পুনর্মূষিকো ভব। তাই ভাইরে, গুরুরক্ষ সাব ভবে।

আমি ডুবিয়া আমি হইলে, আমিত্ব থাকিতে চাহেনা, তত্বেটানে। এই হইল তত্বজ্ঞানের সার কথা। সার বলিয়া ভার বেশী। তত্ব আর কৃষ্ণত্ব এক কথা। পরমেষ্ঠী গুরু, পাবাপর গুরু, পরম গুরু, সকল গুরুর সার গুরু কৃষ্ণ। "চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং নাস্তি।" কৃষ্ণের চেয়ে গুরুত্ব আর কারো নাই, কারণ "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" সুতরাং কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি সংযোগে জীব গুরুত্ব লাভ করে। সে স্ফূর্ত্তিমুক্তাও ভক্তি শুক্তি প্রসব করে।

আমার ভক্তিসঞ্চার হয় নাই, চিত্তে কোনদিনও বারেক ধূ ধূ কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি পান নাই, তবে যে আমি গুরুগিরি করি, তা কেবল স্বার্থমূলক ব্যবসায়। ব্যবসায়াত্মক গুরুগিরির শিখরে অশনি নির্ঘাত না হইলে, দেশের দশের মঙ্গল নাই। ইদানীং গুরুর অভাব নাই, শিষ্যের অভাব। ফরিঙ্গা ফিঙ্গা হইয়াছে। গরুড়ের পাখাবাড়া থাকিলে, ফরিঙ্গের পাখা নাড়া পাঁড়া হইত। ফরিঙ্গাই যেন গরুড় বা গুরু হইয়া সাপে ছোঁ মারিতে বসিয়াছে। কালের গতিতে কি না হয়। অনধিকারী গুরুগিরি দ্বারা আত্মঘাতী হইতেছে এবং নির্ম্মল সত্য ধর্ম্মে ঐ শিরির চাপা পড়িয়া যাইতেছে। আক্ষেপের বিষয়। লঘুর গুরু হইতে যাওয়া বামনের চাঁদে হাত দিবার প্রয়াসবৎ আস্পর্দ্ধামাত্র। এই কল্পিত গুরুতে দীনতার অভাব হয়। সুতরাং পতন ধ্রুব, অবশ্যম্ভাবী। এই পতনোন্মুখ গুরুবৃত্তি সহস্র সহস্র জীবকে বিপথী করিতেছে। "আমি লঘু" এই বিশ্বাস অনুদিন হৃদয়ে পোষিত না হইলে, ভবসাগর নিস্তারের আশা করা যায় না, ব্রজের রাগফালকেলিতো দূরের কথা। গুরুর গুরুত্ববোধ স্বাভাবিক সুতরাং সত্য। সত্যে মায়াত্মকতা নাই, কিন্তু লঘুর গুরুম্মন্যতা ? চিত্তবিকারের ফল বৈ আর কিছু নয়।

শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুপাদ শিষ্য করিবেন না চিরসংকল্প। শ্রীল নরোত্তমঠাকুর মহাশয় উক্ত গোস্বামিজীর মল পরিত্যাগস্থল পরিষ্কার করিতে করিতে বহু কষ্টে ও তপস্যায় তাঁহার কৃপা ও শিষ্যত্ব লাভ করিতে পারিয়াছিলেন ইহা সকলেই জানেন। এই উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া চলিলে বোধ হয়, আমাদের মঙ্গল হইত। এখন শিষ্য গুরু খুঁজেন না বরং গুরুগণ শিষ্য খুঁজিয়া বেড়ান। এর চেয়ে আধ্যাত্মিক অধোগতি আর কি? গুরু লঘুর যথার্থ মর্য্যাদা যখন নীরোগ হইবে তখন দেশের সর্ব্ববিধ অভ্যুদয় সূচিত হইবে।

শ্রীকালীহর বসু।

বিশ্বাস করিয়া কর এতিন সেবন ॥
তিন হৈতে কৃষ্ণ নাম প্রেমের উল্লাস।
কৃষ্ণের প্রসাদ তাতে সাক্ষী কালিদাস ॥
নীলাচলে মহাপ্রভু রহে এই মতে।
কালিদাস মহাপ্রভু কৈল অলক্ষিতে ॥"

ঝড়ুঠাকুর বৈষ্ণব ছিলেন, কিন্তু তাঁহার বৈষ্ণবাভিমান ছিল না। তিনি জানিতেন, আমি নীচ জাতি আমার পদরজ কি আমার উচ্ছিষ্ট কালিদাস পাইতে পারেন না। কালিদাসেরও জাত্যাভিমান ছিল না। তিনি ভাবিতেন, আমি ঝড়ুঠাকুর অপেক্ষা নীচ; কেননা তিনি বৈষ্ণব। তাঁহার উচ্ছিষ্ট বা তাঁহার পদরজ কোন প্রকারে গ্রহণ করিতে পারিলেই আমি পবিত্র হইব। ঝড়ুঠাকুর সামান্য বিধির অনুষ্ঠান করিয়া কালিদাসের বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে অস্বীকৃত হইলেও, তিনি, বিশেষ বিধির আশ্রিত কালিদাসের নিকট পরাস্ত হইলেন। সামান্য বিধি কালিদাসের বিশেষ বিধিকে আটকাইয়া রাখিতে পারিল না। কালিদাসের জয় হইল। কালিদাস বিধি লঙ্ঘন করিয়াও বিধি-লঙ্ঘন করিলেন না। যাহাতে ভগবান সন্তুষ্ট হন, তাহাতে কি বিধি-লঙ্ঘন দোষ ঘটিতে পারে? ধন্য কালিদাস! ধন্য ঝড়ুঠাকুর। তোমরাই বৈষ্ণবের চূড়ামণি। তোমাদের জয় হউক।

ব্রজবাসিনী গোপ রমণীগণ বিধি-লঙ্ঘন করিয়াছেন। তাঁহারা পিতা মাতা, পতি, পুত্র, ভাই বন্ধু সকলকে ত্যাগ করিয়া উপপতি শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে আদর্শ করিয়া এক্ষণে অনেকেই ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কার্য্য করিতেছে। আমরা এক্ষণে এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

ভগবানকে পাওয়ার জন্যই সমস্ত বিধি। মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হইয়া দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারিলে, নানা প্রকার দেখিয়া শুনিয়া জগতের কর্ত্তা ভগবানকে ডাকিবার জন্য ইচ্ছা হয় সুতরাং দীর্ঘ জীবন লাভ করিবার জন্য যে সমস্ত বিধি আছে, সেই সকলের প্রকৃত উদ্দেশ্য ভগবৎ প্রাপ্তি। জীব মাত্রেই সুখের জন্য ব্যস্ত। যে পর্য্যন্ত প্রকৃত সুখের মুখ দেখিতে না পায়, সেই পর্য্যন্ত সকলে সুখ অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়। প্রকৃত সুখই ভগবৎ প্রাপ্তি। অতএব সুখ প্রাপ্তির জন্য যে সমস্ত বিধি আছে, সেই সকলের উদ্দেশ্য ভগবৎ প্রাপ্তি। ত্যাগ ও গ্রহণ সম্বন্ধীয় যত রকমের বিধি আছে, ইন্দ্রিয় সংযম ও

ভক্তি লাভের জন্য যত রকম বিধি আছে, সমস্ত বিধিরই উদ্দেশ্য ভগবৎ প্রাপ্তি। এইরূপ সমস্ত বিধিরই উদ্দেশ্য ভগবৎ প্রাপ্তি হইলেও, নদী সকল সমুদ্রে পতিত হইলে যেমন নদীর নদীত্ব কিছুই থাকেনা, সেইরূপ ভগবৎ প্রাপ্তি হইলে, জগতের কোন বিধিরই অস্তিত্ব থাকে না। আবার সীমা বদ্ধ নদী যেমন অসীম সমুদ্রের প্রকৃত সংবাদ দিতে পারে না, সেইরূপ জগতের সীমাবদ্ধ সমুদায় বিধি অসীম ভগবানের প্রকৃত সংবাদ দিতে পারে না। এক হিসাবে জগতের যাবতীয় বিধি বন্ধনের হেতু, অন্য হিসাবে ভগবৎ প্রাপ্তির উপায়। গোপীগণ ভগবানকে পাইয়া সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট জগতের কোন বিধিই থাকিতে পারে না। তাঁহাদিগের বিধি-লঙ্ঘন দোষের নহে। তাঁহাদের পিতা মাতা ত্যাগ নহে; তাঁহাদের ভাই বন্ধু ও পুত্র কন্যা ত্যাগ, ত্যাগ নহে; তাঁহাদের পতি ত্যাগ, ত্যাগ নহে। যাঁহাকে পাইবার জন্য গৌণ ও মুখ্যরূপে জগতের সমস্ত বিধি; তাঁহাকে পাইবার সময় বিধির প্রতি দৃষ্টি রাখিবার প্রয়োজন কি?

গোপীরাই শ্রীকৃষ্ণে প্রকৃত আত্ম সমর্পণ করিয়া অসীম প্রেম সমুদ্রে ভাসিয়াছেন। তাঁহারা বিধির পারে রহিয়াছেন। তাঁহাদের ঘর কন্না ও আত্মীয় স্বজন সমস্তই বাহ্য।

"তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজ দেহে প্রীত।
সেহতে কৃষ্ণের লাগি জানিহ নিশ্চিত॥" শ্রীচৈঃ চঃ।

গোপীদিগের সম্বন্ধে কোন বিধিই নাই, অথচ তাঁহারা সকলের আদর্শ। তাঁহাদের ন্যায় বিধির পারে যাইবার জন্য আমাদের বিধি। বিধি-লঙ্ঘন দোষ গোপীদিগের নাই।

ভগবানকে উপপতি ভাবে গোপীগণ চির দিনের মত প্রেমে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। ভগবান তাঁহাদের নিকট হইতে একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেই তাঁহারা কাঁদিয়া ব্যাকুল হন। যে ধ্যানবলে যোগিগণ পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করেন, সেই ধ্যান তাঁহাদের নিকট অতি তুচ্ছ। এই জন্য গোপী ভাবে যোগী ঋষিগণও প্রার্থনা করেন। গোপী ভাব নির্ম্মল কামগন্ধশূন্য ইহাতে দোষ স্পর্শ হইতে পারে না।

গোপীদিগের কার্য্য শাস্ত্র বিরুদ্ধ হওয়ায়, তাহাতে দোষ হইয়াছে বলিয়া যদি স্বীকার করি, তাহা হইলেও দোষ যে সংশোধিত হইয়া গুণরূপে পরিণত হইয়াছে, একথা আমাদিগকে বলিতে হইবে। কেননা—

"কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেবচ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

ভাগবতে দেখিতে পাওয়া যায়, যে সকল পোপীর গুণময় দেহ ছিল, তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণকে উপপতি ভাবে ভজিয়া গুণময় দেহ বিসর্জ্জন করিয়াছেন।

দুঃসহ প্রেষ্ঠ বিরহ তীব্রতাপ ধূতা শুভাঃ।
ধ্যান প্রাপ্তাচ্যুতা-শ্লেষ নির্বৃত্যাক্ষীণমঙ্গলাঃ॥
তমেব পরমাত্মানং জার বুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ।
জহুর্গুণময়ং, দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণ বন্ধনাঃ॥

উপায় বিশেষে বিষ যেমন সংশোধিত হইয়া অমৃত রূপে পরিণত হয়, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণকে উপপতি ভাবে ভজিলেও ঔপপত্য দোষ সংশোধিত হইয়া পরম সুখ রূপে পরিণত হয়। যে কৃষ্ণ নামের প্রভাবে রাশি রাশি পাপ বিনষ্ট হয় ও জীব অনায়াসে মুক্ত হইয়া পরম পদ লাভ করে; সেই কৃষ্ণের নাম ও সেই কৃষ্ণের সঙ্গ করিয়া গোপীদিগের ঔপপত্য দোষ কোন রূপেই থাকিতে পারেনা। গোপীদিগের বিধি লঙ্ঘন দোষের নহে।

নিত্যসিদ্ধা গোপীগণের ঔপপত্য দোষ নিবারণের জন্য আর একটি সিদ্ধান্ত দেখিতেপাই, সে সিদ্ধান্ত এই, ভগবান যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়া ব্রজলীলার বিকাশ করেন। এই লীলায় ব্রজ গোপীগণের সহিত তাঁহার উপপতি ভাব সংঘটনের যোগ মায়াই এক মাত্র হেতু। শ্রীকৃষ্ণ বলেন যথা চরিতামৃতে, "মোবিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে। যোগমায়া করিবেন আপন প্রভাবে" আমিত নাজানি নাজানে গোপীগণ, ইত্যাদি, বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ গোপীগণের নিত্যকান্ত, এবং ব্রজ গোপীগণ তাঁহার নিত্যকান্তা। তাঁহারা ক্ষণকালের জন্য পতিব্রতা ধর্ম্মত্যাগ করেন না, শ্রীমতী রাধিকার পতিব্রতা সম্বন্ধে রায় রামানন্দ বলিতেছেন, "যাঁর পতিব্রতা ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী।" সুতরাং নিত্য সিদ্ধা নিত্য প্রিয়া নিত্য কান্তা গোপীগণের ঔপপত্য দোষই বা কি আর বিধিলঙ্ঘনই বা কি?

যে সকল রমণী উপপতিতে আত্মোৎসর্গ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজনা করিতেছি বলে, তাহারা ভজনের প্রণালী কোথা হইতে লাভ করিল কেহ বলিতে পার কি? ইহাতে কি বিধি লঙ্ঘণ দোষ হয় না? ইহাকি পাপের আকর নহে?

গোপীগণ তাহাদের আদর্শ হইতে পারে না। কেননা গোপীরা শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য পুরুষ জানেন না, অন্ধকার ও আলোকে যত প্রভেদ, পাপ ও পুণ্যে যত প্রভেদ, শ্রীকৃষ্ণ ও জীবে তাহা হইতে অধিক প্রভেদ। অন্য নায়কের সহিত অবৈধ প্রণয় কাম বা রূপজ মোহ; ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রণয় কামগন্ধ-শূন্য অকৈতব প্রেম। গোপীগণ পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া বিধির পার হইয়াছেন। আর এই সকল রমণী পরপুরুষের জন্য বিধিভ্রষ্ট হইয়া নরকের দ্বার উন্মুক্ত করিতেছে।

"গোপীরা শ্রীকৃষ্ণ লীলা অনুকরণ করিয়াছেন, আমরাও রাধাকৃষ্ণের কোন কোন লীলা অনুকরণ করিয়া থাকি; আমাদের রসিকের মত।" এই কথা বলিয়া যাহারা স্ত্রী-সঙ্গ করে, তাহাদের জন্য কিছু বলিতেছি।

লীলানুকরণ ত্রিবিধ। প্রথম, যাত্রাদিতে লীলার অনুকরণ। এইরূপ লীলানুকরণ সাধনের মধ্যে আসিতে পারে না। ইহাতে কিছু উপদেশ পাওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু সাধনের কিছুই হয় না। সুতরাং ইহা লইয়া আমাদের কোন বিচার নাই। তবে এইরূপ অনুকরণ কেহ কেহ যে ভক্তির চক্ষে দেখিয়া থাকেন; সে কথা স্বতন্ত্র।

দ্বিতীয়, আবেশে লীলানুকরণ। ভূতাবিষ্ট ব্যক্তি যেমন ভূতের ন্যায় ক্রিয়া করিয়া থাকে; এমনই কোন কোন সাধক আবেশে ভগবানের ন্যায় ক্রিয়া করিয়া থাকেন।

অদ্বৈত বলেন ভূতে আবেশ যে করে।
তাতে আর কৃষ্ণাবেশে সমভাব ধরে॥
সে দিবস কৃষ্ণাবেশে নৃত্য যে করিনু।
কি করিনু কি বলিনু কিছু না জানিনু॥
লোকে সব সম্প্রতি সে সব কথা কয়।
তা শুনিয়া মোর হয় সন্দেহ প্রত্যয়॥"

শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয়।

ভক্তমালের লীলানুকরণ চরিত্রে কয়েক স্থানে এইরূপ আবেশের কথা লিখিত আছে। পবিত্র স্বভাব সাধক ব্যতীত এইরূপ আবেশ অন্যে সম্ভবেনা। বিশেষতঃ ভগবানের আবেশ যাহাতে হয়, তাঁহার নিজের কিছুই থাকে না। তিনি তৎকালে ভগবানের স্বরূপ হন। এই আবেশ সম্বন্ধে মুরারি গুপ্ত দামোদর পণ্ডিতকে বলিয়াছেন—

"জনস্য ভগবদ্ধ্যানাৎ কীর্ত্তনাৎ শ্রবণাদপি।
হরেঃ প্রবেশো হৃদয়ে জায়তে সুমহাত্মনঃ॥
তস্যানুকরণঞ্চাত্র তত্তেজস্তৎপরাক্রমং।
দধাতি পুরুষোনিত্যং আত্ম দেহাদিবিস্মৃতিঃ॥
ভবেদেবং ততঃ কালে পুনর্ব্বাহ্যো ভবেত্ততঃ।
করোতি সহজং কর্ম্ম প্রহ্লাদস্য যথা পুরা॥
তাদাত্ম্যো ভূত্তোয়নিধৌ পুন র্দেহস্মৃতিস্তটে॥"

অর্থাৎ শ্রীভগবদ্ধ্যান, কীর্ত্তন ও শ্রবণ হইতে সুমহাত্ম্যার হৃদয়ে হরির প্রবেশ হয়। ভগবান হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে মনুষ্য ভগবানের অনুকরণ করে, এবং ভগবত্তেজ ও ভগবৎ পরাক্রম ধারণ করে; এবং আত্ম দেহাদি বিস্মৃত হয়। তাহার পরে সময়ে পুনরায় বাহ্য হয়, এবং বাহ্য হইলে সহজ কর্ম্ম করিয়া থাকে। যেমন পূর্ব্বে প্রহ্লাদের সমুদ্র মধ্যে তাদাত্ম্য ও তটে বাহ্য হইয়াছিল।

এইরূপে যিনি আবিষ্ট ও ভগবন্ময় হন, তাঁহার কুক্রিয়া করিবার অবসর থাকে না। তিনি একরূপ বা সম্পূর্ণ রূপ বাহ্য জ্ঞান শূন্য হন। ভগবানের চরিত্র যাহারা না বুঝে, যাহারা নীচাশয় তাহারাই অন্যায় রূপ ব্যবহার করিয়া আপনাদের মন্দ চরিত্রের পরিচয় দিয়া থাকে। তাহারাই লীলানুকরণের দোহাই দিয়া স্ত্রী-সঙ্গ করিবার অবসর গ্রহণ করে। তাহারাই বিধি মর্য্যাদার হানি করিয়া কুল-রমণীর সতীত্ব নষ্ট করিবার চেষ্টায় ফিরে।

তৃতীয়, গোপীদিগের ন্যায় কৃষ্ণলীলার অনুকরণ, রাস-বিলাসিনী গোপীকাগণ, শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানে উন্মাদিনী হইয়া বনে বনে কৃষ্ণান্বেষণ করিয়া বেড়াইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকে না পাইয়া উন্মত্তাবস্থায় কৃষ্ণলীলার অনুকরণ করিয়াছেন। সেরূপ অনুকরণ করিবার অগ্রের সাধ্য কি? গোপীভাব হৃদয়ে ধারণ করিতে না পারিলে, ইহার ধর্ম্মই কেহ অনুভব করিতে পারে না অনুকরণত দূরের কথা। ইহা গোপী-প্রেম-সমুদ্রের আবর্ত্ত। ইহা বেদ বিধির পরে। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের যে যে লীলার অনুকরণ করিয়াছেন, তাহা হইতে স্ত্রী সঙ্গ করিবার কিছুই পাওরা যায় না। সুতরাং এই অনুকরণের অনুকরণে স্ত্রীজাতির সতীত্ব নষ্ট করিবার কোন ব্যবস্থাই হইতে পারে না।

হে বিধি ভ্রষ্ট রসিকের দল! এই সকলের কোনটীর মধ্যেই তোমাদের স্থান হইল না। এক্ষণে যদি তোমরা অন্য কোন রকমের রসিক হও, আর সর্ব্বদা পরস্ত্রী সংসর্গে কামানন্দে জীবন অতিবাহিত কর; তাহা হইলেও তোমরা মনুষ্য সমাজের শত্রু ভিন্ন কিছুই হইতে পার না।

ভগবান মনুষ্য সমাজে আসিয়া মনুষ্য হইয়া নিজে আচরণ করিয়া শিক্ষা দিয়া থাকেন। তাঁহার কার্য্য মনুষ্য গ্রহণ করিতে পারে। যে হেতু,

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্ত দেবেতরোজনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥"

এই কথা বলিয়া বৃন্দাবন বিহারী শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শ করিয়া যাহারা পরস্ত্রীতে অনুরক্ত হইয়া বিধি-লঙ্ঘন করে, তাহাদের জন্য কিছু বলিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণ প্রকটিত হইয়া যত স্থানে যত প্রকার শিক্ষা দিয়াছেন, তাহার মধ্যে বৃন্দাবনের শিক্ষা বড় কঠিন। এই শিক্ষা সকলকে ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। বৃন্দাবনে তাঁহার শিক্ষা প্রেম ও ভক্তি। বৃন্দাবনে তিনি মনুষ্যরূপী আরাধ্য ভগবান ও ব্রজবাসীগণ তাঁহার উপাসক, তিনি ব্রজবাসীদিগের দ্বারা উপাসনাতত্ত্ব বা প্রেমভক্তি সর্ব্বত্র প্রচারিত করিতেছেন। চরিতামৃত বলেন,—

ব্রজ লোকের কোন ভাব লঞা যেই ভজে।
ভাব যোগ্য দেহ লঞা কৃষ্ণ পায় ব্রজে॥

বৃন্দাবন কর্ম্মক্ষেত্র নহে। ইহা অপ্রাকৃত প্রেমভক্তির নিত্য রাজ্য। এখানে প্রেমময়ের প্রেমের খেলা নিত্য বর্ত্তমান। প্রকট লীলায় বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য ভক্তগণকে অনুগ্রহের জন্য অনুষ্ঠিত হইলেও কেহ তাঁহার ন্যায় কার্য্য করিবার অধিকারী হইতে পারে না, তবে ব্রজবাসীদিগের ন্যায় কার্য্য করিবার কেহ কেহ অধিকার পাইতে পারেন। যাঁহার রাসাদি-বিলাস শ্রদ্ধা পূর্ব্বক শ্রবণ করিলে হৃদ্রোগ বিনাশ পায় ও প্রেমভক্তি লাভ হয়, তাঁহার ন্যায় কার্য্য করিবার অধিকার কাহার আছে?

"কর্ম্ম, তপ, যোগ, জ্ঞান, বিধি, ভক্তি, জপ, ধ্যান,
ইহা হইতে মাধুর্য্য দুর্ল্লভ।
কে বলয় রাগ মার্গে, ভজে কৃষ্ণ অনুরাগে,
আরে কৃষ্ণ মাধুর্য্য সুলভ।"

"শাস্ত্র যুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি।"

"বেদ বিধির অগোচর।"—ইত্যাদি।

এই সকল শাস্ত্রীয় বাক্যের গভীর তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া, অনেকে স্ত্রী-জাতির সহিত অবৈধ প্রণয় সংস্থাপন করিয়া বিধি লঙ্ঘন করে। উপসংহারে তাহাদের জন্য কিছু বলিতেছি, যাহা ভালরূপ বুঝিতে না পার, যাহাতে সন্দেহ থাকে, সেই পথ দিয়া অন্ধের ন্যায় কেহ যেন বিচরণ করিও না; অকারণ বিধিভ্রষ্ট হইয়া কেহ যেন দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম নষ্ট করিও না। যদি কেহ স্বভাবের বশে, কুসংস্কারের বশে, অথবা অন্যায় উপদেশের বসে বিধিভ্রষ্ট হও, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিও, স্রোতের উপর কর্ণধার-বিহীন তরীর ন্যায় ইতস্ততঃ ঘুরিতে ঘুরিতে নিম্নদেশে গমন করিতে হইবে। নরক আর কত দূর?

আজকাল ধর্ম্মের দোহাই দিয়া কতজন কতরকম বিধিলঙ্ঘন করিতেছে, সে সকল সম্যক্ আলোচনা করিতে গেলে প্রবন্ধ অতি বিস্তৃত হইতে পারে। কোন কোন স্থান ভক্তের অপাঠ্য ও হইতে পারে, সুতরাং এইখানেই ক্ষান্ত হওয়া গেল।

চতুর্থ উল্লাস।

মহাত্মা চণ্ডীদাস।

বিষের বৃক্ষে বিষময় ফল স্বাভাবিক। তাহাতে অমৃতময় ফলের আশা করিতে পারা যায় না। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে হয়, বিষবৃক্ষের নিকট প্রার্থনা করিলে বিষময় ফলই লাভ হইয়া থাকে। যদি বিষবৃক্ষে অমৃতময় ফল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে কি স্বাভাবিক বলা যাইতে পারে? স্বাভাবিক নয় বলিয়া, অনেকে এই স্থলে পরীক্ষা করিতে না পারিয়া স্বভাবতঃ ভ্রান্তির পরিচয় দিয়া থাকে। আমরা বলি, সে ভ্রান্তি নহে। যাহা স্বভাবের রাজ্যে নাই, তাহার নিকট কে না প্রতারিত হয়?

নিজে স্ত্রী লইয়া ঘরকন্না করা ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ নহে; তাহা ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত। অন্যের স্ত্রীতে অনুরক্ত হওয়াই ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ মহাপাপ; এই পর-স্ত্রী-সঙ্গরূপ

বিষবৃক্ষ হইতে যদি কোন ভাবের মানুষ অমৃতময় ফল কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেন, আমরা পরীক্ষা করিয়া তাঁহার গুণের প্রশংসা করিব না কেন? ভাবের দেশে সিদ্ধির রাজ্যে সব বিপরীত। এই স্থানেও বৈপরীত্য আছে।

যাহা স্বভাবের রাজ্যে নাই, তাহার মীমাংসা করিয়া কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া, আমাদের পক্ষে সুকঠিন। তাহা আমাদের চক্ষে বিষবৃক্ষ বলিয়া প্রতীত হইলেও প্রকৃতপক্ষে বিষবৃক্ষ নহে। পাঠক! উহাকে কি তুমি বিষবৃক্ষ বলিতে পার? যাহার ফলে কৃষ্ণপ্রেম তাহা কি বিষবৃক্ষ? উহাকে পরীক্ষা কর, দেখিতে পাইবে, উহাতে বিষ নাই, শুধুই অমৃত, কেবল বিষবৃক্ষের বাহ্যাবরণ আছে মাত্র।

মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইবার কিছুপূর্ব্বে একজন ভাবের মানুষ এই দেশে জন্মিয়াছিলেন। বোধ হয় তাঁহাকে অনেকেই চিনেন; তিনি আমাদের চণ্ডীদাস। চণ্ডীদাস ব্রাহ্মণ, তিনি রজক কন্যা রামিনীর সঙ্গ করিয়া কৃষ্ণ-প্রেম লাভ করিয়াছিলেন।

চণ্ডীদাস! তুমি প্রকৃত কৃষ্ণভক্ত, তুমি প্রকৃত প্রেমিক; তোমার চরণরেণু আমাদের মস্তকে দাও, আমরা কৃতার্থ হই। ভাই! তোমাদের চরণ ধরিয়া মিনতি করিয়া বলিতেছি, সর্ব্বজন পূজিত চণ্ডীদাসের অনুকরণ করিয়া, চণ্ডীদাসকে অপদস্থ করিও না। চণ্ডীদাসকে আদর্শ করিয়া, পর-স্ত্রী সঙ্গরূপ বিষবৃক্ষের আশ্রয় লইয়া বিষে জর্জ্জরিত হইও না। চণ্ডীদাসের পবিত্র চরিত্র একবার অনুভব কর।

চণ্ডীদাসের স্বভাব অতি পবিত্র ছিল। তিনি অল্প বয়স হইতে বিশালাক্ষী দেবীর সেবা করিতেন। নানুরের মাঠে নির্জ্জন পত্রের কুটীর তাঁহার ভজনের স্থান ছিল।

"নানুরের মাঠে, পত্রের কুটীর, নিরজন স্থান অতি।
বাশুলী আদেশে, চণ্ডীদাস তথা, ভজন করয়ে নিতি॥"

পবিত্র ভাবে থাকিয়া যিনি একাগ্রমনে সেবা পূজা করেন, ইষ্টদেবতা তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন। চণ্ডীদাসের প্রতি তাঁহার অভীষ্ট দেবতা সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। পবিত্র-স্বভাব চণ্ডীদাস সেবা পূজা করিতে করিতে পুরস্কার স্বরূপ রজকিনীকে লইয়াছিলেন। বাশুলী চণ্ডীদাসকে উপদেশ দিয়া রজ-কিনীর সহিত সংযোগ করিয়া দিয়াছিলেন।

[illegible] the periodical

Printed

Yearly subscription Rs 1/8

Pandit Dina Bandhu [illegible]

[illegible]

[illegible] lithographed

Price —

[illegible] Reserved of Copyright.

[illegible]

[illegible]

শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ ॥ ৪১
সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে ॥ ৪২
নামসঙ্কীর্ত্তনং (৪৩) শ্রীমন্মথুরামণ্ডলে স্থিতিঃ (৪৪)।
অঙ্গানাং পঞ্চকস্যাস্য পূর্ব্বং বিলিখিতস্য চ ॥
নিখিল শ্রৈষ্ঠ্যবোধায় পুনরপ্যত্র কীর্ত্তনং ॥
ইতি কায় হৃষীকান্তঃকরণানামুপাসনাঃ ॥
চতুঃষষ্টিঃ পৃথক্ সাঙ্ঘাতিক ভেদাৎ ক্রমাদিমাঃ।
অথার্ষানুমতে নৈষামুদাহরণমীর্য্যতে ॥ ৪৩

তত্র শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ো যথা একাদশে।

তস্মাদ্গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমং।
শাব্দে পরেচ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ং ॥ ৪৪

মথুরা।৩৫। এবং বৈষ্ণবাদির সেবন।৩৬। যেমন বিভব তদনুরূপ দ্রব্য ও গোষ্ঠীবর্গের সহিত মহোৎসব।৩৭। বিশেষরূপে কার্ত্তিক মাসের সমাদর। ৩৮। শ্রীকৃষ্ণের জন্মযাত্রা।৩৯। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তির পরিচর্য্যাদি।৪০। রসিকজনের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থাস্বাদন।৪১। যাঁহার অভিপ্রায় আত্ম সদৃশ এবং যিনি আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ ও স্নিগ্ধ এ প্রকার সাধুসঙ্গ।৪২। নাম কীর্ত্তন।৪৩। এবং মথুরামণ্ডলে অবস্থিতি।৪৪। যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণের চরণ সেবন প্রভৃতি পাঁচটি অঙ্গ পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে তথাপি অন্যান্য অঙ্গ হইতে এই কয়েকটির অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় তুলসী প্রভৃতির শ্রেষ্ঠতা জানাইবার জন্য এই স্থানে পুনর্ব্বার কীর্ত্তিত হইল। এই প্রকারে ক্রমশঃ পৃথক্ ও সমষ্টিরূপে শরীর, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ দ্বারা উপাসনা চতুঃষষ্টি প্রকার কথিত হইল। এক্ষণে ঋষিগণের অভিপ্রায়ানুসারে ঐ সকল ভক্ত্যাঙ্গের উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি ॥ ৪৩।

গুরুপদাশ্রয় যথা একাদশস্কন্ধে ॥

প্রবুদ্ধ কহিলেন, মহারাজ! সংসার মধ্যে কোন সুখই নাই কেবল দুঃখ মাত্র অতএব যে ব্যক্তি নিত্য সুখের অভিলাষ করিবেন তিনি শাস্ত্র গুণ-

কৃষ্ণদীক্ষাদি শিক্ষণং যথা তত্রৈব ॥

তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্ গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ।
অমায়য়ানুবৃত্ত্যায়ৈ স্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ ॥

বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা যথা তত্রৈব।

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেতকর্হিচিৎ।
ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ ॥ ৪৫

সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তনং স্কান্দে।

স মৃগ্যঃ শ্রেয়সাং হেতুঃ পন্থাঃ সন্তাপবর্জিতঃ।
অনবাপ্তশ্রমং পূর্ব্বে যেন সন্তঃ প্রতস্থিরে ॥

ব্রহ্মযামলে চ।

শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি পঞ্চরাত্র বিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পত ইতি ॥ ৪৬

সম্পন্ন গুরুদেবের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। ফলতঃ যিনি শব্দ ব্রহ্ম বেদে ন্যায়ানুগত ব্যাখ্যা দ্বারা তত্ত্ব স্থির করণে নিপুণ এবং ভজন পরিপাক নিবন্ধন প্রত্যক্ষ ও অনুভব দ্বারা পরব্রহ্মে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে অবস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারই উপদেশ দানে যথার্থ অধিকার।

তাৎপর্য্য। যাঁহার শাস্ত্র জ্ঞান নাই ভক্ত্যঙ্গও যাজন দেখা যায় না ও কাম ক্রোধাদিও জয় হয় নাই, এরূপ ব্যক্তিকে গুরু বলিয়া তাঁহার আশ্রিত হইবে না ॥ ৪৪ ॥

গুরুদেবের নিকট শ্রীকৃষ্ণ দীক্ষাদি শিক্ষণ।

যথা একাদশস্কন্ধে ॥

প্রবুদ্ধ কহিলেন, গুরুদেবের নিকট গমনপূর্ব্বক উপাসকের প্রতি আত্মপ্রদ আত্মা হরি যাহাতে পরিতুষ্ট হয়েন, সেইরূপ অনুবৃত্তি দ্বারা গুরুসেবা করত তাঁহাকে দেবতা জ্ঞান করিয়া ভাগবত ধর্ম্ম শিক্ষা করিবেক ॥

বিশ্বাস সহকারে গুরুসেবা।

যথা একাদশস্কন্ধে ॥

ভগবান্ কহিলেন, হে উদ্ধব! আচার্য্যকে (গুরুকে) আমার স্বরূপ

ভক্তিরৈকান্তিকীবেয়মবিচারাৎ প্রতীয়তে।
বস্তু তস্তু তথা নৈব যদশাস্ত্রীয়তেক্ষ্যতে॥

সদ্ধর্ম্মপৃচ্ছা যথা নারদীয়ে।

অচিরাদেব সর্ব্বার্থঃ সিদ্ধ্যেত্তেষামভীপ্সিতঃ।
সদ্ধর্ম্মস্যাববোধায় যেষাং নির্ব্বন্ধিনী মতিঃ ৫ ৪৭

জ্ঞান করিবে। কদাচ মনুষ্য বুদ্ধি করিয়া তাঁহার বিক্রিয়া দর্শন করিলেও তাহার প্রতি অসূয়া (দোষ দৃষ্টি) করিবে না, যে হেতু গুরু সর্ব্বদেবময়॥ ৪৫॥

সাধুবর্ম্মানুবর্ত্তন যথা স্কন্দ পুরাণে॥

পূর্ব্বতন মহাজনগণ যে পথ অবলম্বন করিয়া পরম কল্যাণ স্থান লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদেরই অনুসরণ করা কর্ত্তব্য, যে হেতু তাহাতে পরম শ্রেয়ো লাভ হইয়া থাকে, এবং কখন সন্তপ্ত হইতে হয় না।

ব্রহ্ম যামলে॥

শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও পঞ্চরাত্রি এই সকলে যেরূপ বিধি বর্ণিত হইয়াছে তাহা উল্লঙ্ঘন করিয়া অর্থাৎ ঐ সকল শাস্ত্রের প্রতি অনাদর প্রকাশ করত হরিতে ঐকান্তিকী ভক্তি করিলে, তদ্দ্বারা কল্যাণ লাভ হয় না, বরঞ্চ উৎপাতের নিমিত্ত কল্পিত হয় অর্থাৎ ঐ সকল শাস্ত্রের বিধি অনুসরণ-পূর্ব্বিক ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিবেক॥ ৪৬॥

উল্লিখিত ব্রহ্মযামলীয় পদ্যে বলা হইয়াছে, ঐকান্তিকী ভক্তি উৎপাতের নিমিত্ত কল্পিত হয়, তাহাতে কোন ফল লাভ হয় না। ইহাতে এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি প্রমাণ্য শাস্ত্রের অনাদরকেই নাস্তিকতা বলে, অতএব ঐ সকল শাস্ত্রের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ হইলে ঐকান্তিকী ভক্তি লাভ হইতে পারে না এবং যদিও ঐকান্তিকী ভক্তি লাভ হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা কেনই বা কল্যাণ লাভ না হইবে, ইহার সমাধান এই যে বৌদ্ধদিগের বুদ্ধ দত্তাত্রেয়াদিতে যে ঐকান্তিকী ভক্তি দেখা যায়, উহা কেবল নাস্তিকতা ময়ী, তবে যে উহা ঐকান্তিকী বলিয়া প্রতীতি জন্মে, তাহা কেবল অবিচার বিজৃম্ভিত, কেন না ঐ বৌদ্ধদিগের মতে বেদাদি শাস্ত্রের প্রতি স্পষ্টরূপে অনাদর দেখা যায়, অতএব যাহাতে ভগবানের

কৃষ্ণার্থে ভোগাদি ত্যাগো যথা পাদ্মে।

হরিমুদ্দিশ্য ভোগ্যানি কালে ত্যক্তবত স্তব।
বিষ্ণুলোকস্থিতা সম্পদলোলা সা প্রতীক্ষতে॥

দ্বারকাদিবাসো যথা স্কান্দে।

সংবৎসরং বা ষণ্মাসান্ মাসং মাসার্দ্ধমেব বা।
দ্বারকাবাসিনঃ সর্ব্বে নরা নার্য্যশ্চতুর্ভুজাঃ॥
আদিপদেন পুরুষোত্তমবাসশ্চ যথা ব্রাহ্ম্যে॥
অহো ক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যং সমন্তাদ্দশযোজনং।
দিবিষ্ঠা যত্র পশ্যন্তি সর্ব্বানেব চতুর্ভুজান্॥ ৪৮

আজ্ঞাস্বরূপ অনাদি, সাধু পরম্পরাগত বেদাদি শাস্ত্রের অবজ্ঞা প্রকাশ পায় তাহাকে কিরূপে ঐকান্তিকী ভক্তি বলা যাইতে পারে, অপর যে শাস্ত্রে বুদ্ধদেবাদিকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে, সেই শাস্ত্রেই অসুর মোহনের নিমিত্ত ভগবান্ বুদ্ধদেব অবতীর্ণ হইয়া পাষণ্ড শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন এমত শুনা যায়।

সদ্ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা যথা নারদীয়ে॥

সাধুদিগের অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের তত্ত্ব অবগত হইবার নিমিত্ত যাহাদিগের মতি আগ্রহশালিনী তাহাদিগের অভিলষিত সকল অর্থ অচির কালের মধ্যে সিদ্ধ হইয়া থাকে॥ ৪৭॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত ভোগ ত্যাগ যথা পাদ্মে।

আপনি শ্রীহরির উদ্দেশে যথাকালে ভোগ সকল পরিত্যাগ করিয়াছেন, এই কারণে বিষ্ণুলোকস্থিত অচঞ্চল সম্পদ আপনাকে প্রতীক্ষা করিতেছে।

দ্বারকাদি নিবাস যথা পদ্মপুরাণে॥

যাহারা দ্বারকানগরীতে এক বৎসর অথবা ছয় মাস কিম্বা এক মাস বা অর্দ্ধ মাস নিবাস করিয়াছে, তাহারা নর হউক বা নারী হউক, সকলেই চতুর্ভুজ হইবে।

আদি শব্দ প্রয়োগ হেতু পুরুষোত্তম বাস।

যথা ব্রহ্মপুরাণে॥

পুরুষোত্তম ক্ষেত্র চতুর্দ্দিকে দশ যোজন পরিমিত স্থান, ইহার মাহাত্ম্য

গঙ্গাদি বাসো যথা প্রথমে।

যা বৈ লসচ্ছীতুলসী বিমিশ্র
কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিরেণ্বভ্যধিকাম্বুনেত্রী।
পুনাতি লোকানুভয়ত্র সেশান্
কস্ত্বাং ন সেবেত মরিষ্যমাণঃ॥

যাবদর্থানুবর্ত্তিতা যথা নারদীয়ে।

যাবতা স্যাৎ স্বনির্ব্বাহঃ স্বীকুর্য্যাৎ তাবদর্থবিৎ।
আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ॥ ৪৯

অনির্ব্বচনীয়, যে হেতু দেবগণ পুরুষোত্তম ক্ষেত্রনিবাসী সকলকেই চতুর্ভুজ রূপে দর্শন করেন॥ ৪৮॥

গঙ্গাদি নিবাস যথা প্রথমে॥

সূত শৌনকাদিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ঋষিগণ! মৃত্যু সময়ে রাজা পরীক্ষিতের গঙ্গাতীরে গমন বিচিত্র নহে, ঐ নদী শ্রীকৃষ্ণের তুলসী মিশ্রিত চরণ রেণু সংসর্গে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সলিল বহন করত লোকপাল সহিত সমস্ত লোককে অন্তরে ও বহির্ভাগে পবিত্র করিতেছেন, ইহাতে আপনার মরণ আসন্ন জানিয়া কোন ব্যক্তি সেই সুরতরঙ্গিণীর সেবা না করিবে?

যাবদর্থানুবর্ত্তিতা অর্থাৎ যাহা আপনা দ্বারা নির্ব্বাহ হইবেক তাবৎ পরিমিত অর্থেরই চেষ্টা অসম্ভব বিষয়ের স্পৃহানা করা॥

যথা নারদীয়ে॥

যে পরিমাণ নিয়ম অনুষ্ঠান করিলে আপনার ভক্তি নির্ব্বাহ হইতে পারে, অর্থজ্ঞ পুরুষ সেইরূপ নিয়ম স্বীকার করিবেন, কারণ নিয়মের আধিক্য অথবা ন্যূনতা হইলে, পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়॥

তাৎপর্য্য। যদি কোন কৃষ্ণভক্ত পুরুষ অনুরাগ বশত এরূপ সঙ্কল্প করেন, "আমি প্রত্যহ এক লক্ষ নাম জপ করিব" কিন্তু তাঁহার সাধ্য নাই যে তিনি প্রত্যহ ঐ রূপ নিয়ম রক্ষা করিতে পারেন, দুই চারি দিবস ঐরূপ নিয়ম পালন করিতে করিতে অকস্মাৎ কোন সাংসারিক কার্য্য উপস্থিত হইল, তাহাতে তাহার উল্লিখিত নিয়ম রক্ষা হইল না, তখন তিনি মনোমধ্যে এই

হরিবাসর সম্মানো যথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ॥

সর্ব্ব পাপ প্রশমনং পুণ্যমাত্যন্তিকং তথা।
গোবিন্দ স্মরণং নৃণামেকাদশ্যামুপোষণং ॥

ধাত্র্যশ্বত্থাদি গৌরবং যথা স্কান্দে।

অশ্বত্থ তুলসী ধাত্রী গো ভূমিসুর বৈষ্ণবাঃ।
পূজিতাঃ প্রণতা ধ্যাতাঃ ক্ষপয়ন্তি নৃণামঘং ॥ ৫০

অথ শ্রীকৃষ্ণ বিমুখ সঙ্গত্যাগো যথা কাত্যায়নসংহিতায়াং।

বরং হুতবহজ্বালা পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরিচিন্তাবিমুখজন সংবাস বৈশসং ॥

বিষ্ণুরহস্যে চ।

আলিঙ্গনং বরং মন্যে ব্যালব্যাঘ্র জলৌকসাং।
ন সঙ্গঃ শল্যযুক্তানাং নানাদেবৈকসেবিনাং ॥ ৫১

নিশ্চয় করেন "অদ্য বিষয় রক্ষা করি, কল্যকার নিয়মের সহিত অবশিষ্ট নিয়ম রক্ষা করিব" পরদিনও ঐরূপ সাংসারিক ব্যাপার ঘটাতে কোন নিয়মই রক্ষা হইল না, ক্রমশঃ এইরূপ আচরণ দ্বারা ভক্তির প্রতি অনাদর উপস্থিত হয়, অতএব প্রত্যহ অবাধে যাহা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে সেই মাত্র নিয়মের পরিগ্রহ করিবে, অধিক বা ন্যূন হইলে ভক্তির পুষ্টি হইবে না, উহা প্রতি নিয়ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে ॥ ৪৯ ॥

হরিবাসর সম্মান যথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ॥

একাদশীতে উপবাস করিলে মনুষ্য মাত্রের সমুদায় পাপ বিনষ্ট এবং অতিশয় পুণ্য লাভ হয়, বিশেষতঃ ইহা গোবিন্দকে স্মরণ করাইয়া দেয় ॥

আমলকী এবং অশ্বত্থাদি বৃক্ষের গৌরব।
যথা স্কন্দপুরাণে ॥

অশ্বত্থ, তুলসী, আমলকী, গো, ব্রাহ্মণ, এবং বৈষ্ণব ইহাঁদিগকে পূজা, নমস্কার ও ধ্যান করিলে, ইহাঁরা মনুষ্যদিগের পাপ বিনষ্ট করেন ॥ ৫০ ॥

শিষ্যাদ্যনুবন্ধিত্বাদি যথা স্কান্দে।

শিষ্যাননুবধ্নীয়াদ্‌গ্রন্থান্নৈবাভ্যসেদ্বহূন্।
ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত নারম্ভানারভেৎ ক্বচিৎ॥

ব্যবহারেহপ্যকার্পণ্যং যথা পাদ্মে।

অলব্ধে বা বিনষ্টে বা ভক্ষ্যাচ্ছাদন সাধনে।
অবিক্লবমতির্ভূত্বা হরিমেব ধিয়া স্মরেৎ॥ ৫২

হরি পরাঙ্মুখ জনের সংসর্গ পরিত্যাগ

যথা কাত্যায়ন সংহিতায়॥

বরং প্রদীপ্ত অগ্নির শিখাযুক্ত পিঞ্জরে অবস্থান করিতে হয় সেও ভাল; তথাপি যেন কৃষ্ণ চিন্তা বিমুখ জনের সংবাস রূপ ক্লেশ ভোগ করিতে না হয়॥

বিষ্ণুরহস্যেতেও এইরূপ॥

যদি সর্প ব্যাঘ্র ও কুম্ভীরের সহিত আলিঙ্গন ঘটে, তাহাও শ্রেয়স্কর; তথাপি যেন বাসনাক্রান্ত অন্য বিধ নানা দেবোপাসকের সংসর্গ না ঘটে নানা দেবসেবী ভক্তি বিরহিত কেবল স্বার্থের জন্য অর্চ্চনাদি করে পরন্ত ভাব রহিত এ কারণ উহাদের সঙ্গ ত্যাজ্য।

শিষ্যাদ্যননুবন্ধিত্ব মঠাদি বিষয়ে নিরুদ্যমতা এবং বহুবিধ গ্রন্থাভ্যাসাদি পরিবর্জ্জন॥

যথা সপ্তমস্কন্ধে॥

নারদ যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! যিনি সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করিয়াছেন, তিনি অনধিকারী ব্যক্তিকে শিষ্য করিবেন না, যাহাতে ভগবদ্ভক্তি তিরোহিত হয় এমত বহু গ্রন্থ অভ্যাসে বিরত হইবেন, শাস্ত্র ব্যাখ্যা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন না এবং মঠাদি নির্ম্মাণ বিষয়ে উদ্যম করিবেন না কারণ উহাতে ভক্তির প্রতিকূলে অনেক সময় বিষয় চিন্তা আসিয়া হৃদয়কে আশ্রয় করে॥

ব্যবহারে অকার্পণ্য, যথা পদ্মপুরাণে॥

হরিভক্তি পরায়ণজন ভোজন ও আচ্ছাদন সাধন বিষয়ে লাভ অথবা লব্ধের বিনাশ ঘটিলে, ব্যাকুল চিত্ত না হইয়া মনোমধ্যে হরিকে স্মরণ করিবেন॥ ৫২॥

শোকদ্যবশবর্ত্তিতা যথা তত্রৈব।

শোকামর্ষাদিভি র্ভাবৈরাক্রান্তং যস্য মানসং।
কথং তত্র মুকুন্দস্য স্ফূর্ত্তি সম্ভাবনা ভবেৎ॥

অন্য দেবানবজ্ঞা যথা তত্রৈব।

হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।
ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন।

ভূতানুদ্বেগদানিতা যথা মহাভারতে।

পিতেব পুত্রং করুণো নোদ্বেজয়তি যো জনং।
বিশুদ্ধস্য হৃষীকেশ স্তূর্ণং তস্য প্রসীদতি॥ ৫৩

সেবানামাপরাধানাং বর্জ্জনং যথা বারাহে।

মমার্চ্চনাপরাধা যে কীর্ত্ত্যন্তে বসুধে ময়া।
বৈষ্ণবেন সদা তে তু বর্জ্জনীয়াঃ প্রযত্নতঃ॥

শোক মোহাদির অবশীভূততা।
যথা পদ্মপুরাণে॥

যাহার হৃদয় দেশ শোক ও ক্রোধে পরিপূর্ণ; তথায় কিরূপে মুকুন্দের স্ফূর্ত্তির সম্ভাবনা হইবে?

অন্য দেবতার প্রতি অবজ্ঞা শূন্য।
যথা পদ্মপুরাণে॥

ভগবান্ হরি সমস্ত দেবেশ্বরদিগের অধীশ্বর, অতএব সর্ব্বদা তিনিই আরাধ্য, কিন্তু ইহা বলিয়া, ব্রহ্মরুদ্রাদি অন্যান্য দেবতার প্রতি কখন অবজ্ঞা করিবে না॥

প্রাণিদিগের প্রতি অভয় দান, যথা মহাভারতে॥

যিনি প্রাণী মাত্রকে উদ্বেগ না দিয়া, সকরুণ পিতার ন্যায় পুত্র নির্ব্বিশেষে অবলোকন করেন; সেই বিশুদ্ধ হৃদয়ের প্রতি ভগবান্ হৃষীকেশ আশু প্রসন্ন হয়েন॥ ৫৩॥

সেবাপরাধ বর্জ্জন, যথা বরাহ পুরাণে॥

বরাহদেব পৃথিবীকে কহিলেন, হে বসুধে! আমার অর্চ্চনা সম্বন্ধীয় অপরাধ আমি কীর্ত্তন করিতেছি, বৈষ্ণবগণ যত্ন পূর্ব্বক সর্ব্বদাই ঐ সকল অপরাধ বর্জ্জন করিবেন।

LIBRARY

ভক্তি ৪র্থ বর্ষ।
১০শ সংখ্যা—শ্রাবণ,—১৩১৩।

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

ভক্তি।

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥

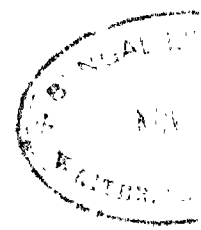

প্রার্থনা।

দেহেন্দ্রিয়প্রাণ মনোধিয়াং প্রভো!
বৃত্তিষশেষেষ্বিতৃপ্ত ভাবঃ
ত্বদ্ভাবসিন্ধৌ পরিপূর্ণ কামঃ
কদালভেহং তব পাদপদ্মং॥

হে প্রেমময়! তোমার লীলাক্ষেত্রে ভ্রমণ করিয়া দেহ, মন, প্রাণ ও বুদ্ধির অশেষ বৃত্তিগুলি দ্বারা অনন্তবিষয়ভোগ করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতেছি না। কবে তোমার ভাব-সিন্ধুতে ডুবিয়া তৃপ্তি লাভ করত সর্ব্বদা তোমারই পাদপদ্ম প্রার্থনা করিব; জানি না।

হে প্রভো! কামনার শেষ নাই, আশার বিরাম নাই, বিষয়সুখে দেহ, মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিকে যতই লিপ্ত করি ততই ভোগপ্রবৃত্তির বৃদ্ধি হয়, ততই আকাঙ্ক্ষা বাড়িতে থাকে, কিছুতেই তৃপ্তি লাভ হয় না হে প্রেমময়! কত দিন এই ভাবে ভবে ঘুরাইবে, কত দিন আর অনিত্য বাসনাজালে জড়িত করিয়া তোমা ছাড়া করিয়া রাখিবে, কত দিন আর তোমার প্রেম, তোমার ভালবাসা, তোমার ভাব ভুলিয়া সংসারে থাকিব! কবে তোমার ভাবসিন্ধুর অমৃতময় সলিলে দেহেন্দ্রিয়-মন-প্রাণ-বুদ্ধিকে ডুবাইয়া পরিতৃপ্তি লাভ করত সকল কামনা, সকল বাসনা, সকল ভোগপ্রবৃত্তি ভুলিয়া এক

তাই তোমার শ্রীপাদপদ্মই কামনা করিব; সদাই ভাবেই থাকিব; ভাবে, উচ্ছ্বাসে প্রাণ মন মাতাইব, পবিত্র শান্তিময় ভাবে ধন্য হইব। ভাব পাইবার মতন সাধন ভজন করিতেছিনা, প্রেমময়! ভাগ্য-দোষে তেমন ভাবুকের সঙ্গও লাভ হয় না, তবে যদি নিজ গুণে ভালবাসিয়া তোমার ভালবাসায় মাতাইয়া দেও, তবেই জুড়াইব, তবেই আশাপূর্ণ হইবে, তবেই তোমার নাম, তোমার গুণ, তোমার লীলারস সিন্ধুতে ডুবিয়া ধন্য হইতে পারিব। প্রেমময়! তোমার কৃপা ভিন্ন আর ভরসা নাই, দীনের তাহাই সম্বল, অবিচারে ভাব দাও, প্রেম দাও, বিষয়-কূপ হইতে টানিয়া তোল, তোমায় ডাকিবার ও ভাবিবার শক্তি দাও আশা পূর্ণ হউক।

বর্ষশেষ নিবেদন।

প্রিয় ভক্তবৃন্দ! শ্রীভগবৎ কৃপায়, আপনাদের সহানুভূতি ও সাহায্যে ক্ষুদ্র ভক্তি পত্রিকা আজ ৪র্থ বর্ষ পার হইয়া ৫ম বর্ষে পদার্পণ করিতে চলিল। ভাদ্র মাসে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীর দিনে পত্রিকা খানির জন্ম এবং ঐ উৎসবের সময় হইতে নূতন নূতন বর্ষে পদার্পণ করে। এ যাবৎ পত্রিকা খানি জনসাধারণে প্রচার করিতে কোনরূপ বেগ বা বাধা পাইতে হয় নাই, আশা করি, ভবিষ্যতে যাহাতে পত্রিকাখানি অকালে কাল কবলিত হইয়া বিস্মৃতি-সাগরে ডুবিয়া না যায় তৎপ্রতি ভক্ত লেখক ও গ্রাহকগণ বিশেষ মনোযোগী হইবেন। ভক্তিতত্ত্ব আলোচনা করা যে, এই পত্রিকার প্রধানতম লক্ষ তাহা সকলেই অবগত আছেন; কিন্তু ভগবৎতত্ত্ব আলোচনা শ্রীভগবৎকৃপা ব্যতিরেকে সম্ভবে না। সগুণ পঞ্চভূতাদি প্রপঞ্চের ভিতরে দণ্ডায়মান জীব, নির্গুণ পরমব্রহ্মের কি সত্ত্বা অনুভব করিতে পারে? যাঁহার অনন্তলীলা শ্রবণে, অনন্ত মহিমা কীর্ত্তনে, অনন্ত নাম গানে, কুণ্ডলিনী শক্তি জাগিয়া উঠে, ভক্তের হৃদয়—পরিখা ভক্তিরসে প্লাবিত হয়, এই আশায় আমরা একমাত্র ভগবৎ কৃপার উপর নির্ভর করিয়া সদানন্দ লাভের জন্য এই পত্রিকায় আপন আপন প্রাণের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতেছি।

শুভকার্য্যে বহু বহু বাধা থাকিলেও উহার যতটুকু কার্য্যে পরিণত করা হয় তাহাই যে মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

প্রবন্ধ লিখিয়া কবিত্বের পরিচয় বা পূজা প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা করিয়া অপরের চর্ব্বিত চর্ব্বণ না করিয়া, পবিত্রমনে প্রাণের যে ভাব হয় তাহাই লিখিবেন, শাস্ত্রবিরুদ্ধ না হইলেই উহা আমি প্রকাশ করিব। প্রাণময়কে ডাকিতে কিম্বা ডাকিবার শক্তি লাভ করিতে সরল প্রাণের সরল উচ্ছ্বাস যেমন সহায় পুস্তকের মুখস্থ করা কথা তেমন সহায় হয় না ইহাই আমার বিশ্বাস। জ্ঞানময় শ্রীভগবানের অনন্ত মহিমা প্রকাশ করিতে আমাদের কি সাধ্য, কি ভাষা, কি জ্ঞান, কি বিচার আছে? ভাবগ্রাহী প্রেমময়কে প্রাণের ভাব জানানই যথেষ্ট এবং উহাই তাঁহাকে বশীভূত করিবার এক মাত্র সহায়। তিনি নিজমুখে বলিয়াছেন "জ্ঞান, দান, ধ্যান, তপস্যা, যোগ, বৈরাগ্য, ইহার কিছুতেই আমাকে বশীভূত করিতে পারে না এক মাত্র নির্ম্মলহৃদয়ের ভক্তিমাখা কাতরপ্রার্থনাই আমাকে ভক্তের অধীন করে।" তাই বলি, ভক্তগণ! যাহার যেমন ভাব লিপীবদ্ধ করিবেন। ভাবের আলোচনায় যাহাতে ভাবের মাত্রা দেশ দেশান্তরে জনসাধারণের হৃদয়ে প্রকাশ পায় তাহার জন্য যত্ন করিয়া নিজেও সদালোচনায় সুখে থাকিবেন পরকেও সুখী করিবেন; আপনাদিগের নিকট আমার এই নিবেদন।

শ্রীদীনবন্ধু শর্ম্মা।

অদ্ভুত স্বপ্ন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

আমি বিনীত ভাবে, আনন্দভরে তাঁর অনুগমন করেম, প্রতি পদবিক্ষেপে, প্রাসাদের অনির্ব্বচনীয় শোভা দেখে হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব বিস্ময়ের ভাব উদ্দীপিত হ'ল, ক্রমে প্রাসাদের কেন্দ্রস্থলে এক বৃহৎ মণ্ডপে উপনীত হ'য়ে দেখ্‌লেম তথায় কতকগুলি জ্যোতীর্ম্ময় পুরুষ মধুস্বরে হরিগুণগান কচ্ছেন, আমরা উপস্থিত হতেই তাঁহারা প্রীতি সম্ভাষণে আমাদের অভ্যর্থনা কল্লেন, তখন যে কি এক অপূর্ব্ব প্রেমানন্দ স্রোতে মণ্ডপ পূর্ণ হ'ল, তাহা লেখনীর ক্ষুদ্র শক্তি বর্ণনায় অক্ষম।—

কিছুক্ষণ সৎপ্রসঙ্গের পীযূষ ধারা পান করিবার পরে মহাপুরুষ আমাকে বল্লেন, বৎস! এখানে নিরানন্দ নাই, নিত্যই নব নব আনন্দে প্রাণ মন প্লাবিত হয়, এই স্থান তোমার পক্ষে নূতন, এখানকার বিস্ময়কর ব্যাপারগুলি দেখিলে জ্ঞান ভক্তি অধিকতর উজ্জ্বল হয়, ক্রমে আমি তোমাকে সমস্তই দেখাইব, এই বলে স্নেহভরে আমার হস্ত ধারণ ক'রে মণ্ডপ পার্শ্ববর্ত্তী এক রমণীয় গৃহে লয়ে গেলেন।—

তথায় প্রবেশ করে দেখ্‌লেম কক্ষটী নক্ষত্র-বিমণ্ডিত ও গোলাকার এবং উহার তলদেশে একটী হিরণ্ময় দ্বার, দ্বারটী দেখে বিস্ময় বোধ হ'ল, মহাপুরুষ আমার ভাব বুঝ্‌তে পেরে আমাকে ঐ দ্বারটী উদ্ঘাটন কর্‌তে আদেশ কল্লেন; আমি কৌতূহলাক্রান্ত হ'য়ে দ্বারটী উন্মোচন করিবা মাত্র দেখ্‌লেম আশ্চর্য্য ব্যাপার! ভিতরে ঘোর অন্ধকার যেন একটী অতল স্পর্শ অন্ধকূপ! এবং ঐ কূপের সুদূর নিম্ন হ'তে কোটী কণ্ঠের অস্পষ্ট কলরব দূরস্থ জলধি কল্লোলের ন্যায় অনুমিত হচ্ছে, আমি বিস্ময় চকিত নেত্রে মহাপুরুষের মুখের দিকে চাইলেম, তিনি মৃদু হাস্য করে আমাকে অভয় দিলেন ও পদ্মহস্ত দ্বারা আমার চক্ষু ও কর্ণ স্পর্শ করে বল্লেন বৎস! বল দেখি নিম্নে কি দেখিতেছ?—

একি! এ যে অগণিত মনুষ্য কাতরস্বরে চীৎকার কচ্ছে, কেহ বল্‌ছে হে ভগবন্! আমাকে অতুল সম্পত্তি দিয়েছ, এ সকল ভোগ করিবার একটী পুত্ররত্ন দাও, কেহ বল্‌ছে ভগবান! তোমার একি অবিচার! আমাকে ধন দিয়েছ বটে, কিন্তু কদাকার ক'রে রমণী-প্রেমে চীরবঞ্চিত কল্লে কেন? অন্ধেক ধনের বিনিময়ে যদি একটুকু রূপ দিতে তা হলে বুঝ্‌তেম্ তোমার বিচার ঠিক; কোন সুন্দরীরমণী ললাটে করাঘাত ক'রে বল্‌ছে নিষ্ঠুর বিধাতঃ! কত সুন্দরপুরুষ আমাকে পাবার জন্য লালায়িত কিন্তু একটা কদাকার স্বামীর সহজ লভ্য ক'রে আমার জীবনটা বিফল কল্লে কেন? ধন, অলঙ্কার দিয়ে আমি কি কর্‌বো, এতে যে জ্বালা বৃদ্ধি করে দেয়, মনের মত সুন্দরস্বামী সহ কুটিরে বাস করে যে আমি কত সুখী হতেম, আবার কোন রমণী সুন্দর স্বামী পেয়েও প্রথমোক্ত রমণীর অলঙ্কারের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে আছে, এই সকল দেখে আমার মনে হ'ল যেন অসন্তোষের রাজ্যে কতকগুলি অসুখী জীব যাতনায় হাহাকার কচ্ছে, এইরূপে সেই লোকসমুদ্র "ধন দাও" "মান দাও" "পুত্র দাও" "যশ

দাও" "শত্রুর সর্ব্বনাশ কর" ইত্যাদি নানা প্রকার চীৎকার কর্‌তে কর্‌তে অতৃপ্ত প্রাণে দক্ষিণদিকে অগ্রসর হ'ল ও ক্রমে ক্রমে নয়ন পথের বহির্ভূত হ'য়ে গেল। আমি বিস্মিত হ'য়ে মহাপুরুষকে জিজ্ঞাসা কল্লেম, প্রভো! ইহারা কে? তিনি বলিলেন বৎস! নিম্নে যাহা দেখিলে, উহারা মায়ামোহিত সংসারের জীব, নিজের মঙ্গলঘটে পদাঘাত ক'রে নিয়ত আর্ত্তনাদ কচ্ছে, সুখভ্রমে গরল পানে জর্জ্জরিত হ'য়ে বিধাতাকে দোষ দিচ্ছে, কিন্তু ভগবান শাস্ত্র মুখে, মহাজন মুখে যে পথে চল্‌তে আদেশ করেছেন, সেই আদিষ্ট পথে কদাচ চল্‌বে না, ইচ্ছাপূর্ব্বক নিজ পদে কুঠারাঘাত ক'রে যন্ত্রণা পাচ্ছে, হতভাগ্যেরা ক্ষণস্থায়ী সংসার-জীবনকে চীরস্থায়ী মনে ক'রে অহংভাবে নিজের সুখের জন্য যতই চেষ্টা কর্‌ছে, ততই দুঃখের আবর্ত্তে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে, ক্ষণিক মোহাবেশকে সুখ মনে ক'রে পতঙ্গের মত তাহাতে ঝম্প প্রদান কর্‌ছে ফলে অবিদ্যাশ্রিত জীবের কার্য্যকলাপ ও তাহার বিষময় ফলগুলি সমস্ত দেখান বহুসময় সাপেক্ষ অতএব কেবল কতক গুলি তোমাকে দেখাইব, এই বলে তিনি আবার নিকটে এসে বস্‌লেন এবং অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রে মধুর স্বরে বল্লেন 'ঐ দেখ কতকগুলি লোক দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হচ্ছে উহাদের বেশভূষা সাধুর ন্যায়, দীর্ঘকেশ দীর্ঘশ্মশ্রু, পরিধানে গৈরিক বস্ত্র, সাধারণে সাধু বিবেচনায় ইহাদের পূজা কচ্ছে, আবার ঐ দেখ! উহাদের মধ্যে কতকগুলি গুপ্তভাবে বারাঙ্গনা সহ পৈশাচিক আমোদ প্রমোদে ব্যাপৃত এবং কতকগুলি দৈবগতিকে ধন প্রাপ্ত হ'য়ে প্রকাশ্যভাবে কেশ শ্মশ্রু মুণ্ডন ক'রে বিলাস পরায়ণ হয়েছে, সংসারে অবস্থান ক'রে সাধারণের নিকট ধার্ম্মিক বলে পরিচয় দিবার জন্য যাহারা বনবাসী সাধুদিগের বেশ অনুকরণ করে তাহারা অধিকাংশ ধর্ম্মধ্বজি ভণ্ড, মূঢ়রা জানেনা যে, এক জনের চক্ষু সতত উহাদের কার্য্যকলাপ পরিদর্শন কর্‌ছে বৎস! পাষণ্ডদের উদ্ধার লাভ বরং সহজ সাধ্য কিন্তু ঘৃণ্য কপটীদিগের মহাপাপ প্রলয় কালেও ধৌত হয় না বিশেষতঃ যাহারা ধর্ম্মভাবে কাপট্য ক'রে ভগবানকে প্রতারণা কর্‌তে সাহস পায়, সেই আত্মবঞ্চকদিগের নিস্তার লাভ সুদূরপরাহত, ভীষণ নরকাগ্নিতে অনন্ত কাল দগ্ধ হয়েও তাহাদের সে মহাপাপ ভস্ম হয় না।

ঐ দেখ! জনৈক নিষ্ঠুর মাংসাশী ছাগশিশু হনন কর্‌ছে, বৎস! তোমাকে দিব্য দৃষ্টি দিয়েছি. সেই দৃষ্টি বলে দেখ, ঐ ছাগশিশুর জীবাত্মা হননকারীর পত্নীর গর্ভে প্রবেশ ক'রে পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিল, পুনরায়

দেখ, পুত্রের অসৎ আচরণে আজীবন দগ্ধ হ'য়ে ঐ নিষ্ঠুর ব্যক্তি মৃত্যুশয্যায় শায়িত উহার দীপ কলিকারূপী জীবাত্মা, জীর্ণ দেহ ত্যাগ করে এক ছাগীর গর্ভে প্রবেশ করিল, আবার দেখ, উহারি পুত্র উহাকে নাশ কর্‌ছে।

ঐ দেখ! এক লোভী ব্যক্তি অপরের সর্ব্বনাশ করে আনন্দ কর্‌ছে, আবার দেখ, ঐ সর্ব্বস্বান্ত ব্যক্তির জীবাত্মা উহার পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিল ও নানাপ্রকারে উহার সর্ব্বনাশ ক'রে মৃত্যুমুখে পতিত হ'ল, বৃদ্ধ বয়সে ঐ লোভী ব্যক্তি হাহাকারে গগন বিদীর্ণ কর্‌ছে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, প্রভো! মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই কি জীবাত্মা জন্ম লাভ করে? তিনি উত্তর করিলেন, সূক্ষ্ম শরীরে জন্ম লাভ করে, এ স্থানে কাল ভেদ নাই ব'লে মৃত্যুর পরেই জীবাত্মাকে জন্মাতে দেখ্‌ছো কিন্তু ইতি মধ্যেই পৃথিবীতে অনেক সময় অতিবাহিত হয়েছে, এক জন্মের পাপ পুণ্যের ফল মানব জন্ম জন্মান্তরে ভোগ করে, তন্মধ্যে কতক সূক্ষ্ম শরীরের ও কতক স্থূল শরীরের ভোগ্য এবং ঐ ভোগ শেষ হবার পূর্ব্বেই পুনরায় রাশিকৃত কর্ম্ম ফল সঞ্চয় করে মৃত্যুর পরেই আত্মার যে সূক্ষ্ম শরীরে জন্ম লাভ হয় তাহাকে আতিবাহিক দেহ বলে; সেই আতিবাহিক দেহে কর্ম্মানুযায়ী যে যন্ত্রণা বা আনন্দ পায় তাহাকেই নরক যন্ত্রণা বা স্বর্গ সুখ বলে; পরে বাসনার অঙ্কুরোদ্গম হ'লে পুনরায় স্থূল জগতে মাতৃ জঠরে প্রবেশ করে, যেমন বৃক্ষ হ'তে বীজ পতিত হ'লে, তৎক্ষণাৎ তাহার অঙ্কুরোদ্গম হয় না, কিছু সময় সাপেক্ষ, সেইরূপ জীবাত্মা বীজ হ'তে যদবধি না বাসনার অঙ্কুরোদ্গম হয়, তদবধি জীবাত্মা আতিবাহিক দেহে কর্ম্ম ফল ভোগ করে, এবং অঙ্কুরিত হ'লে বীজ যেমন প্রথমে নিজ আবরণ ও পরে মৃত্তিকা হ'তে উপাদান সংগ্রহ করে, জীবাত্মা সেইরূপ প্রথমে মাতৃ জঠর ও পরে স্থূল জগত হ'তে ভৌতিক উপাদান সংগ্রহ করে, পরে পুনরায় কাল কর্ত্তৃক জীর্ণ ও হত হয়; আতিবাহিক দেহে পাপাত্মার যন্ত্রণা অতি ভয়ঙ্কর, উহারা কণ্টকাঘাতে ও বৃশ্চিক দংশনে জর্জ্জরিত হ'য়ে ঘোর অন্ধকারে একা নিরাশ্রয় অবস্থায় অবিশ্রান্ত ভ্রমণ করে, পাপভেদে যাতনা ভেদ হয়ে থাকে, আবার পৃথিবী হ'তেও সময়ে সময়ে ঐ যাতনার উপকরণ সংগ্রহ করে লয়, যে সকল কৃপণ ধনী ব্যক্তি পৃথিবীতে অবস্থান কালে ধনের সদ্ব্যবহার করে নাই, পরের মনে যাতনা ও নিজের আত্মাকে কষ্ট দিয়ে ধন সঞ্চয় করেছে, তাহারা এই

যাতনা ভোগের মধ্যে, ঐশ্বরিক নিয়ম বলে কিছু সময়ের জন্য তাহাদের পার্থিব বাস স্থানে প্রেরিত হয়, তথায় তাহারা বহু কষ্টোপার্জ্জিত ধন পর-হস্তগত ও অপব্যয়িত হ'তে দেখে দারুণ যন্ত্রণায় হাহাকার করে, বৎস! স্বর্গ ও নরকের বিস্ময়কর ছবি তোমাকে পরে দেখাইব।

মহাপুরুষের কথা শেষ হইবা মাত্র আমি গহ্বর মধ্যে একটী আলোকময় পথ দেখ্‌তে পেলেম, কতকগুলি সৌম্যমূর্ত্তি নর নারী ঐ পথ অবলম্বন ক'রে উত্তর মুখে অগ্রসর হচ্ছে, উহাদের মধ্যে কাহারো গতিবেগ অত্যন্ত দ্রুত, কাহারো ধীরগতি এবং কেহ কেহ বা কিছুদূর অগ্রসর হ'য়ে পথ ভ্রষ্ট ও বিপরীতগামী হচ্ছে, কুতূহলী হ'য়ে, আমি মহাপুরুষকে জিজ্ঞাসা কল্লেম, প্রভো! ইহারা কে? তিনি বলিলেন বৎস! এই আলোকময় পথটীর নাম বিদ্যাপথ, এই পথ সুখশান্তিময়, যাহারা সংসারের অসারতা বুঝে ভগবচ্চরণে মন প্রাণ সমর্পণ করেছে, তাহারা এই পথ দিয়া আনন্দময় মোক্ষধামে উপস্থিত হয়, এবং বাসনানুযায়ী কেহ চিদানন্দ জ্যোতীসাগরে মীনের ন্যায় কেলী করে, বা কেহ কেহ জ্যোতীর আধার স্বরূপ সচ্চিদানন্দঘন শ্রীভগবানকে লাভ ক'রে কৃতার্থ হয়, উহাদের মধ্যে যাহারা দ্রুতগামী তাহারা কাতর প্রার্থনাযোগে ভগবানের কৃপাশক্তি লাভ ক'রে মায়ার স্বরূপ অবগত হয়েছে ও সংসারের অনিত্যতা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করেছে, এতদিন উহাদের হৃদয়াধার অজ্ঞান আসক্তিবারিপূর্ণ থাকায় সংসারে লুণ্ঠিত হতেছিল, এক্ষণে ভগবৎকৃপায় জ্ঞান-সূর্য্যের পূর্ণবিকাশে ঐ বারি বৈরাগ্য কল্লে পরিণত হওয়ায় ঊর্দ্ধগামী হ'য়ে ভগবচ্চরণোদ্দেশে ধাবমান হয়েছে, যাহারা উহাদের মধ্যে সৎপথগামী, তাহাদের মোহ ঘুম ভাঙ্গিয়াছে বটে, কিন্তু এখনো নেশা কাটে নাই, সংসারে সুখ লাভ করা দুর্ল্লভ বোধে ইহারা ভগবচ্চরণে মনোনিবেশ করেছে মাত্র, কিন্তু এখনো ব্যাকুলতা পরিপক্ক হয় নাই, বৎস! ব্যাকুলতার আবেশ পূরিত প্রার্থনাই সূক্ষ্মদৃষ্টির জনক এবং সূক্ষ্মদৃষ্টিই বিদ্যা-মার্গের প্রকাশক, ব্যাকুলতার পরিমাণ বৃদ্ধির সহিত এই সূক্ষ্মদৃষ্টি বৃদ্ধি পায়, সুতরাং লক্ষ্য স্থির হয়, তখন প্রার্থনাধনুকে ব্যাকুলতাগুণ সংযুক্ত করে ভক্তিশর ত্যাগ কল্লে সেই শর অবিলম্বে ভগবচ্চরণে পৌছে, অতএব ব্যাকুলতা যত পরিপক্ক হবে, বিদ্যাপথে গমনের বেগ তত বৃদ্ধি হবে, ভগবল্লাভের জন্য এইরূপে ব্যাকুলতার চরম বৃদ্ধি হলে ভগবান নিজে সেই ভক্তকে

কোলে করে ল'য়ে আসেন। উত্তরদিক বিদ্যামার্গ ও দক্ষিণদিক অবিদ্যামার্গ যাহাদের তুমি পথ ভ্রষ্ট হ'য়ে বিপরীতগামী হ'তে দেখ্‌লে, উহারা অহংজ্ঞানে অতি কষ্টে বিদ্যামার্গে অগ্রসর হ'তে ছিল, কিন্তু সম্মানের প্রলোভনে শেষে পথ ভ্রষ্ট হল, বৎস! অহংজ্ঞানে এ পথে অগ্রসর হওয়া বড়ই বিপজ্জনক ও বিঘ্নসঙ্কুল, বিশেষতঃ অবিদ্যার শক্তিশেলরূপ সম্মানের প্রলোভন এ পথের একটী মহৎ বিঘ্ন জানিবে, সম্মান কেবল সেই এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ পুরুষের প্রাপ্য উহাতে অহং বুদ্ধি আরোপ করিলে তৎক্ষণাৎ গতি শক্তি স্তম্ভিত হ'য়ে যায় এবং উহার জন্য লালসা বুদ্ধি হইবা মাত্র লক্ষ্য ভ্রষ্ট ও বিপরীতগামী হ'য়ে পড়ে, কিন্তু ভগবানের শক্তি আশ্রয় ক'রে অগ্রসর হ'লে তাঁর কৃপাকবচে আবৃত থাক্‌লে, অবিদ্যার সম্মানরূপ প্রধান অস্ত্র বিফল হ'য়ে যায় অর্থাৎ ভক্ত সেই সম্মান গ্রহণ ক'রে তৎক্ষণাৎ চিন্তাযোগে প্রভুর নিকট প্রেরণ করেন এবং ইহা সম্মানদাতা ও গ্রহিতা উভয়েরি মঙ্গলকর হয়।

এইরূপ কথোপকথন হতেছে, এমন সময় সেই গহ্বর মধ্য হইতে একটি হৃদয়ভেদী করুণ রব উত্থিত হ'ল, আমি চকিতনেত্রে সেই দিকে চেয়ে দেখলেম একটী পুরুষ ক্ষুদ্র কুটিরের মধ্যে রোগ শয্যায় শায়িত, তাহার সহ-ধর্ম্মিণী অশ্রুপূর্ণনয়নে প্রাণপণে স্বামী সেবা করছে, পুরুষটী করুণস্বরে ভগবদ্দেশে আকুলভাবে নিজের প্রাণের ব্যথা জানাচ্ছে—হা ভগবন্! আর কেন? দারুণ কর্ম্মফলের বেগ কি এখনো প্রশমিত হয় নি? দয়াময়! তোমার অমৃতময় নামে কোটী কোটি জন্মের কর্ম্মফল যে ভস্ম হ'য়ে যায়, নিশ্চয়ই আমার কর্ম্ম মালিন্য ঘুচে গেছে, তবে কেন আর এ দেহপিঞ্জরে আবদ্ধ ক'রে রেখেছ? হরি! তোমার মায়ায় জগৎ মুগ্ধ, কিন্তু আবার তোমারি দয়ায়, তোমার ভক্ত সে ভ্রমজাল হ'তে চিরমুক্ত। তুচ্ছ ধন, মান, সাময়িক স্বর্গভোগ সব কিছু চাই না হরি! চাই কেবল তোমাকে, তোমার অভয় চরণারবিন্দে ভ্রমর হ'য়ে মধুপান কর্‌তে, তোমার রূপরাশি দর্শন কর্‌বার জন্য আমার প্রাণ লালায়িত, সে সাধ পূর্ণ কর, প্রভো! আর যে বিরহ যন্ত্রণা সহ্য হয় না, পতিতপাবন! দয়া করে এ পতিতকে চরণে স্থান দাও, আমার তো আর কোন অভাব কোন দুঃখ নাই, তোমার নামের গুণে এই ক্ষুদ্র কুটীরে, সাধ্বী সহধর্ম্মিণী সহ ভিক্ষান্ন ভোজন ক'রে আমি পরম সুখী, পরম সন্তুষ্ট, কেবল যা অভাব যা দুঃখ, তোমার অদর্শন।

দয়াময়!

(আর) হৃদয় মাঝারে, হেরিয়া তোমারে, নাহি মিটে মম আশা
(তব) বচন অমিয়া, শ্রবণে শুনিয়া, মিটাব চির পিয়াসা
(চাহে) হৃদয়ে, বাহিরে, হেরিতে তোমারে, পিপাসী নয়ন মোর
(মম) বাসনা পুরাও, বিষাদ ঘুচাও, হে মাধব মনচোর!

নাথ! অভিমান ঘুচিয়েছ, কিন্তু ভক্তাভিমান তো ঘুচাও নাই, সেই অভিমান বশে তোমার কাছে এত আবদার কচ্ছি।

বাঞ্ছাকল্পতরু! অনন্তকাল হ'তে তো তুমি ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ ক'রে আস্‌ছো, এই ক্ষুদ্র ভক্তের বাঞ্ছাপূর্ণ কর, দয়ারসাগর! তুমি আমার চির কালের পিপাসা মিটাও, তোমার অমৃতময় বাক্য সফল হউক, জগত তোমার নামের মহিমা দেখুক হরি! প্রাণ যায় দেখা দাও।

ভক্তটী এই বলে বক্ষে ও ললাটে করাঘাত কত্তে লাগলেন, এদিকে মহাপুরুষের দিকে চেয়ে দেখি তাঁর নয়নকমল হ'তে প্রস্রবণের মত বারিধারা নির্গত হ'য়ে বক্ষস্থল প্লাবিত কল্লে বিষ্ণুপাদোদ্ভবা জাহ্নবী ধারার মত যুগলচরণ অবলম্বন ক'রে প্রবাহিত হচ্ছে, এবং সেই অমিয় প্রবাহ গহ্বর মধ্যে পতিত হয়ে ভক্তটীর হৃদয়ে সিঞ্চিত হচ্ছে, ক্ষণপরেই তিনি আকুলভাবে মাভৈঃ রবে গহ্বর মধ্যে লম্প প্রদান কল্লেন, আমি ভীত চকিতনেত্রে দেখ্‌লেম যেন, একটী ঘন জ্যোতিরাশি অন্ধকার গহ্বর উদ্ভাসিত করে কুটীর মধ্যস্থ পুরুষের সন্নিহিত হচ্ছে, পরক্ষণেই দেখ্‌লেম চন্দ্র সহ শুক্র গ্রহের মত মহাপুরুষ সহ একটী জ্যোতীর্ম্ময় পুরুষ গহ্বরোপরি আগমন কল্লেন, পুরুষটীর আনন্দময় মধুর মূর্ত্তি দেখে আমি প্রেমানন্দে অধীর হ'য়ে তাঁকে আলিঙ্গন কল্লেম, তিনিও পরম বন্ধুর ন্যায় আমার সঙ্গে আলাপ কর্‌তে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পরে আমি বিনিত ভাবে মহাপুরুষকে বল্লেম প্রভো! যদি অভয় দেন, তাহা হইলে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, মৃদুহাস্য করে তিনি বল্লেন, স্বচ্ছন্দে বল বৎস! ভয়ের তো কোন কারণ নাই, আমি বল্লেম প্রভো! ইঁহার সাধ্বী সহধর্ম্মিণীকে আনলেন না বলে আমার মনে বড় কষ্ট হচ্ছে, স্বামী বিরহে না জানি তিনি কত দুঃখ পাচ্ছেন, আমার কথা শুনে তিনি সেই পুরুষের দিকে চেয়ে একটু হাস্য করে বল্লেন্ বৎস! যতটুকু

দিব্য দৃষ্টি তোমায় দিয়েছি, এক্ষণে তোমার তদধিক দৃষ্টিশক্তি নাই বলে এ কথা বল্‌ছো, ফলে কিছু দিনের মধ্যেই ইঁহার সহধর্ম্মিণী ইঁহার সঙ্গে মিলিত হবেন, ঐ দেখ তিনি ধ্যান স্থিমিতনেত্রে কুটীর মধ্যে উপবিষ্টা বিরহ-ব্যাকুলপ্রাণে, একাগ্রমনে জগৎপতিভাবে পতির ধ্যানে নিমগ্না, এত দিন উনি স্বামীকে ঠিক চিন্‌তে পারেন নি; এক্ষণে স্বামীর স্বরূপ অবগত হয়েছেন, সুতরাং জন্ম মৃত্যুর প্রভৃতি কর্ম্ম বন্ধন ছিন্ন।

হয়েগেছে, ও চিরদিনের আশা পূর্ণ হবার আর বিলম্ব নাই, কিছু দিনের মধ্যে উনি চিন্ময়রূপে চিদানন্দ জ্যোতী সাগরে স্বামী সহ অনন্তকাল আনন্দকেলী করবেন, বৎস! সাধ্বীর পাতিব্রত্য কখন বিফল হয় না, ইহা মহাযোগীর যোগ সাধনা অপেক্ষা পবিত্র।

আমি পুনরায় করযোড়ে জিজ্ঞাসা কল্লেন প্রভো! আমার আর দু'টী প্রশ্ন আছে, প্রথমতঃ আমি কোন পথ দিয়ে এসেছি এবং দ্বিতীয়তঃ আপনি কে—তিনি বলেন বৎস! এ প্রশ্নের উত্তর তুমি আপনা হতেই পাবে, এই নির্জ্জন স্থানে উপবেশন করে এ বিষয় চিন্তা কর, এই বলে তিনি নবাগত পুরুষটীর হস্ত ধারণ করে বহির্গত হয়ে গেলেন।

আমি নিবিষ্ট মনে ভাব্‌তে লাগ্‌লেম, "আমি কোথায় এসেছি, এই কি মোক্ষধাম, এই মহাপুরুষই চিদানন্দঘন শ্রীভগবান! যদি ইহা মোক্ষ-ধাম হয়, তাহ'লে আমার জ্ঞান বুদ্ধির চরম স্ফুরণ হচ্ছে না কেন? তবে কি আমি আমার ভবিষ্যত শুভাদৃষ্টের ছায়া স্বরূপ স্বপ্ন দেখ্‌ছি, যদি তাহাই হয়, তাহলে হে ভগবন্! যেন আমার আর নিদ্রা ভঙ্গ না হয়, এইরূপে কিছুক্ষণ চিন্তার পর হৃদয়মধ্যে প্রশ্নের মীমাংসা হ'য়ে গেল, পথের রহস্য হৃদয়ঙ্গম হ'ল, বুঝলেম যে পথ দিয়ে এসেছি ঐ পথ আমার জীবন পথের একটী ক্ষুদ্র মানচিত্র, সমুদ্রটী ভবসমুদ্র, নয়টী চিমনি যুক্ত জাহাজ খানি নবদ্বার বিশিষ্ট দেহ, অজ্ঞান[illegible] জ্ঞান সূর্য্য আবরিত থাকায় দেহ-তরণীখানি বাসনাঝটিকায় ও আশা[illegible] আন্দোলিত হ'তে ছিল এবং জলজন্তুরূপী কাম ক্রোধাদি [illegible] আন্দোলন বৃদ্ধি পেয়ে তরণী-খানি মগ্ন প্রায় হ'য়েছিল, শেষে আমার কা[illegible]র প্রার্থনাযুক্ত আকুলক্রন্দনের আকর্ষণে দয়াময় শ্রীভগবান গুরুরূপে জ্ঞান ভক্তিতে আমার হৃদয় অনু-প্রাণিত ক'রে কর্ণধাররূপে ভব সমুদ্র পার করে দিলেন,—চুম্বক পর্ব্বতরূপ

চৈতন্য জ্যোতীর সন্নিহিত করে দিলেন, তৎক্ষণাৎ বন্ধনরূপ লৌহকীলক-গুলি খুলে গেল, দেহাত্মবুদ্ধি ঘুচে গেল, আমি মুক্ত হলেম।

মুক্ত হলেম বটে, কিন্তু বিদ্যার আমিত্ব তখন পর্য্যন্ত ছিল, সেই জন্যই পর্ব্বতের বিভীষিকায় কিছুক্ষণ কষ্ট পেয়েছিলেম, শেষে যখন সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট হয়ে ভগবচ্চরণে একান্ত নির্ভর কল্লেম, বিদ্যার আমিত্বের ছায়াটুকু পর্য্যন্ত নিবেদিত হল, তখন জ্যোতীর্ঘন শ্রীভগবানের আনন্দময় অপরূপ মূর্ত্তি দেখলেম জয় গুরু! তবে কি আমার চিরপোষিত আশা এত দিনে পূর্ণ হ'ল শ্রীহরির চিন্ময় রূপ দেখলেম, তাঁর বদনকমল নিঃসৃত অমিয় বচনাবলী শুনলেম, অহো! আমি কৃতার্থ! আনন্দে আমার হৃদয় নেচে উঠ্‌লো, সে আনন্দবেগ সম্বরণ কত্তে পাল্লেম না "জয় হরি দয়াময়" ব'লে চীৎকার করে উঠলেম।

সেই চীৎকারে নিদ্রাভঙ্গ হ'ল, দেখলেম নিশা অবসান প্রায়, ক্ষণেক স্তম্ভিত হ'য়ে স্বপ্নের বিষয় ভাবতে লাগলেম, শেষে ভাবোচ্ছ্বাসে বল্লেম, দয়াময় হরি! অনন্ত দয়া তোমার, স্বপ্নচ্ছলে আজ আমাকে মহাশিক্ষা দিলে, এত দিনে তোমাকে পাবার সুগম পথ নির্ণয় হ'ল, এখন তোমার শক্তিবলেই অবিদ্যাবন্ধন ছেদন করে নিশ্চয় তোমাকে লাভ কর্‌বো, দাসের প্রতি দয়া রেখো হরি! যেন তোমার ভাব হ'তে কখন বিচ্যুত না হই, তোমার দয়া ভিন্ন দুর্দ্দমনীয় মনকে বশীভূত করবার তো দ্বিতীয় উপায় নাই, শাস্ত্রমুখে; গুরুমুখে তুমি যে উপদেশ দিয়েছো, সেই উপদেশ হৃদয়ে অতুল সাহস সঞ্চার করে দিয়েছে, তোমার নামরূপরশ্মিতে মনকে বাঁধ্‌লে, তুমি, কৃষ্ণ! তুমি নিজেই আকর্ষণ ক'রে লও, তবে আর ভয় কি! তোমার নামের বলে শমনের বিভীষিকা গ্রাহ্য না ক'রে এই ভবসাগর অবহেলে পার হব।

শ্রীহ——শর্ম্মা।

শ্রীশ্রীগৌর সুন্দর।

—:০:—

দীক্ষার পর হরিদাস ঠাকুর অদ্বৈতাচার্য্যের সঙ্গে সঙ্গেই থাকিতেন এবং তাঁহারই বাটীতে প্রসাদ পাইতেন। অদ্বৈতাচার্য্য শান্তিপুরের বাটীতে গমন করিলে, হরিদাস ঠাকুরও তাঁহার সহিত শান্তিপুরেই গমন করিতেন, আবার তিনি যখন নদীয়ায় আসিতেন, হরিদাস ঠাকুরও তাঁহার সহিত নদীয়াতে আগমন করিতেন।

একদিন সপ্তগ্রামের গোবর্দ্ধন দাসের পুরোহিত বলরাম আচার্য্য অনেক অনুরোধ করিয়া হরিদাস ঠাকুরকে নিজের বাটীতে লইয়া গেলেন। ঐ সময়ে বলরাম আচার্য্য হরিদাস ঠাকুরকে একদিন গোবর্দ্ধন দাসের বাটীতেও লইয়া যান। হরিদাস ঠাকুরকে দেখিয়া গোবর্দ্ধন দাসের সভাসদ্‌গণ হরিদাস ঠাকুরের প্রসংশার সহিত শ্রীহরি নামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হয়েন। নাম মাহাত্ম্য শ্রবণে আনন্দিত হইয়া হরিদাস ঠাকুর নিম্ন লিখিত শ্লোকটী পাঠ করিলেন,—

"অংহঃ সংহরদখিলং সকৃদুদয়াদেব সকল লোকস্য।
তরনিরিব তিমির জলধিং জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম॥"

নামের উদয় মাত্র সকল পাপের ক্ষয় হয়, এই কথা, সভাস্থ গোপাল চক্রবর্ত্তী নামক ব্যক্তি বিশেষের অসহ্য হইল। তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন। "এই কথা যদি সত্য হয়, তবে আমার নাক কাটা যাইবে।" হরিদাস ঠাকুর সকল সহিতে পারেন, নামের নিন্দা সহ্য করিতে পারেন না, সুতরাং তিনিও বলিলেন, "এই কথা যদি মিথ্যা হয়, তবে আমার নাক নষ্ট হইবে।" এই কথা বলিয়াই হরিদাস ঠাকুর সপ্তগ্রাম ত্যাগ করিলেন। লিখিত আছে, অল্পদিনের মধ্যেই কুষ্ঠরোগে ঐ ব্রাহ্মণের নাসিকা নষ্ট হইয়া যায়।

গয়াধাম যাত্রা।

—:০:—

হরিদাস ঠাকুর যখন আপন মনে কখন নদীয়া কখন শান্তিপুরে নাম সঙ্কীর্ত্তন প্রচার করিতেছেন, সেই সময়েই শ্রীগৌরাঙ্গ জীবকে প্রেম ভক্তি

প্রদান করিতে অভিলাষী হইয়া, কার্য্য ক্ষেত্রে অবতরণের পূর্ব্বে, একবার গয়াধাম গমনের আবশ্যকতা বোধ করিলেন। পরে তিনি তীর্থ যাত্রার উপযোগী নৈমিত্তিক কর্ম্ম সকল সমাধান পূর্ব্বক জননীর অনুমতি লইয়া মেসো চন্দ্রশেখর আচার্য্য ও কতিপয় শিষ্যের সমভিব্যাহারে গয়াধাম অভিমুখে যাত্রা করিলেন। শিষ্যগণকে উপদেশ প্রদান ও শাস্ত্রালাপ করিতে করিতে পরম সুখে পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। লিখিত আছে, একদিন একস্থানে মৃগমিথুনের বিহার দর্শনে শিষ্যদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন।—

"লোভ মোহ কাম ক্রোধে মত্ত পশুগণ।
কৃষ্ণ না ভজিলে এই মত সর্ব্বজন॥"

এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে বঙ্গদেশের সীমা অতিক্রম পূর্ব্বক ভাগলপুর অঞ্চলের অন্তর্গত মন্দার পর্ব্বতে উপনীত হইলেন। ঐ স্থানে শ্রীমধুসূদন বিগ্রহ দর্শন করিয়া তিনি এক পূজারী ব্রাহ্মণের গৃহে বাস করিলেন। এই অঞ্চলের ব্রাহ্মণদিগের আচার ব্যবহার বঙ্গ দেশের ন্যায় নহে। বাঙ্গালীরা এইরূপ আচার ব্যবহারকে অনাচার মনে করেন। সুতরাং অনাচারীর গৃহে বাস করায় শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গিগণ তাঁহাকেও অনাচারী বিবেচনা করিতে লাগিলেন। অন্তর্যামী শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাদিগের মনের ভাব বিদিত হইয়া তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত এমন একটি কৌশল উদ্ভাবন করিলেন যে, আর কাহারও তাঁহাকে অনাচারী মনে করিবার সামর্থ হইল না। তিনি অকস্মাৎ নিজ দেহে জ্বর প্রকাশ করিলেন। পথের মধ্যে জ্বর হওয়ায়, তাঁহার সঙ্গিগণ বিশেষ চিন্তান্বিত হইলেন। তাঁহাকে এক স্থানে রাখিয়া তাঁহার জ্বরের প্রতিকারের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই জ্বরের বিরাম হইল না। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ংই এক অদ্ভুত ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। ঐ ঔষধ আর কিছুই নয়, কেবল বিপ্রপাদোদক গ্রহণ করাতেই তাঁহার জ্বরের বিরাম হইল। তাঁহাকে কেবল বিপ্রপাদোদক গ্রহণ করাতেই জ্বর হইতে মুক্তিলাভ করিতে দেখিয়া তাঁহার সঙ্গিগণ যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করিলেন। তাঁহারা বুঝিলেন, ব্রাহ্মণের বাহ্যিক আচার যত কেন দূষিত হউক না, তিনি কখনই অবজ্ঞাস্পদ হইতে পারেন না, বাহ্যিক অনাচার দ্বারা স্থূল শরীরের দোষ ঘটিলেও তদন্তবর্ত্তী সূক্ষ্ম শরী-

রের দোষ হইতে পারে না। শ্রীগৌরাঙ্গ এইরূপে শিষ্যাদিগকে ব্রাহ্মণের স্বাভাবিকী পবিত্রতার বিষয় শিক্ষা দিয়া পুনর্ব্বার যাত্রা করিলেন। তাঁহারা কয়েক দিবসের মধ্যেই গয়াধামে পৌঁছিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ গয়াধামে প্রবিষ্ট হইয়া প্রথমতঃ শ্রীচরণে প্রণাম করিলেন। পরে ব্রহ্মকুণ্ডে যাইয়া স্নান করিলেন। তদনন্তর বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শনার্থ গমন করিলেন। তিনি বিষ্ণুমন্দিরে যাইয়া দেখিলেন, নানাদেশীয় বিপ্রগণ বিষ্ণুপাদপদ্ম পূজা করিতেছেন। কেহ বা পিণ্ডদান করিতেছেন। শ্রীপাদ-পদ্মের পঠিত মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে করিতে তাঁহার অদ্ভুত প্রেমাবেশ হইল। দুনয়নে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। ক্রমে কম্পপুলকাদি সাত্ত্বিক ভাব সকলও প্রকটিত হইল। দর্শকবৃন্দ তাঁহার ভাব দেখিয়া অতীব বিস্ময়ান্বিত হইলেন। শেষে তিনি প্রেমবিহ্বল হইয়া অনিমিষ নয়নে শ্রীপাদপদ্মের মকরন্দ পান করিতে করিতে বিবশভাবে পতিত প্রায় হইলেন। তখন উপস্থিত দর্শকবৃন্দের মধ্যে যদৃচ্ছাক্রমে সমাগত শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী ভিন্ন অপর কেহই তাঁহাকে ধারণ করিতে সাহস করিলেন না। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী শ্রীগৌরাঙ্গকে ধরিয়া প্রকৃতিস্থ করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাকে দেখিয়া প্রণাম করিতে গেলেন। পুরী গোসাঁই তাঁহাকে ধরিয়া আলিঙ্গন দিলেন। উভয়েই উভয়ের কলেবর স্পর্শে শিথিলাঙ্গ হইলেন। অনন্তর শ্রীগৌরাঙ্গ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক পুরীগোসাঁইকে বলিলেন। "আজ আমার গয়াযাত্রা সফল হইল; শ্রীপাদের চরণ দর্শনে কৃতার্থ হইলাম; এই দেহ ঐ চরণেই সমর্পিত হইল; শ্রীপাদ আমাকে কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃত রস পান করাইলেন।" পুরীগোসাঁই বলিলেন,—"পণ্ডিত, আমি সত্য বলিতেছি, তোমাকে দেখিলে বিশেষ সুখ পাইয়া থাকি। নদীয়ার দর্শনাবধি তুমি আমার হৃদয় অধিকার করিয়াছ। তোমার দর্শনে আমার কৃষ্ণদর্শনের আনন্দ লাভ হইয়াছে।" শ্রীগৌরাঙ্গ হাসিয়া বলিলেন, "আমার ভাগ্য মনে করি।"

এই প্রকার কথোপকথনের পর, শ্রীগৌরাঙ্গ পুরী গোসাঁইর অনুমতি লইয়া তীর্থশ্রাদ্ধ করিতে গমন করিলেন। তিনি সর্ব্বাগ্রে ফল্গুতীর্থে, পরে ক্রমান্বয়ে প্রেতগয়ায়, দক্ষিণ মানসে, রামগয়ায়, যুধিষ্ঠিরগয়ায়, উত্তর মানসে ভীমগয়ায়, শিবগয়ায়, ব্রহ্মগয়ায় ও ষোড়ষগয়ায় শ্রাদ্ধগয়ায় শ্রাদ্ধ করিয়া পুনশ্চ ব্রহ্মকুণ্ডে অবগাহন করিলেন। পরিশেষে গয়াশিরে যাইয়া বিষ্ণুপদে পিণ্ড-দান করিলেন। পিণ্ডদানের পর, পুষ্প চন্দন ও মাল্যাদি উপহার দ্বারা

বিষ্ণুপদের পূজা এবং দক্ষিণাদি দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে সন্তুষ্ট করিয়া বাসায় গমন করিলেন।

বাসায় আসিয়া হবিষ্যান্ন পাক করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রন্ধন প্রায় শেষ হয় হয় এমন সময়ে হরিনাম গান করিতে করিতে হঠাৎ ঈশ্বরপুরী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ পুরী গোসাঁইকে দেখিয়াই যথোচিত সাদর সম্ভাষণ সহকারে বসিতে আসন প্রদান করিলেন। পুরীগোঁসাই আসন গ্রহণ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমি ঠিক সময়েই উপস্থিত হইয়াছি। আমিও ক্ষুধার্ত্ত, তোমারও পাক প্রস্তুত প্রায়, শ্রীগৌরাঙ্গ শুনিয়া বলিলেন, "আমার পরম সৌভাগ্য, আপনি এই স্থানে অন্নভিক্ষা করিবেন।" তখন পুরীগোসাঁই বলিল, "তুমি কি খাইবে?" শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "আমি পুনর্ব্বার পাক করিব।" পুরী গোঁসোই বলিলেন, আর রন্ধনের কি কাজ, যাহা রন্ধন করিয়াছ তাহাই দুই জনে খাইব।" শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন,। তাহা হইতে পারে না। যাহা রন্ধন হইল, তাহা আপনি ভোজন করুন, আমি সত্বর আমার মত পাক করিয়া লইতেছি।" এই কথা বলিয়া, তিনি যাহা পাক করিয়াছিলেন, তাহা পুরী গোঁসাইকে দিয়া পুনশ্চ নিজের মত পাক করিয়া লইলেন। সে দিন এইরূপেই কাটিয়া গেল। অপর একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ ঈশ্বর পুরীকে নিভৃতে পাইয়া তাঁহার নিকট মন্ত্র দীক্ষা প্রার্থনা করিলেন। যদিও তিনি স্বয়ং শ্রীভগবান যদিও তিনি স্বয়ংই উপদেশামৃত বিতরণ দ্বারা জীবনিস্তারের নিমিত্ত আচার্য্যরূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তথাপি আজ লোকশিক্ষার্থ ও শাস্ত্রমর্য্যাদা সংরক্ষণার্থ শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করিলেন। ঈশ্বরপুরী বলিলেন, "পণ্ডিত! মন্ত্র কোন্ কথা আমি তোমাকে প্রাণ পর্য্যন্ত প্রদান করিতে পারি।" এই কথা বলিয়া তিনি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায়, তখনই শ্রীগৌরাঙ্গকে দশাক্ষর মহামন্ত্র উপদেশ করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ দীক্ষালাভের পর পুরী গোসাঁইরচরণ ধারণ পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন, পুরী গোঁসাই তাঁহাকে হৃদয়ে ধরিয়া আলিঙ্গন দিলেন। প্রেমাশ্রুধারা দ্বারা উভয়েই উভয়কে অভিষিক্ত করিয়া পরস্পর বিদায় গ্রহণ করিলেন। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী গয়া হইতে শ্রীবৃন্দাবন গমন করিলেন। তাঁহার সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের এই শেষ দেখা হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ পুরী গোসাঁইর নিকট বিদায় লইয়া নবদ্বীপাভিমুখে যাত্রা করিলেন তিনি অল্পদিবসের মধ্যেই নির্বিঘ্নে গৃহে আসিয়া উপস্থিত

হইলেন। তাঁহার অদর্শনে নদীয়ার ভক্তগণ নির্জ্জীবের ন্যায় অবস্থান করিতেছিলেন। এক্ষণে তাঁহাকে পাইয়া মেঘালোকে চাতকের ন্যায় পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিলেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

ভক্ত স্পর্শমণি।

—০—

১

জীবন নামেতে বিপ্র মানকরে বাস
কুটুম্ব পোষণে বহু দুঃখ জ্বালা স'য়ে
বিবেকী হইয়া শেষে কাশীধামে যায়
অর্থের কামনা হেতু শঙ্করে পূজয়ে।

২

কঠোর সাধনে শিব হ'য়ে পরিতোষ
প্রবোধ বচনে কহে "শুন হে ব্রাহ্মণ!
অবিলম্বে যাও তুমি বৃন্দাবনধাম
অর্থের বাসনা তব হইবে পূরণ।

৩

বৃন্দাবনে সনাতন যমুনার তীরে
কৃষ্ণগুণগানে রত বলিও তাঁহায়
তোমার দারিদ্রদুঃখ হইবে মোচন
পাইবে অমূল্যধন, কভু না ফুরায়।"

৪

হেরিলে সাধুরে বিপ্র বহুপথ ভ্রমি'
কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা যমুনার তীরে
অবিরল অশ্রুধারা বহে গণ্ড বাহি,'
যাহাকে তাহাকে ধরে আলিঙ্গন করে।

৫

বিনয় বচনে কহে, দণ্ডবত হ'য়ে
শিব আজ্ঞা শিরে ধরি এসেছি হেথায়
যাতনা অশেষ ভোগি কুটুম্ব পোষণে
করহ বিধান প্রভু! দুঃখ যাতে যায়।

৬

অল্প কিছু জমি জমা আছে দেশে গায়ে
পিতৃপুরুষের ক্রিয়া সব হ'ল লোপ
বারমাসে তের পর্ব্ব না ভাতে পোষায়
কিবা কর্ম্মফলে ভুগি বিধাতার কোপ।

৭

এতেক শুনিয়া বাক্য সাধু সনাতন
আশুতোষ কেন বিপ্রে হেথায় পাঠায়!
"কোথা পাব ধন আমি," কহিল ব্রাহ্মণে
"ভিক্ষা মাগি দিন মোর কোন মতে যায়।"

৮

ভাবিতে পড়িল মনে মাণিকের কথা
পেয়েছিল যাহা সাধু প্রাতঃস্নান কালে
দরিদ্র দেখিয়া, ভাবি, দিবে বিলাইয়া
রেখেছে মাটিতে পুঁতে যমুনার কূলে।

৯

ডাকিয়া কহিল বিপ্রে আছে এক ধন
যাহার পরশে সব হ'য়ে যায় সোণা
অদূরে রয়েছে পোতা মৃত্তিকার মাঝ
তুলে নেও, ঘুচে যাবে দারিদ্র যাতনা।

১০

হইল হরষ বিপ্র পেয়ে স্পর্শমণি
করযোড়ে ভূমে পড়ি প্রণাম করিয়া

চলিল আপন দেশে কুটুম্ব পোষণে
জীবনে হবে না সুখ ভাবিয়া ভাবিয়া

১১

সঙ্গগুণে রত্নাকর নামে অনুরাগী
জগাই মাধাই নামে হ'ল মাতোয়ারা
হৃদিপদ্ম বিকশিত সাধুর কিরণে
কি যেন কি ভাবে বিপ্র হ'ল আত্মহারা।

১২

কুটুম্বপোষণে হায়! এতই ব্যাকুল
ভুলিয়াছি জীবনের ধ্রুবলক্ষ্য তারা,
যাঁর কাছে স্পর্শমণি অতি তুচ্ছ ধন
সেই ধনে পরমেশ! কর মাতোয়ারা।

১৩

যে করেছে এ সংসারে নামামৃত পান
বিষয় বাসনা তার কোথা ভেসে যায়
রাধাকৃষ্ণ অবিরাম ফোটে যাঁর মুখে
সুদূর অম্বরে তাঁর নিশান দেখায়।

১৪

পুড়িতে লাগিল বিপ্র অনুতাপানলে
বিষয় বাসনা হ'তে হইল মোচন,
ফেলিল পরশমণি যমুনার মাঝ
জীবনে হইল ধন্য জীবন-ব্রাহ্মণ।

ক্ষ্যাপা ও প্রেমানন্দ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

—:০:—

প্রেমানন্দ।—বৎস! এই নৈমিষারণ্য মধ্যে বহু বহু স্থান আছে যাহাতে যোগীগণ গুপ্তভাবে অবস্থান করেন। অদূরে ঐ যে উচ্চ পর্ব্বতের ন্যায় স্থান দেখিতে পাও, উহা "পাণ্ডবগড়" বা "পাণ্ডবকেল্লা" বলিয়া প্রসিদ্ধ। অনেক মহাত্মা এখনও এমন গুপ্তভাবে বাস করেন যে, সাধারণে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহাদিগের বাসস্থান নির্ণয় করিতে পারে না। ঐ মহাত্মারা অধিক রাত্রে বহির্গত হইয়া গোমতীতে স্নান করিতে যান, ইহা কোন কোন ব্যক্তি দর্শন করিয়াছেন। অল্প বৃষ্টি হইয়া গেলে, ক্ষেত্র মধ্যে উহাদের গমনাগমনের পদচিহ্ন দেখা যায়। শুনিয়াছি, সাধারণের পদচিহ্ন অপেক্ষা ঐ পদচিহ্নসকল বড় ও দূরপ্রসারিত। কোন কোন ব্যক্তি সময় সময় উহাদিগের দর্শনলাভে কৃতার্থ হন এরূপ প্রবাদ শুনা যায়। আমি এই অরণ্যস্থিত এক মহাত্মার নিকট শুনিয়াছি ঐ "পাণ্ডবগড়ের" উপরে কোন এক ব্যক্তি গৃহ নির্ম্মাণ করিবার মানসে মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে নীচে একটি গভীর গুহার দর্শন ও তন্মধ্য হইতে সুগন্ধি ধূপ ধুনার গন্ধ পায়, নির্ম্মাণকারী সাহসে ভর করিয়া গুহার ভিতর প্রবেশ করে এবং দীর্ঘকায় তিনজন যোগীপুরুষের সাক্ষাৎকার লাভ করে। অনেক কাতর প্রার্থনার পর এক মহাত্মা চক্ষু উন্মীলিত করিয়া গম্ভীরভাবে দুই চারিটি ধর্ম্ম উপদেশ প্রদান করত উহাকে বলিলেন, "দেখ, তুমি গুহার যে দ্বার প্রকাশ করিয়াছ তাহা শীঘ্র বন্ধ কর এবং সাবধান থাকিও যেন, এ কথা সাধারণে প্রকাশ না পায়, তোমার মঙ্গল হইবে, আর প্রকাশ করিলে তোমার অমঙ্গল হইবে।" এই কথা শুনিয়া ঐ ব্যক্তি গুহা হইতে বহির্গত হইয়া গুহার দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। শুনিয়াছি, ঐ ব্যক্তির হাঁপ কাশির অসুখ ছিল, সাধু দর্শনের পর হইতেই অসুখ ভাল হইয়া যায় এবং ক্রমশঃ নষ্ট হইতে থাকে, বহুদিনের চিকিৎসায় যে রোগ আরোগ্য হয় নাই, সহসা তাহাকে রোগ মুক্ত ও সবল দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইল ও বার বার এ বিষয়ে প্রশ্ন করিতে লাগিল, বহু লোকের আগ্রহেও কিছুদিন সাধুর আজ্ঞা অনুসারে গোপন রাখিয়াছিল, পরে দুর্ব্বল চিত্ত সংসারীর মনে এ কথা আর

গোপন রহিল না। যে দিন প্রকাশ পাইল সেই দিন হইতেই ঐ ব্যক্তি পূর্ব্ব রোগে আক্রান্ত হইয়া ক্ষীণ হইতে থাকে এবং অল্প দিন মধ্যেই মানবলীলা সম্বরণ করে। অন্য সকল লোক গুহা খনন করিয়া সেই সাধুপুরুষের দর্শন লাভে বঞ্চিত হইয়া ফিরিয়া আসে। তিনি আরও বলিলেন যে, আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়াছি ঐ "পাণ্ডবগড়ের" মধ্য দিয়া গোমতীতে যাইবার এক গুপ্ত পথ আছে। ঐ পথ দিয়া সাধুরা স্নান করিতে যান। এই প্রকার বহু সাধুর অবস্থান সম্বন্ধে নানা কথা কহিলেন। ভাগ্যবান পুরেষেরাই উহাদের দর্শন লাভে কৃতার্থ হয়।

ক্ষ্যাপা।—দেব! আমার মনে বড়ই সন্দেহ হয়, সাধুরা অমন প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকেন কেন, আমরা অক্ষম সত্ত্বেও জীবের দুঃখ দূর করিতে বাসনা করি, আর তাঁহারা সমর্থ সত্ত্বেও কেন আত্ম গোপন করেন বুঝিতে পারি না। উহারা কি জীবের প্রতি নির্দ্দয় বা জীবে দয়া সাধনার অন্তরায়, মনে করেন? গুরুদেব! এ বিষয় আমার সন্দেহ ভঞ্জন করুন।

প্রেমা।—বৎস! সাধুরা জীববৎসল, জীবের দুঃখ দূর করা তাঁহাদের আন্তরিক অভিপ্রায়, তবে সাধারণ জীবের দুঃখ দূর করা অসম্ভব, কারণ যাহারা সকামী, বিষয়লোলুপ তাহাদের দুঃখ চিরসঙ্গী, আজ সুখী হইবে বলিয়া যাহা কামনা করে, কামনা সিদ্ধি হলেই পরক্ষণেই আবার অন্য কামনা করে, এইরূপ বহুল প্রাপ্য বস্তু লাভেও কামনার শেষ হয় না সুতরাং উহাদের দুঃখ বিমোচন অসম্ভব। সিদ্ধ মহাত্মারা দেখেন যাহাদের কামনা কমিয়াছে, চিত্তবৃত্তি নিবৃত্তিপথাবলম্বী, তাহাদিগকে যাচিয়া যাচিয়া তত্ত্ব উপদেশ প্রদানে ধন্য করেন। এবং যাহারা বিষয়ান্ধ, কামকিঙ্কর, তাহাদিগকে দর্শন দিলে কোন ফল হইবে না বরং সাধনার ব্যাঘাত হইবে এই জন্যই দর্শন দেন না। এক সময় কঠোর তপস্যা ও ব্রত নিয়মাদির অনুষ্ঠানে যে কুসংস্কার, যে কামনা ও যে বিষয়স্পৃহা হৃদয় হইতে অপসারিত করিয়াছেন, বিষয়ীর সঙ্গে পুনঃ সহবাসে সেই সেই ভাব পুনর্জাগরিত হয় এই জন্যই সে বিষয়ের আলোচনা করিতে ইচ্ছা করেন না, তাঁহারা বেশ বোঝেন যে, বিষয় রসে জর্জ্জরিত, কামনার ক্রীড়া পুতুল বিষয়ীগণ তাহাদিগকে পাইয়া, আর্থিক, সাংসারিক ও দৈহিক উন্নতির প্রার্থনা করিবে। মুক্তির কথা বুঝিবে না শুনিবে না ও চাহিবে না। তাই বিষয়ীর সঙ্গ করেন না। কিন্তু অলক্ষিত

ভাবে যাহাতে সাধারণ জীবের উন্নতি হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখেন। জীব যতদিন কামিনীকাঞ্চনে আসক্ত থাকে, অজ্ঞানান্ধকারে, মায়ামোহে জড়িত থাকে, ততদিন বুঝিতে পারে না, বিষয় বাসনা কত ঘৃণিত কত মন্দ ও উন্নতির কত অন্তরায়, যদি একবার বিষয় বাসনা ছাড়িয়া মনকে বিশুদ্ধ সত্যরসে ও বিশুদ্ধভাবে ডুবাইতে পারে তবে সে আর ভ্রমেও বিষয় ও বিষয়ীর কাছে অগ্রসর হইতে চাহে না। বৎস! সাংক্রামীক রোগ যেমন নিকট-বর্ত্তি লোক সমূহকে আশ্রয় করে, সেইরূপ বিষয়াকৃষ্ট মোহান্ধ অবিবেকী ব্যক্তির মোহান্ধতা সঙ্গকারীর হৃদয়কন্দরে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বনাশ সাধন করে। দেখ, যোগীদের বিষয়ীর সঙ্গ যেমন যোগ হানি কর ও পতনের কারণ তেমন আর কিছুই নহে।

ক্ষ্যাপা। দেখ! এখন বুঝিলাম। পূর্ব্বে ধারণা ছিল যোগীরা পরদুঃখে উদাসীন। তত্ত্ব না বুঝিয়া কোন বিষয় নিজের ভ্রান্ত মনের ধারণা অপরের কার্য্যাদির শ্রেষ্ঠতা বা নিকৃষ্টতা প্রমাণ করিতে যাওয়া ঘোর অপরাধ।

প্রেমা। বৎস! তত্ত্ব না বুঝিয়া কাহাকেও নিন্দা করিতে নাই। তোমায় পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, ত্যাগী ও সংসারীর আচরণে বিশেষ পার্থক্য আছে। সংসারী ধর্ম্মের অনুকূলে যথেষ্ট বিষয়ভোগ করিলেও তাহার পতন হয় না কিন্তু ত্যাগী ব্যক্তি মনে মনে কখনও বিষয় ভাবনা করিলে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়।

ক্ষ্যাপা। দেব! এই নৈমিষারণ্যে আসিয়া আপনি কি কোন সিদ্ধ পুরুষকে দর্শন করিয়াছেন।

প্রেমা। বৎস! দেখিয়াছি, এক মহাপুরুষের সহিত অনেক কথা বার্ত্তাও হইয়াছে, সাধু আমাকে বড়ই কৃপা করিতেন, আমাকে অনেক বিষয় যাচিয়া যাচিয়া বলিয়াছেন। এক দিন গম্ভীর ভাবে বলিলেন, জীবের বিশেষতঃ সংসারীর পক্ষে, ভগবানের নাম আশ্রয় করাই শ্রেয়ঃ, এক মাত্র নামযোগ অবলম্বনে মানবের সকল যোগফল লাভ হয়, নামকে অপরাপর সাধন অপেক্ষা ন্যূন বা তুল্য সাধন মনে করিলে অপরাধ হয়, নাম সাধন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি তাঁহার নিজের জীবনের ঘটনা বর্ণন ছলে বলিয়াছেন "প্রথম সময় আমি বড়ই চঞ্চল ও শাস্ত্র বহির্ম্মুক ছিলাম সিদ্ধপুরুষ আমাকে

নাম সাধনের উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন, তুমি এক মনে নাম সাধন কর, তোমার চিত্ত স্থির ও প্রফুল্ল হইবে এবং শাস্ত্র জ্ঞান নাম বলে উদ্ভাসিত হইবে। আমি নিশি দিন নাম সাধন করিতে করিতে ক্রমিক আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলাম, আপনা হইতে সকল সন্দেহ দূর হইল, আবরিত বস্তুর পুন প্রকাশের ন্যায়, জ্ঞান যেন অজ্ঞানান্ধকার ভেদ করিয়া হৃদয় মাঝে প্রকাশিত হইল। অধ্যাপকের নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ণ করিতে গিয়া একটু আভাস পাইয়াই শাস্ত্রতত্ত্ব বুঝিতে লাগিলাম আমার অসাধারণ ধারণাশক্তি ও শাস্ত্রবুদ্ধি নিপুণতায় বড় বড় পণ্ডিতেরাও বিস্মিত হইতেন, আমার নিপুণতার কারণ জিজ্ঞাসায় উত্তর দিতাম যে, শ্রীরাম নামই আমার নিপুণতার কারণ, সত্য সত্যই নাম বল ভিন্ন অন্য কোন বল আমার ছিল না, নামবলে ঘোর বিপদে উদ্ধার পাইয়াছি, সকল কামনা, সকল ভাবনা, সকল আসক্তি এক মাত্র নামবলে দূর করিয়াছি।" এই বলিতে বলিতে সাধুর ভাবাবেশ হইল, তিনি আসনে উপবিষ্ট হইয়া কুম্ভক যোগে নাম সাধন করিতে লাগিলেন, আমি সাধুর নিকটে থাকায় প্রতি রোমকূপ হইতে বহির্গত রাম নাম ধ্বনি শুনিতে পাইলাম, বৎস। অনেক যোগী, সাধু দেখিয়াছি কিন্তু এমন নাম যোগী আর কোথায়ও দেখি নাই। নামে নির্ভর, নামে বিশ্বাস, নামে প্রীতি ও নামে একান্ত রতি থাকা চাই নতুবা নামের মূর্ত্তি হৃদয়ে জাগে না। নাম আর নামী, দুই নয়, এক, ইহা মহাজন বাক্য কিন্তু অবিশ্বাসী ও অপ্রেমিকের নিকট অপ্রকাশিত থাকে। নামে হৃদয় অন্ধকার দূরীভূত হয়, চিত্তের চাঞ্চল্য নষ্ট হয়, একাগ্রতা শক্তি বৃদ্ধি পায়। নামযোগ সাধনে পাত্রাপাত্রের বিচারের আবশ্যক নাই; অধিকারী হইতে হয় না, যেমন অবস্থায় হউক না কেন নাম করিতে করিতে ক্রমে নামে রুচি হয়, নামে রুচি হইলে ভক্তি বাড়ে, ভক্তিই ভগবান লাভের এক মাত্র সহায় তাই বলি বৎস! নাম সাধন যেমন সরল ও সুগম পথ, অন্য কোন সাধন পথ তেমন সরল সুগম নহে। এই জন্যই অল্পায়ু, বাসনাজড়িত কলির জীবের জন্য নাম সাধনের ব্যবস্থা।

সম্পাদক।

ভক্তি।

মাসিক পত্রিকা।

সম্পাদক—শ্রীদীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন

বার্ষিক মূল্য ডাঃ মাঃ সহ ১৲ টাকা মাত্র।

(হাবড়া, কোঁড়ার বাগান।)

চতুর্থ বর্ষের সূচীপত্র।

বিষয়।		পত্রাঙ্ক।
প্রার্থনা	...	১।২৫।৮০।৮৫।৯৭।১১৩।১৪১।২০৫
ভেঙ্গে দাও মান	...	... ২
শ্রীশ্রীগৌর কথা	...	... ৪
নিগুণব্রহ্ম	...	... ৭
শ্রীগৌরাঙ্গচরিত	...	...১১।৩৩।১৩২।১৯৮।২২৭
সতীত্ব	...	... ২১।৪২
ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ	...	...২৫।৪১।৪৯।৫৭।৬৫।৮১
কি হবে আমার	...	... ২৬
পুষ্পোদ্যান	...	... ২৭।৬৮
লক্ষ্মণের শক্তিশেল	...	... ২৯
উপদেশমালা	...	... ৩০
ধর্ম্মবিপ্লব ও যুগাবতার	...	... ৩৮।৮৪।১২৭।১৫৭
শ্রীকৃষ্ণ	...	... ৪৬
সাধুর আশ্রমে সাত দিন	...	... ৪৯।৯০।১০২
এই বড় ভালবাসি	...	... ৫৮
তরণী	...	... ৬৩
উপাসনা তত্ত্ব নিরূপণ	...	১০৩।১১৯।১২৭।১৩৫।১৪৩
অমৃত-সাগর	...	... ৬৯
কে তুমি	...	... ৭০
মুমূর্ষব্যক্তির খেদোক্তি	...	... ৭১

একতাই সাধন সিদ্ধির উপায়		...	৭৩
গুরু লঘু	...	...	৭৭
কে আমি	...	...	৮০
সাধুতা	...	...	৮৮
কে কার	...	...	৯৮
গান	...	...	১০০
প্রার্থনা	...	...	১১৫
আর কেন	...	...	১১৫
ভরসা	...	...	১১৬
ভোগবিরাগের বিবাদ	...	...	১১৮
পাগল কে	...	...	১১৯
গৌরাঙ্গস্তব	...	...	১৪৩
আমার পত্র	...	...	১৪৬
যুগল মাধুরী রাঙ্গা পা দুখানি	...	...	১৪৯।২০৮
নটবর	...	...	১৫৫
শ্রীধর	...	...	১৬৩
রহস্য প্রসঙ্গ	...	...	১৭৫
মুক্তি	...	...	১৮৬
কামিনীকাঞ্চন	...	...	২০৬
অদ্ভুত স্বপ্ন	...	...	২১৭
রাণী মান্দালসা	...	...	২২১
ক্ষ্যাপা ও প্রেমানন্দ	...	...	২২৪।২৪৭
বর্ষশেষ নিবেদন	...	...	২৩০
ভক্তস্পর্শমণি	...	...	২৪৪

REGISTERED NO. C 262.

ভক্তি।

মাসিক পত্রিকা।

শ্রীদীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপাচ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥

৪র্থ বর্ষ, ১৩১৩। শ্রাবণ। ১২শ সংখ্যা।

	বিষয়।	লেখক।	পত্রাঙ্ক।
১।	প্রার্থনা	সম্পাদক	২২৯
২।	বর্ষশেষ নিবেদন	শ্রীদীনবন্ধু কাব্যতীর্থ	২৩০
৩।	অদ্ভুত স্বপ্ন	শ্রীহরিচরণ শর্ম্মা	২৩১
৪।	শ্রীশ্রীগৌর সুন্দর	শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী	২৪০
৫।	ভক্তি স্পর্শমণি	শ্রী	২৪৪
৬।	ক্ষ্যাপা ও প্রেমানন্দ	সম্পাদক	২৪৭

হাওড়া বৃটিশ ইণ্ডিয়া প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

ডাকমাশুল সহ বার্ষিক মূল্য ১৲ মাত্র।

হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর।

আমার উদ্দেশ্য।

মফঃস্বলস্থ সাধারণ ব্যক্তিকেই সকল রোগের ব্যবস্থা বিনামূল্যে প্রদান করিয়া থাকি, তাহা ছাড়া, নিম্নোক্ত কয়েকটী রোগের উপযুক্ত অর্থ পাইলে হাতে হাতে ফল দেখাইয়া ৩। ৭। ১১ দিবস মধ্যে এই কয়েকটী পীড়া আরোগ্য করিতে পারি।

রোগ বিবরণ।

—:০:—

যেরূপ অসাধ্য গলিত কুষ্ঠ, অর্থাৎ নাক, কান, দেহ, মুখ প্রভৃতি ফোলা এবং সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত ও বহু উপসর্গযুক্ত গলিত কুষ্ঠ; স্ত্রীলোকের বহু যন্ত্রণা যুক্ত শ্বেৎ ও রক্ত প্রদর, বাধক, মূর্চ্ছা, দুঃসাধ্য বাতরক্ত যে কোনও পারদ বিকৃত, ধ্বজভঙ্গ, অম্ল রোগ, যে কোন নূতন পুরাতন প্রমেহ রোগ আশ্চর্য্যরূপ আরোগ্য করিতে পারি, সাধারণতঃ কয়েকটী রোগের অবস্থা বুঝিয়া মাসিক ঔষধের মূল্য ৭৲ সাত টাকা হইতে ৩০৲ ত্রিশ টাকা। ফুরণেও চুক্তি করিয়া থাকি, বিশ্বাসের স্থল হইলে অগ্রিম সিকি টাকা লইয়া পরে ক্রমশঃ টাকা লইয়া থাকি। বিশেষ জানিতে হইলে ৵১০ দুই পয়সার টিকিট পাঠাইয়া বিনা মূল্যে একখানি দ্রব্য গুণযুক্ত নিত্য আবশ্যকীয় চিকিৎসা পুস্তক লউন। আমার উপর সন্দেহ উপস্থিত হইলে, লিখিলে বহু প্রসংশা পত্র পাঠাইতে পারি তাহা ছাড়া মাননীয় শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু বেদান্তরত্ন মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।

১ম। হাওড়ার প্রসিদ্ধ ডাক্তার বি, সি, গুপ্ত এম, বি, মহোদয় বলেন, ইনি যথার্থ কুষ্ঠ চিকিৎসক।

২য়। এল, এম, এস ডাক্তার সুরেশচন্দ্র দাস এসিস্ট্যাণ্ট সার্জ্জন মহোদয় বলেন, ধন্য কুষ্ঠ চিকিৎসা হাওড়া পঞ্চানন তলা।

৩য়। এস, এন, ভট্টাচার্য্য ভি, এল, এম, এস, মহোদয় বলেন আপনার ঔষধে ৭ জনই আরোগ্য। দোগাছিয়া নদিয়া কৃষ্ণনগর।

৪র্থ। অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট টি, সি, সিংহ মহোদয় বলেন—মৎ প্রেরিত ৩ জনই আরোগ্য। হাওড়া

৫ম। ডিপুটী কলেক্টর শ্রীযুক্ত পি, কে, বসু মহোদয় বলেন আমার চাকর আশ্চর্য্য আরোগ্য হইয়াছে হাওড়া ব্যাটরা।

ঠিকানা—একমাত্র কুষ্ঠাদি চিকিৎসক—শ্রীরামপ্রাণ শর্ম্মা কবিরঞ্জন।

কুষ্ঠকুটীর খুরুট, সিদ্ধেশ্বরী তলা—হাওড়া।

তত্রৈকাঙ্গা যথা গ্রন্থান্তরে।

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে।
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রি ভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে॥
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ।
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরং॥ ১২৯॥

অনেকাঙ্গা যথা নবমে।

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্ম্মন্দিরমার্জনাদিষু

স্কন্দপুরাণে বলিয়াছেন যথা॥

নারদের উপদেশে কোন এক ব্যাধ, পশুহিংসা পরিত্যাগ করিয়া হরিসেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তদবলোকনে কোন এক মহাত্মা সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ব্যাধ! তোমার এই অহিংসাদি গুণ সকল অদ্ভুত নহে, কারণ যে সকল ব্যক্তি শ্রীহরিভক্তিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহারা কখনও পর সন্তাপপ্রদ হইতে ইচ্ছা করেন না, ভক্তি জন্মিলে প্রাণ এরূপ সরল হয় যে, কোন প্রাণিকেই কষ্ট দিতে পারেনা ইহাই ভক্তির মহিমা।

ঐ স্কন্দ পুরাণেও॥

অন্তঃশুদ্ধি, বাহ্যশুদ্ধি, তপস্যা এবং শান্তি প্রভৃতি গুণ সকল হরিসেবাভিলাষী পুরুষের নিকট স্বয়ং গিয়া উপস্থিত হয়, ভক্তিই সকল শুদ্ধিতার কারণ।

যে ভক্তি এক মাত্র মুখ্যাঙ্গ অথবা বহু অঙ্গ আশ্রয় করিয়াছেন, সেই ভক্তিই, ভক্তগণের নিষ্ঠা দেখিয়া তাহাদিগের বাসনানুসারে তাঁহাদিগকে সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন॥

এই স্থানে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিয়াছেন, "এক অঙ্গ সাধে কিবা সাধে বহু অঙ্গ। নিষ্ঠা হইলে বহে প্রেমের তরঙ্গ" ॥ ১২৮॥

শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুত সৎকথোদয়ে ॥
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ
তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমং।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে
শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে ॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে
শিরো হৃষীকেশ পদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে নতু কাম কাম্যয়া
যথোত্তমঃশ্লোক জনাশ্রয়ারতিঃ ॥

একাঙ্গা ভক্তি যথা গ্রন্থান্তরে।

শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণে মহারাজ পরীক্ষিৎ, শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তনে শুকদেব, প্রহ্লাদ স্মরণে, চরণসেবনে লক্ষ্মী, অর্চ্চনে আদিরাজ পৃথু, বন্দনে অক্রূর, দাস্য বিষয়ে হনুমান্, সখ্যে অর্জ্জুন, আত্ম নিবেদনে অসুররাজ বলি, ইহাঁরা সকলেই কৃতার্থ হইয়াছিলেন অর্থাৎ কেবল এক ২ মুখ্য ভক্তাঙ্গের সেবা করিয়াই ইহাঁদিগের কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইয়াছিল, সকল অঙ্গের অনুষ্ঠানে যে, জীব কৃতার্থ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ১২৯ ॥

অনেকাঙ্গা ভক্তি যথা নবম স্কন্ধে ॥

শুকদেব কহিলেন হে ভারত! মহারাজ অম্বরীষ শ্রীকৃষ্ণ চরণারবিন্দে মন অর্পণ করিয়া ছিলেন, বৈকুণ্ঠগুণানু বর্ণনে বাক্য নিয়োগ করিয়াছিলেন, হরিমন্দির মার্জনাদিতে করদ্বয়কে ব্যাপৃত রাখিয়াছিলেন এবং অচ্যুতসৎকথা শ্রবণে শ্রবণেন্দ্রিয়কে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অপর, নয়নদ্বয়কে মুকুন্দলিঙ্গ সকলের আলয় বিলোকনে (অর্থাৎ ভগবানের মন্দির ও শ্রীমূর্ত্তি দর্শনে) অঙ্গ সঙ্গকে ভগবদ্ভৃত্যজনের গাত্রসংস্পর্শে, ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে ভগবৎপাদপদ্ম সংযোগ প্রাপ্ত তুলসীর সৌরভ গ্রহণে, এবং রসনাকে ভগবানে নিবেদিত অন্নাদি

শাস্ত্রোক্তয়া প্রবলয়া তত্তন্মর্য্যাদয়ান্বিতা
বৈধী ভক্তিরিয়ং কৈশ্চিন্মর্য্যাদা মার্গ উচ্যতে ॥১৩০ ॥

অথ রাগানুগা।

বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসি জনাদিষু।
রাগাত্মিকা মনুস্থতা যা সা রাগানুগোচ্যতে ॥
রাগানুগা বিবেকার্থমাদৌরাগাত্মিকোচ্যতে ॥
ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোচ্যতে ॥ ১৩১

আস্বাদনে তৎপর করিয়াছিলেন। আর, তাঁহার চরণদ্বয় ভগবৎক্ষেত্র স্থানে, গমনে, এবং তাঁহার মস্তক হৃষীকেশের পদারবিন্দ বন্দনে নিযুক্ত হইয়াছিল। অপিচ, তিনি কাম অর্থাৎ স্রক্ চন্দনাদি বিষয় সেবাকে ভগবজ্জনাশ্রয়া বৃত্তি যে রূপে হয়, সেইরূপ করিয়া ভগবদ্দাস্যে তৎপর করিয়াছিলেন, তাহাও ভগবৎপ্রসাদ স্বীকার হেতু মাত্র হইয়াছিল, নিজেচ্ছায় হয় নাই॥

শাস্ত্রোক্ত প্রবল মর্য্যাদাযুক্ত এই বৈধী ভক্তিকে কোন কোন পণ্ডিতেরা মর্য্যাদামার্গ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ॥ ১৩০ ॥

॥ * ॥ ইতি বৈধী ভক্তি মার্গ প্রকরণ ॥ * ॥

অথ রাগানুগা।

ব্রজবাসি জনাদিতে প্রকাশ্য রূপে বিরাজমানা যে ভক্তি তাহাকে রাগাত্মিকা ভক্তি কহে। এই রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগতা যে ভক্তি, তাহার নাম রাগানুগা ভক্তি ॥

এই রাগানুগা ভক্তির পরিজ্ঞানার্থ, প্রথমতঃ রাগাত্মিকা ভক্তি কথিত হইতেছে॥ ইষ্টে অর্থাৎ অভিলাষিত বস্তুতে যে স্বাভাবিকী পরম আবিষ্টতা অর্থাৎ প্রেমময় তৃষ্ণা তাহার নাম রাগ, সেই রাগময়ী যে ভক্তি তাহাকে রাগাত্মিকা ভক্তি, কহে॥ ১৩১ ॥

সেই রাগাত্মিকা ভক্তি কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা ভেদে দুই প্রকার হয় ॥ ১৩২ ॥

সা কামরূপা সম্বন্ধরূপা চেতি ভবেদ্দ্বিধা ॥ ১৩২ ॥
তথাহি সপ্তমে।
কামাদ্দ্বেষাদ্ভয়াৎ স্নেহাদ্যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ।
আবেশ্য তদঘংহিত্বা বহবস্তদ্গতিং গতাঃ ॥ ১৩৩ ॥
কামাদ্গোপ্যো ভয়াৎকংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়োনৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো ইতি ॥ ১৩৪ ॥

সপ্তম স্কন্ধে যথা ॥

নারদ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন মহারাজ! বহু বহু ব্যক্তি ভক্তি অনুসারে কাম, দ্বেষ, ভয় অথবা স্নেহ হেতু ভগবান্ পরমেশ্বরে মনোনিবেশ করিয়া কামাদি নিমিত্ত মনোমালিন্য বিসর্জ্জন পুরঃসর ভগবদ্গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ১৩৩ ॥

ইহার প্রমাণ, এই গোপীগণ কাম হেতু, কংস ভয় হেতু, চৈদ্যাদি নরপতির দ্বেষ হেতু, যাদবগণ সম্বন্ধ হেতু, তোমরা স্নেহ হেতু, এবং আমরা ভক্তি হেতু তাঁহার গতি প্রাপ্ত হইয়াছি ॥

তাৎপর্য্য। উল্লিখিত পদ্যে গোপিগণ ও যাদবগণের যে আবেশ বর্ণিত হইয়াছে, ইহা পূর্ব্বরাগজনিত, জানিতে হইবে ॥ ১৩৪ ॥

এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ করার বহু বহু অঙ্গ সত্ত্বে এখানে কাম ও সম্বন্ধমাত্র গ্রহণের কারণ এই যে, আনুকূল্যের অভাব হেতু ভয় এবং দ্বেষ পরিত্যক্ত হইয়াছে, আর স্নেহ শব্দ যদি সখ্য বাচি হয়, তাহা হইলে ইহা বৈধী ভক্তির মধ্যে পরিগণিত হইবে, সুতরাং রাগানুগাতে তাহার উপযোগিতা নাই, কিম্বা যদি স্নেহ এই শব্দটী প্রেম বাচক হয়, তাহা হইলে সাধন ভক্তির মধ্যে তাহারও কোন উপযোগিতা নাই ॥

আমরা ভক্তি নিমিত্ত প্রাপ্ত হইয়াছি, এস্থলে ভক্তি শব্দে বৈধী ভক্তিই বলিতে হইবে, ইহা রাগানুগা বলিয়া পরিগৃহীত হইবে না ॥ ১৩৫ ॥

আনুকূল্য বিপর্য্যাসাদ্ভীতি দ্বেষৌ পরাহতৌ।
স্নেহস্য সখ্যবাচিত্বাদ্বৈধিভক্ত্যনুবর্ত্তিতা।
কিম্বা প্রেমাভিধায়িত্বান্নোপযোগোঽত্র সাধনে।
ভক্ত্যা বয়মিতি ব্যক্তং বৈধী ভক্তিরুদীরিতা ॥ ১৩৫ ॥
যদরীণাং প্রিয়াণাঞ্চ প্রাপ্যমেকমিবোদিতং।
তদ্ব্রহ্মকৃষ্ণয়োরৈক্যাৎ কিরণার্কোপমায়ুষোঃ ॥ ১৩৬ ॥
ব্রহ্মণ্যেব লয়ং যান্তি প্রায়েণ রিপবো হরেঃ।
কেচিৎ প্রাপ্যাপি সারূপ্যাভাসং মজ্জন্তি তৎসুখে ॥ ১৩৭ ॥

তথাচ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে।

সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি।
সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতা ইতি ॥ ১৩৮

বহু বহু ব্যক্তি তদ্গতি লাভ করিয়াছে, এই সন্দেহান্তর উপস্থিত হওয়ায় গ্রন্থকর্ত্তা ঐ সন্দেহ ভঞ্জন হেতু কহিলেন। ব্রহ্মে এবং শ্রীকৃষ্ণে পরস্পর ঐক্যতা হেতু শত্রুগণ ও প্রিয়বর্গের যে এক প্রাপ্য কথিত হইয়াছে, তাহার প্রভেদ এই যে, সূর্য্যে এবং সূর্য্যের কিরণে অর্থাৎ সূর্য্য ও কিরণ বস্তুতঃ দুই এক পদার্থ হইলেও ইহাতে যেমন পরস্পর অঙ্গাঙ্গী ভেদ লক্ষিত হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণে ও ব্রহ্মে প্রভেদ জানিবে, শত্রুগণ কিরণস্থানীয়, ব্রহ্মে গতি প্রাপ্ত হয়, আর প্রিয়বর্গ সূর্য্য স্থানীয়, শ্রীকৃষ্ণে গতি লাভ করেন ॥ ১৩৬ ॥

অরিগণের ব্রহ্মতেই গতি হয়, গ্রন্থকার এই বিষয় বিস্তার করিতেছেন। ভগবান হরির রিপুবর্গ প্রায়ই ব্রহ্মেতে লয় প্রাপ্ত হয়, তন্মধ্যে কেহ কেহ সারূপ্যাভাসলাভ করিয়াও সেই সুখেই অর্থাৎ ব্রহ্ম-সুখে নিমগ্ন হইয়া থাকে। ১৩৭ ॥

রাগবন্ধেন কেনাপি তং ভজন্তো ব্রজন্ত্যমী।
অঙ্ঘ্রিপদ্মসুধাঃ প্রেমরূপাস্তস্য প্রিয়া জনাঃ ॥ ১৩৯ ॥

তথাহি শ্রীদশমে।

নিভৃত মরুন্মনোক্ষ দৃঢ়যোগযুজো হৃদি
যন্মুনয় উপাসতে তদরয়োপি যযুঃ স্মরণাৎ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগ ভুজদণ্ড বিষক্তধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঙ্ঘ্রি সরোজসুধাঃ ॥ ১৪০ ॥

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণেও বলিয়াছেন।

সিদ্ধগণ ও ভগবান হরিকর্ত্তৃক নিহত দৈত্যগণ ব্রহ্মসুখে নিমগ্ন হইয়া যে সিদ্ধলোকে বাস করিতেছেন, সেই সিদ্ধলোক মায়ার পরপারে অবস্থিত ॥ ১৩৮ ॥

ভগবৎ প্রিয়ব্যক্তিগণের বিশেষ গতি লাভ হয়, গ্রন্থকার এই বিষয় বিস্তার পূর্ব্বক কহিতেছেন। ভগবানের প্রিয়জন সকল কোন অনির্ব্বচনীয় অনুরাগ বশতঃ তাঁহাকে ভজন করিয়া প্রেমস্বরূপ তাঁহার চরণপদ্মসুধা লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৩৯ ॥

দশমস্কন্ধে শ্রুত্যধ্যায়ে বলিয়াছেন ॥

শ্রুতি কহিলেন, হে ভগবন্! প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক দৃঢ় যোগযুক্ত মুনিগণ আপনার যে তত্ত্ব হৃদয়ে উপাসনা করেন, শত্রুগণ অনিষ্ট চেষ্টায় আপনার স্বরূপ স্মরণ করিয়াও তাহাই প্রাপ্ত হয়; অপরিছিন্ন যে আপনি আপনাকে পরিছন্ন রূপে দর্শন পূর্ব্বক সর্পেন্দ্র দেহ সদৃশ আপনার ভুজদণ্ডে বিষক্ত বুদ্ধি কামাত্মা স্ত্রীগণও তাহা প্রাপ্ত হয় এবং শ্রুত্যভিমানিনী দেবতা রূপ আমরা তৎসদৃশ হইয়াও আপনার পাদপদ্ম সুখে ধারণ করত তাহাই প্রাপ্ত হই ॥ ১৪০ ॥

তত্র কামরূপা ॥ ১৪১ ॥

সা কামরূপা সম্ভোগতৃষ্ণাং যা নয়তি স্বতাং।
যদস্যাং কৃষ্ণসৌখ্যার্থমেব কেবলমুদ্যমঃ ॥ ১৪২ ॥

ইয়ন্তু ব্রজদেবীষু সুপ্রসিদ্ধা বিরাজতে।
আসাং প্রেম বিশেষোয়ং প্রাপ্তঃ কামপি মাধুরীং।
তত্তৎ ক্রীড়া নিদানত্বাৎ কাম ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥

তথাচ তন্ত্রে।

প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথামিতি ॥ ১৪৩ ॥

ইত্যুদ্ধবাদয়োপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥ ১৪৪ ॥

তন্মধ্যে কামরূপা যথা ॥

তাৎপর্য্য। এস্থানে কাম শব্দ আপনার অনিষ্ট বিষয়ক রাগময় প্রেম বিশেষ বলিয়া জানিতে হইবে ॥ ১৪১ ॥

যে ভক্তি সম্ভোগতৃষ্ণাকে প্রেমময় রূপে পরিণত করে, তাহার নাম কামরূপা ভক্তি, যেহেতু এই কামরূপা ভক্তিতে কেবল কৃষ্ণসুখের নিমিত্ত উদ্যম দেখা যায় ॥ ১৪২ ॥

এই সুপ্রসিদ্ধা কামরূপাভক্তি কেবল ব্রজদেবী সকলেতে বিরাজমানা, ইহাদিগের এই বিশিষ্ট প্রেম কোন অনির্ব্বচনীয় মাধুরী প্রাপ্ত হইয়া সেই সেই ক্রীড়ার কারণ হয় বলিয়া পণ্ডিতেরা এই প্রেম বিশেষকে কাম শব্দে উল্লেখ করিয়া থাকেন ॥

তন্ত্রেও বলিয়াছেন ॥

গোপিকাদিগের প্রেমই কাম বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ১৪৩ ॥

এই কারণে উদ্ধবাদি ভগবানের প্রিয় ভক্তগণ গোপীদিগের এই প্রেম বিশেষকে প্রার্থনা করিয়াছেন ॥ ১৪৪ ॥

কামপ্রায়া রতিঃ কিন্তু কুব্জায়ামেব সম্মতা ॥ ১৪৫ ॥

সম্বন্ধরূপা ॥

সম্বন্ধরূপা গোবিন্দে পিতৃত্বাদ্যভিমানিতা।
অত্রোপলক্ষণতয়া বৃষ্ণীনাং বল্লভা মতাঃ ॥
যদৈশ জ্ঞানশূন্যত্বাদেষাং রাগে প্রধানতা ॥ ১৪৬ ॥
কামসম্বন্ধরূপে তে প্রেমমাত্র স্বরূপিকে।
নিত্য সিদ্ধাশ্রয় তয়া নাত্র সম্যগ্ বিচারিতে ॥
রাগাত্মিকায়া দ্বৈবিধ্যাদ্দ্বিধারাগানুগা চ সা।
কামানুগাচ সম্বন্ধানুগাতেচি নিগদ্যতে ॥

কিন্তু ব্রজসুন্দরীদিগের ন্যায় শুদ্ধপ্রেমের অভাব নিমিত্ত, কুব্জাদিতে যে রতি দেখা যায় পণ্ডিতগণ তাহাকে কামপ্রায়া (অর্থাৎ অতিকাম) রতি বলিয়া সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন ॥ ১৪৫ ॥

অথ সম্বন্ধ রূপা ॥

গোবিন্দে পিতৃত্বাদি অভিমানই অর্থাৎ আমি শ্রীকৃষ্ণের পিতা, আমি শ্রীকৃষ্ণের মাতা, ইত্যাদি মননই সম্বন্ধরূপা ভক্তি। বৃষ্ণিগণ সম্বন্ধ মাত্রে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছেন এই উক্তি প্রযুক্ত এখানে বৃষ্ণি শব্দ উপলক্ষণ মাত্র, এতদ্দ্বারা গোপগণকেও গ্রহণ করিতে হইবে, কারণ ঈশ্বরত্ব জ্ঞানশূন্য হেতু গোপগণেরও রাগাত্মিকা ভক্তিতে অধিকার আছে ॥ ১৪৬

প্রেম মাত্র স্বরূপ কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা ভক্তিদ্বয় নিত্যসিদ্ধ নন্দ যশোদাদিগকে আশ্রয় করিয়াছে বলিয়া এই সাধনভক্তিপ্রকরণে তাহাদের বিচারের কোন আবশ্যক নাই ॥

রাগাত্মিকা ভক্তি দুই প্রকার যথা কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা, এই রাগানুগা ভক্তিও দুই প্রকার, যথা কামানুগা ও সম্বন্ধানুগা কামানুসারে সুখ প্রত্যাশায় যে ভক্তি তাহাকে কামানুগা ভক্তি বলে, আর কোন একটি সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া সেই ভাবে যে ভালবাসা তাহাকে সম্বন্ধানুগা ভক্তি বলে ॥

বিজ্ঞাপন ও নিয়মাবলী।

শ্রীভগবৎ কৃপায় এই ক্ষুদ্র ভক্তি পত্রিকাখানি সদয় হইতে সুদূর মফঃস্বল-স্থিত গণ্য মান্য সদাশয় ভক্ত মহোদয়গণের নিকট অতীব যত্নের সহিত গত চারিবর্ষ কাল যাবৎ চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত ইহার মধ্যে কোন বিজ্ঞাপনাদি গ্রহণ করা হয় নাই। এক্ষণে পূর্ব্বাপর বহুগণ্য মান্য ব্যক্তিগণের অনুরোধে লিখিতেছি যে, যদি কেহ এই পত্রিকা মধ্যে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে প্রথম ও শেষের কভারিং পৃষ্ঠা ব্যতীত পৃথক স্থানে স্বীয় স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারেন।

বিজ্ঞাপনের চুক্তির দর।

১ম। এক বৎসর অর্থাৎ বারো মাসের জন্য ১ এক পৃষ্ঠার দর ২৫৲ টাকা।

২য়। ছয় মাসের জন্য এক পৃষ্ঠার দর ১৫৲ পনর টাকা।

৩য়। তিন মাসের জন্য এক পৃষ্ঠার দর ১০৲ দশ টাকা।

৪র্থ। এক মাসের জন্য এক পৃষ্ঠার দর ৫৲ পাঁচ টাকা।

৫ম। অর্দ্ধ পৃষ্ঠায় দিতে হইলে উপরের দরের অর্দ্ধেক বুঝিতে হইবে।

৬ষ্ঠ। একেবারে ডিমাই ৮ পেজ অর্থাৎ এই ভক্তির চারিখানা পাতার দুই পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন দিলে প্রতি মাসে প্রতি হাজার সংখ্যায় ১০৲ টাকা হিসাবে পড়িবে।

৭ম। যদি ঐ ডিমাই আট পেজি প্রতি হাজার নিজে ছাপাইয়া আমার নিকট কেবল ভক্তি মধ্যে বাঁধিয়া দিতে পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি হাজার বাঁধিয়া মূল্য স্বতন্ত্র ২৲ দুই টাকা হিসাবে প্রতি মাসে পড়িবে। ইংরাজি বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা হয় না।

৮ম। বিজ্ঞাপনের লেখা স্পষ্ট ও এক পৃষ্ঠায় হওয়া আবশ্যক।

৯ম। বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে বিজ্ঞাপন দাতৃগণ টাকা ও বিজ্ঞাপনের কপি ভক্তি কার্য্যালয়ে পাঠাইবেন।

১০ম। বিশেষ অন্যান্য বন্দোবস্ত পত্রদ্বারা বা সাক্ষাৎ মতে করিতে হয়। টাকা কড়ি পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

সম্পাদক—শ্রীদীনবন্ধু বেদান্তরত্ন।

ভক্তি কার্য্যালয়—হাওড়া, কোঁড়ার বাগান।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

—o—

ভক্তির গ্রাহকগণ যদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের পত্রিকা লইতে চান, তবে অর্দ্ধ মূল্যে পাইবেন। গ্রাহক ভিন্ন অন্যের ১৲ টাকা লাগিবে।

ডাকমাশুল পৃথক লাগিবে, নমুনা একখণ্ড ৵০ আনা।

ভক্তির নিয়মাবলী।

১। ভক্তি মাসিক পত্রিকা, প্রত্যেক মাসে মাসে বাহির হয়, ইহাতে ভক্তের জীবনচরিত, জ্ঞান, ভক্তি ও বিবেক বৈরাগ্য উদ্দীপক গদ্য পদ্যময় প্রবন্ধ থাকিতেছে কোন প্রকার বিদ্বেষ বা পরনিন্দা ও শাস্ত্রীয়তার বিরুদ্ধ প্রবন্ধ কিম্বা সমালোচনা প্রকাশ হইবে না।

২। পত্রিকার গ্রাহক ভিন্ন অন্যের প্রবন্ধ ইহাতে প্রকাশ হয় না।

৩। মাসের প্রথমেই প্রবন্ধ পাঠাইতে হয়। প্রবন্ধ পরিষ্কার রূপে কাগজের এক পৃষ্ঠে লেখা থাকা চাই।

৪। পত্রাদি সম্পাদকের নামেই পাঠাইতে হয়।

৫। নমুনা চাহিলে ৵০ আনার টিকিট পাঠাইতে হয়, পত্রোত্তর চাহিলে রিপ্লাই কার্ড লিখিতে হয়।

৬। বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ১৲ টাকা মাত্র।

সম্পাদক

শ্রীদীনবন্ধু বেদান্তরত্ন,

হাওড়া,—কোঁড়ার বাগান।

কানন।

(গদ্য-গ্রন্থ।)

মূল্য সমর্থ পক্ষে ॥০ আনা অসমর্থ পক্ষে ।৵০ আনা।

কাননের—সমগ্র আয় গরীবের সেবায় অর্পিত।

কানন—বিবিধ সাময়িক পত্র ও সুধীগণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত, ধর্ম্ম ও নীতি পূর্ণ প্রবন্ধ পুস্তক।

"ভক্তি"র ভক্ত গ্রাহকগণকে, ৵১০ মূল্যে এক এক খানি 'কানন' প্রদত্ত হইবে। গ্রহণেচ্ছুক ভক্ত নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্রাদি পাঠাইবেন।

সেনামুখী পোঃ
(জেলা বাঁকুড়া)

শ্রীরসিকলাল দে,
সেনামুখী-গরীব ভাণ্ডার।